৩৫ তম সংখ্যা

তাওহীদের ডাক

মার্চ-এপ্রিল ২০১৮

- উনপঞ্চাশ কোটি ফযীলত : বিভ্রান্তি নিরসন
- একজন আদর্শবান ব্যক্তির গুণাবলী
- পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের করণীয়
- দাড়ি রাখার গুরুত্ব
- শিক্ষার্থীদের প্রতি নছীহত
- কুরআন আপনার পক্ষের অথবা বিপক্ষের দলীল
- মিখাইল তানসার ইসলাম গ্রহণ

পর্বত রাজধানী গিলগিত-বালতিস্তানে

ভারত উপমহাদেশে হাদীছের ধারক ও বাহকগণ

Contents

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed
৩৫ তম সংখ্যা
মার্চ-এপ্রিল ২০১৮

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
ড. নূরুল ইসলাম
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহিল কাফী
সহকারী সম্পাদক
মুখতারুল ইসলাম

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ)
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ,
কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ,
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩
থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

⇨ **সম্পাদকীয়** ২
⇨ **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৫
আক্বীদা
⇨ উনপঞ্চাশ কোটি ফযীলত : বিভ্রান্তি নিরসন ৭
আহমাদুল্লাহ
তাবলীগ
⇨ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে ঈমানের শাখা (শেষ কিস্তি) ১০
হাফেয আব্দুল মতীন
তারবিয়াত
⇨ পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের করণীয় (৪র্থ কিস্তি) ১৭
আব্দুর রহীম
তাজদীদে মিল্লাত
⇨ পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন ও তা থেকে মুক্তির উপায় (৫ম কিস্তি) ২৩
মফীযুল ইসলাম
⇨ দাড়ি রাখার গুরুত্ব (২য় কিস্তি) ২৮
আসাদুল্লাহ আল-গালিব
⇨ **দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন** ৩১
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
ধর্ম ও সমাজ
⇨ কুরআন আপনার পক্ষের অথবা বিপক্ষের দলীল ৩৪
হাফীযুর রহমান
⇨ একজন আদর্শবান ব্যক্তির গুণাবলী (৩য় কিস্তি) ৪০
এ. এইচ. এম. রায়হানুল ইসলাম
শিক্ষাঙ্গন
⇨ শিক্ষার্থীদের প্রতি নছীহত ৪৫
মুখতার আযহার
ভ্রমণস্মৃতি
⇨ পর্বত রাজধানী গিলগিত-বালতিস্তানে (৩য় কিস্তি) ৪৭
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
পরশ পাথর
⇨ বলিভিয়ার মিখাইল তানসার ইসলাম গ্রহণ ৫১
⇨ **কবিতা** ৫২
⇨ **সংগঠন সংবাদ** ৫৩
⇨ **সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)** ৫৫
⇨ **সাধারণ জ্ঞান** ৫৬

Contents

সম্পাদকীয়

ভারত উপমহাদেশে হাদীছের ধারক ও বাহকগণ

হিজরী দ্বাদশ শতকে ভারতগুরু শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীর (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২) আবির্ভাব ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সে সময় ভারতীয় মুসলিম সাম্রাজ্য মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত নাযুক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। ইসলামের স্রেফ নাম অবশিষ্ট ছিল। কুরআনের তরজমা নিষিদ্ধ ছিল। ইল্‌মে হাদীছের চর্চা বন্ধ ছিল। দরবারী আলেমদের চালুকৃত ফৎওয়ার বিরোধিতা করা রীতিমত দুঃসাহসের ব্যাপার ছিল। খান্‌ক্বাহ ও দরগাহের বিদ‘আতী পীরদের আশীর্বাদ-অভিশাপই যেন মানুষের ভাগ্য নিয়ন্তা হয়ে উঠেছিল। জ্যোতিষীর গণনা ছাড়া রাজা-বাদশারাও বড় কোন কাজে হাত দিতেন না। তাছাউওফের নামে শতাধিক দল, দেহতত্ত্বের নামে প্রায় অর্ধশত দল এবং নবাবিষ্কৃত হাকীকত, তরীকত ও মা‘রেফাতের ধূম্রজালে শরী‘আতের স্বচ্ছ আলো থেকে মানুষ বঞ্চিত ছিল। হিন্দু ও মুসলমানের পার্থক্য প্রায় মুছে গিয়েছিল। সংস্কারের যে বীজ শায়খ আহমাদ সারহিন্দী ওরফে মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (৯৭১-১০৩৪/১৫৬৪-১৬২৪ খৃ.) বপন করেছিলেন, শতবর্ষের ব্যবধানে তা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। সম্রাটের প্রাসাদ হ’তে গরীবের পর্ণকুটীর পর্যন্ত বিস্তৃত কুসংস্কারের মূল উৎপাটনের জন্য সমগ্র সমাজ একজন দূরদর্শী চিন্তানায়ক ও সমাজবিপ্লবীর আগমনের জন্য উন্মুখ হয়েছিল *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ২৪৫)*। এহেন দুর্যোগ মুহূর্তে ভারতীয় মুসলমানদের ত্রাতা হিসাবে আবির্ভাব ঘটে শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীর। হাদীছের নিষ্প্রভ প্রদীপ পুনরায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে স্ব-মহিমায়। ‘মাদরাসা রহীমিয়া’ ক্বালাল্লাহ ও ক্বালার রাসূল-এর সুমধুর ধ্বনিতে গুঞ্জরিত হ’তে থাকে। দিল্লী ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ, উত্তর ভারত এবং সুদূর সিন্ধু ও কাশ্মীর থেকে হাদীছ প্রেমিক ছাত্ররা এসে ভীড় জমায় এ দরসগাহের আঙ্গিনায়। কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে আঁকড়ে ধরার লক্ষ্যে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত এক নতুন প্রজন্ম সৃষ্টিতে তাঁর দরস-তাদরীস অব্যাহত থাকে। তিনি সারাজীবন হাদীছে নববীর পঠন-পাঠন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, প্রচার ও প্রসারে অতিবাহিত করেন।

তদানীন্তন সময়ের আলেমগণ দলীলের তোয়াক্কা না করে অতিমাত্রায় মাযহাবী ফিক্বহের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন। তিনি তাদের অবস্থা দর্শনে ব্যথিতচিত্তে বলেন, اشتغالهم بعلم الحديث قليل قديما وحديثا ‘অতীত ও বর্তমানে হাদীছের সাথে ঐ সকল আলেমের যোগসূত্র কম’ *(আল-ইনছাফ ফী বায়ানে আসবাবিল ইখতেলাফ, পৃঃ ৮৪)*। এ অবস্থার অবসানকল্পে তিনি প্রচলিত কালামভিত্তিক মাযহাবী ফিক্বহের পরিবর্তে

Contents

'ফিক্বহুল হাদীছ' তথা হাদীছভিত্তিক ফিক্বহের তূর্যধ্বনি করেন। স্বীয় আত্মজীবনীতে তিনি স্পষ্টভাষায় বলেন, 'মাযহাব চতুষ্টয়ের গ্রন্থসমূহ ও এর উছূলে ফিক্বহের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন এবং যেসব হাদীছ থেকে ফকীহরা দলীল গ্রহণ করেন সেগুলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার পর আল্লাহ্র ইচ্ছায় আমার মনে মুহাদ্দিছ ফকীহগণের মানহাজের প্রতি ভাললাগা জন্ম নেয়' *(আল-জুযউল লাতীফ ফী তারজামাতিল আব্দিয যঈফ, মাজমূ'আ রাসায়েলে ইমাম শাহ অলিউল্লাহ, ১/২৫)*। ফিক্বহ ও হাদীছের মধ্যে বৈপরীত্য নিরসন এবং মাযহাব চতুষ্টয়ের মাঝে সমন্বয় সাধনের জন্য তিনি প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছিলেন। জনগণকে তিনি হাদীছভিত্তিক জীবন গঠনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন *(তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত, ৫/১৫৯)*। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর অছিয়তনামায় বলেন, 'এই ফক্বীরের প্রথম অছিয়ত এই যে, আক্বীদা ও আমল উভয়ক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের সাথে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকুন এবং এ দু'টি জিনিসকেই সমান গুরুত্ব ও অভিনিবেশ সহকারে ধারণ করুন।.. আক্বীদাগত বিষয়ে পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের পথ অনুসরণ করুন এবং যুক্তিবাদী পথকে পরিহার করুন।.... প্রশাখাগত বিষয়ে ওলামায়ে মুহাদ্দিছীন-এর অনুসরণ করুন যারা একাধারে ফিক্বহ ও হাদীছ উভয়ের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। ফিক্বহের প্রশাখাগত বিষয়গুলিকে সর্বদা কিতাব ও সুন্নাতের সম্মুখে পেশ করুন। যা অনুকূলে পাওয়া যাবে, তা গ্রহণ করুন, আর যা বিপরীত হবে তা বর্জন করুন। ..সে সকল শুকনো চিন্তাধারার ফকীহদের কথা শুনবেন না আর না তাদের প্রতি দৃকপাত করবেন, যারা নির্দিষ্ট একজন আলেমের তাক্বলীদ করতঃ সুন্নাতের অনুসরণকে পরিত্যাগ করেছে। তাদের থেকে দূরে থেকে আল্লাহ্র নৈকট্য কামনা করুন' *(অছিয়তনামা, মাজমূ'আ রাসায়েলে ইমাম শাহ অলিউল্লাহ, ২/৫২৫-২৬)*।

অতঃপর ত্রিশ হাযার হাদীছের হাফেয, আহলেহাদীছ আন্দোলনের বীর সিপাহসালার, শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)-এর পৌত্র, হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ ইসমাঈল শহীদ (১৭৭৯-১৮৩১) ছিলেন তাঁর চিন্তাধারার বাস্তব রূপকার। আবুল হাসান নাদভী বলেন, 'তাঁর রচনাবলী ও ইলমে হযরত শাহ অলিউল্লাহ ছাহেবের রচনাশৈলীর ঝলক পরিদৃষ্ট হয়। সেই ইলমের পরিপক্কতা, দলীল সাব্যস্তকরণের দক্ষতা, সূক্ষ্মদর্শিতা, সুরুচি, কুরআন ও হাদীছে বিশেষ পাণ্ডিত্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বাকপটুতা' *(তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত ৫/৩০০)*। একদিকে তিনি যেমন সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলাম বিরোধী শক্তির মোকাবিলা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি দাওয়াত, তাবলীগ ও গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে সমাজ সংস্কারে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর 'তাকভিয়াতুল ঈমান' গ্রন্থটি পড়ে তাঁর জীবদ্দশাতেই দুই/আড়াই লাখ লোক আক্বীদা সংশোধন করে নিয়েছে *(ঐ, ৫/৩০০)*। ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন এর প্রমাণে 'তানভীরুল আইনাইন ফী ইছবাতে রাফ'ইল ইয়াদায়েন' তাঁর একটি অনবদ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি সম্পর্কে শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেছিলেন, 'আল্লাহর শোকর যে, এই ঘর ইলমে হাদীছের মুহাক্কিক থেকে শূন্য নয়' *(ইতহাফুন নুবালা, পৃঃ ৪৫)*।

হিজরী ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকে ভারতবর্ষে অত্যন্ত জোরালোভাবে ইলমে হাদীছ পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন শুরু হয় এবং এ আন্দোলনের তেজোদীপ্ত রশ্মিতে দিল্লী, বিহার, বাংলা, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল, সিন্ধু, গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহ, পাঞ্জাব প্রভৃতি আলোকিত হয়ে উঠে। এমনকি এর বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি অন্যান্য মুসলিম বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়ে। এ বরকতময় আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন দু'জন বিশ্ববরেণ্য আহলেহাদীছ মনীষী। একজন হ'লেন 'শায়খুল কুল ফিল কুল' (সর্বকালের সকলের সেরা বিদ্বান) মিয়াঁ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভী (১২২০-১৩২০ হিঃ/১৮০৫-১৯০২ খৃঃ)। যার ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় সোয়ালক্ষ। অপরজন হ'লেন অভূতপূর্ব প্রতিভা, বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিছ, ২২২টি গ্রন্থের অমর রচয়িতা নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭/১৮৩২-১৮৯০)। কুরআন, হাদীছ, ফিক্বহ সহ প্রচলিত প্রায় সকল ইলমে গভীর পারদর্শী মিয়াঁ নাযীর হুসাইন পাঠদানের সময় তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ছাত্রদের সামনে হাদীছের সহজ-সরল পথ পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতেন। ফলে ফিক্বহী বিতর্ক হ'তে বেরিয়ে ছাত্ররা সরাসরি কুরআন-হাদীছ অনুসরণে অধিক স্বস্তি লাভ করত। এরই ফলশ্রুতিতে দক্ষিণ এশিয়া ও বহির্বিশ্ব থেকে আগত জ্ঞানপিপাসু বহু ছাত্র প্রচলিত তাক্বলীদ ছেড়ে দিয়ে 'আহলেহাদীছ' হয়ে যান। প্রত্যেক ছাত্র নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে তাঁর শিক্ষা প্রচার করতেন ও তাদের মাধ্যমে অনেকে আহলেহাদীছ হতেন *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩২২)*। পঁচাত্তর বছরের এই ইলমী মহীরুহের ছায়াতলে প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাযার ছাত্র দ্বীনী ইলম লাভে ধন্য হন *(আল-বুশরা, পৃঃ ৫৩)*, যাদের অধিকাংশই আহলেহাদীছ ছিলেন বা হয়েছিলেন বলে অনুমান করা চলে।

অন্যদিকে নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী গ্রন্থ রচনা, হাদীছ ও ফিক্বহুল হাদীছের দুর্লভ গ্রন্থাবলী নিজ খরচে ছাপিয়ে ও ক্রয় করে ফ্রি বিতরণ এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও লাইব্রেরীতে অনুদান হিসাবে প্রদান, হাদীছ মুখস্থ প্রতিযোগিতার আয়োজন, মাসোহারা প্রদান করে ওলামায়ে কেরামকে গ্রন্থ রচনা ও দাওয়াতী কাজে উদ্বুদ্ধকরণ প্রভৃতিভাবে সুন্নাহ্র খিদমত আঞ্জাম দেন। এভাবে গ্রন্থ রচনা ও প্রচার করে চিন্তাজগতে মৌলিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে তিনি যে নীরব বিপ্লবের সূচনা করেন, তা আহলেহাদীছ আন্দোলনকে ভারতবর্ষ ও বহির্বিশ্বে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার

Contents

সুযোগ করে দেয়। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহাম্মাদ মুনীর দামেশকী তাঁর অবদানের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, ‘এ ছিল একটি বিরাট পুনর্জাগরণ, যা অন্যান্য মুসলিম দেশেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। অতঃপর এই পদাঙ্ক অনুসরণ করে অধিকাংশ মুসলিম দেশ তাফসীর ও হাদীছের গ্রন্থাবলী মুদ্রণে এগিয়ে এসেছিল’ *(নামূযাজ মিনাল আ'মালিল খায়রিয়াহ, পৃঃ ৪৬৮)*। তাছাড়া ইলমে হাদীছ জনগণের নাগালের মধ্যে এসে যাবার ফলে তারা তাক্বলীদ ও মাযহাবী ফিক্বহের বেড়াজাল ছিন্ন করে খোলা মনে হাদীছ গবেষণা শুরু করেন এবং অগণিত মানুষ সরাসরি হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার সুযোগ পেয়ে আহলেহাদীছ হয়ে যান।

মিসরীয় পণ্ডিত রশীদ রিযা (মৃঃ ১৩৫৩ হিঃ) এঁদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করতে গিয়ে বলেন, ولولا عنايـــة إخواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العـــصر لقـــضي عليها بالزوال من أمصار الـــشرق– ‘যদি এ যুগে আমাদের ভারতীয় আলেম ভ্রাতৃমণ্ডলী ইলমে হাদীছের প্রতি গুরুত্ব না দিতেন, তাহ’লে প্রাচ্যের দেশগুলি থেকে তা বিলুপ্ত হয়ে যেত’ *(মিফতাহু কুনূযিস সুন্নাহ-এর ভূমিকা দ্রঃ)*। আরেকজন মিসরীয় বিদ্বান আব্দুল আযীয আল-খাওলী বলেছেন, وفي الهند الآن طائفة كبيرة تهتدي بالسنة في كل أمور الدين ولا تقلد أحدا من الفقهاء ولا المتكلمين و هي طائفة المحدثين– ‘বর্তমানে ভারতে একটি বড় দল রয়েছে যারা দ্বীনের সকল বিষয়ে হাদীছ দ্বারা দিকনির্দেশনা লাভ করে এবং ফকীহ ও দার্শনিক কারোরই তাক্বলীদ করে না। এঁরা হলেন মুহাদ্দিছগণের জামা'আত’ *(মিফতাহুস সুন্নাহ)*। অনুরূপভাবে মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী হানাফী বলেন, ‘এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, দ্বীনের মৌলিক উৎস সমূহের (কুরআন ও হাদীছ) দিকে ভারতীয় হানাফী মুসলমানদের প্রত্যাবর্তনে আহলেহাদীছ ও গায়রে মুক্বাল্লিদদের আন্দোলনের প্রভাব রয়েছে। সাধারণ জনগণ গায়ের মুক্বাল্লিদ হয়নি বটে, তবে গোঁড়া তাক্বলীদ ও অন্ধ অনুকরণের ভেল্কিবাজি অবশ্যই ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে’ *(মাসিক বুরহান, দিল্লী, আগস্ট ১৯৮৫)*।

‘মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ’-এর সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব খালজী একবার বিশ্বনন্দিত মুহাদ্দিছ, অতুলনীয় ইলমী প্রতিভা শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দিন আলবানী (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ما رأي فضيلتكم عن خدمات علمـــاء أهـــل الحـــديت في الهنـــد– ‘ভারতের আহলেহাদীছ আলেমদের হাদীছে অবদান সম্পর্কে আপনার মতামত কি’? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, أنا حسنة من حسنات أهل الحديت في الهنـــد ‘আমি তো ভারতের আহলেহাদীছ আলেমদের পুণ্যকর্মসমূহের একটি ফসল’ *(আব্দুল গাফফার সালাফী, আহলেহাদীছ কা তা'আরুফ, পৃঃ ৫৬)*।

এঁদেরই উত্তরসুরী হলেন মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভী (১৮১৪-১৮৮০), মাওলানা ইবরাহীম আরাভী (১৮৪৯-১৯০১), আবুদাঊদের বিশ্ববিখ্যাত ভাষ্য ‘আওনুল মা'বূদ’ রচয়িতা শামসুল হক আযীমাবাদী (১৮৫৭-১৯১১), তিরমিযীর জগদ্বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘তুহফাতুল আহওয়াযী’ প্রণেতা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (১৮৬৫-১৯৩৫), ‘উস্তাযুল আসাতিযাহ’ হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী (১৮৪৪-১৯১৮), ‘উসতাযে পাঞ্জাব’ খ্যাত অন্ধ মুহাদ্দিছ হাফেয আব্দুল মান্নান ওয়াযীরাবাদী (১২৬৭-১৩৩৪হিঃ), মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব মুহাদ্দিছ দেহলভী (১৮৬৬-১৯৩৩), মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৮৬৮-১৯৪৮), পঞ্চাশের অধিকবার বুখারীর দরস প্রদানকারী মুহাদ্দিছ হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবী (১৩১৫-১৪০৫হিঃ), ‘সীরাতুল বুখারী’ রচয়িতা মাওলানা আব্দুস সালাম মুবারকপুরী (১৮৬৫-১৯২৪), মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (১৮৯০-১৯৪১), মাওলানা আবুল কাসেম সায়ফ বেনারসী (১৮৯০-১৯৪৯), ‘আত-তা'লীকাতুস সালাফিয়াহ আলা সুনানিন নাসাঈ’ প্রণেতা মাওলানা মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী (১৯১০-১৯৮৭), ‘মিশকাতুল মাছাবীহ’-এর খ্যাতিমান ভাষ্যগ্রন্থ ‘মির'আতুল মাফাতীহ’ প্রণেতা আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (১৯০৯-১৯৯৪), রাশেদী বংশের উজ্জ্বল নক্ষত্র সাইয়েদ বদীউদ্দীন শাহ রাশেদী (১৯২৬-১৯৯৬), আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী (১৯৪২-২০০৬), সুনান ইবনু মাজাহর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘ইনজাযুল হাজাহ’ প্রণেতা মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জানবায (১৯৩৪-২০০৮), হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ (১৯৫৭-২০১৩), শায়খ ইরশাদুল হক আছারী (জন্ম : ১৯৪৮), অনন্য হাদীছ সংকলন ‘আল-জামে আল-কামেল ফিল হাদীছ আছ-ছহীহ আশ-শামেল’ প্রণেতা ড. যিয়াউর রহমান আ'যমী (জন্ম : ১৯৪৩) প্রমুখ। এঁরা ও এঁদের অনুসারীরাই হলেন ভারত উপমহাদেশে হাদীছের প্রকৃত ধারক ও বাহক।

সুতরাং হক্বপিয়াসী তরুণ প্রজন্মের প্রতি আমাদের আহ্বান, আসুন আমরা পূর্বসূরী বিদ্বানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং তাদের ইলমী ধারাবাহিকতা বজায় রেখে হাদীছের পঠন-পাঠন, গবেষণা এবং হাদীছের জ্ঞান নিজের জীবনে সর্বোচ্চ নিষ্ঠার সাথে বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করি। সেই সাথে কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলি। তবেই এ সমাজে ইসলামের মহান সভ্যতার প্রকৃত আলো, প্রকৃত জৌলুস আবারও প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন।

Contents

তাবলীগ

হাদীছে নববী :

১– عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خُطْبَةَ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلاَ لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلاَّ بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ–

(১) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যবর্তী দিনে আমাদের উদ্দেশ্যে বিদায়ী ভাষণ দিয়ে বলেন, (ক) 'হে জনগণ! নিশ্চয় তোমাদের পালনকর্তা মাত্র একজন। তোমাদের পিতাও মাত্র একজন। (খ) মনে রেখ! আরবের জন্য অনারবের উপর, অনারবের জন্য আরবের উপর, লালের জন্য কালোর উপর এবং কালোর জন্য লালের উপর কোনরূপ প্রাধান্য নেই আল্লাহভীরুতা ব্যতীত'। (গ) নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। তিনি বলেন, (ঘ) আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিলাম? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, অতএব উপস্থিতগণ যেন অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছে দেয়'।[১]

২– عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوصِيهِ وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِى تَحْتَ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسَى أَنْ لاَ تَلْقَانِى بَعْدَ عَامِى هَذَا أَوْ لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِى هَذَا أَوْ قَبْرِى. فَبَكَى مُعَاذٌ جَشَعاً لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ الْتَفَتَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِىَ الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا–

(২) মু'য়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, যখন রাসূল (ছাঃ) তাঁকে (শাসক নিযুক্ত করিয়া) ইয়ামান পাঠালেন, তখন রাসূল (ছাঃ) তাঁকে নছীহত ও উপদেশ দিতে তাঁর সঙ্গে বের হলেন। এই সময় মু'য়ায ছিলেন সওয়ারীতে আর রাসূলুল্লাহ

১– يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِين–وَأَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ–

(১) 'হে রাসূল! তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ হ'তে যা নাযিল হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন), তা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও। যদি না দাও, তাহ'লে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছে দিলে না। আল্লাহ তোমাকে শত্রুদের হামলা থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং (হারাম থেকে) সাবধান থাক। অতঃপর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রেখ আমাদের রাসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া' *(মায়েদাহ ৫/৬৭,৯২)*।

২– الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا–مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا–

(২) 'যারা আল্লাহ্র রিসালাত প্রচার করত ও তাঁকে ভয় করত। আল্লাহ ব্যতীত তারা অন্য কাউকে ভয় করত না। আর হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল ও শেষনবী। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত' *(আহযাব ৩৩/৩৯)*।

৩– إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا–

(৩) 'কেবল আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাঁর বাণী ও রিসালাত পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমেই আমি বাঁচতে পারি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে' *(জিন ৭২/২৩)*।

৪– فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ–

(৪) 'আর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে আমি তো তোমাকে তাদের রক্ষক হিসাবে পাঠাইনি। বাণী পৌঁছে দেয়াই তোমার দায়িত্ব। আর আমি যখন মানুষকে আমার রহমত আস্বাদন করাই তখন সে খুশি হয়। আর যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের ওপর কোন বিপদ আসে তখন মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ হয়' *(শূরা ৪২/৪৮)*।

১. *আহমাদ হা/২৩৫৩৬; ছহীহাহ হা/২৭০০।*

(ছাঃ) চললেন পদব্রজে, সওয়ারী হতে নীচে। (উপদেশবলী হতে) অবসর হয়ে তিনি বললেন, হে মু'য়ায! সম্ভবত, এই বৎসরের পর তুমি আর আমার সাক্ষাৎ পাবে না। এমনও হতে পারে তুমি আমার মসজিদ ও কবরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করবে। এতদশ্রবণে হযরত মু'য়ায রাসূলুল্লাহ্‌র বিচ্ছেদ চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর তিনি মদীনার দিকে তাকালেন এবং উহাকে সম্মুখে রেখে বললেন, নিশ্চয় ঐ সমস্ত লোকেরাই আমার নিকটতম যারা আল্লাহভীরু, পরহেযগার। চাই তারা যে কেউই হোক এবং যে কোথাও থাকুক না কেন?।[২]

٣– عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى يَوْمِ عَرَفَةَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنِّى وَاللهِ لاَ أَدْرِى لَعَلِّى لاَ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ يَوْمِى هَذَا بِمَكَانِى هَذَا، فَرَحِمَ اللهُ مَنْ سَمِعَ مَقَالَتِى الْيَوْمَ فَوَعَاهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ وَلاَ فِقْهَ لَهُ، وَلَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ هَذَا الْيَوْمِ فِى هَذَا الشَّهْرِ فِى هَذَا الْبَلَدِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْقُلُوبَ لاَ تَغِلُّ عَلَى ثَلاَثٍ: إِخْلاَصِ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةِ أُولِى الأَمْرِ، وَعَلَى لُزُومِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ–

(৩) মুহাম্মাদ বিন জুবায়ের বিন মুত্ব'ইম (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বলেন, আরাফার দিন বিদায় হজ্জের ভাষণে সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হে জনগণ! আল্লাহ্‌র কসম, আমি জানিনা আজকের পরে আর কোনদিন তোমাদের সঙ্গে এই স্থানে মিলিত হ'তে পারব কি-না। অতএব আল্লাহ রহম করুন ঐ ব্যক্তির উপরে যে ব্যক্তি আজকে আমার কথা শুনবে ও তা স্মরণ রাখবে। কেননা অনেক জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নয় (সে অন্যের নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়) এবং অনেক জ্ঞানের বাহক তার চাইতে অধিকতর জ্ঞানীর নিকটে জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়। জেনে রেখ, নিশ্চয়ই তোমাদের মাল-সম্পদ ও তোমাদের রক্ত তোমাদের পরস্পরের উপরে হারাম, যেমন আজকের এই দিন, এই মাস, এই শহর তোমাদের জন্য হারাম' (অর্থাৎ এর সম্মান বিনষ্ট করা হারাম)। জেনে রেখ, তিনটি বিষয়ে মুমিনের অন্তর খিয়ানত করে না : (ক) আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এখলাছের সাথে কাজ করা। (খ) শাসকদের জন্য কল্যাণ কামনা করা এবং (গ) মুসলমানদের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা। কেননা তাদের দো'আ তাদেরকে পিছন থেকে (শয়তানের প্রতারণা হ'তে) রক্ষা করে'।[৩]

২. *আহমাদ হা/২২১০৫; ছহীহাহ হা/২৪৯৭; মিশকাত হা/৫২২৭।*
৩. *দারেমী হা/২৩৩, সনদ ছহীহ।*

٤- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ–

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার কথা পৌঁছে দাও, যদি তা এক আয়াতও হয়। আর বনী ইস্রাঈলের ঘটনাবলী বর্ণনা কর। এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে কেউ ইচ্ছা করে আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামকেই তার ঠিকানা নিদিষ্ট করে নিল'।[৪]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ইবনু হাযার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে যে দ্বীন এসেছে তা দু'টি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। একটি হলো জিব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে তা গ্রহণ আর অন্যটি হলো উম্মতে মুহাম্মাদীর মাধ্যমে দ্বীনের প্রচার-প্রসার করা যাকে 'তাবলীগ' বলা হয়'।[৫]

২. ইবনু বাত্তার (রহঃ) ইমাম বুখারীর দিকে ইঙ্গিত করে وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ আয়াতটি উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতী মিশনকে বুঝিয়েছেন। আর যার ফলে প্রত্যেক নবীর উপর তাঁর কিতাব ও শরী'আতের তাবলীগকে ফরয করেছেন'।[৬]

৩. হুমাইদী (রহঃ) বলেন, একজন ব্যক্তি যহুরীকে বলল, হে আবু বকর! যে ব্যক্তি (মৃত্যু শোকে) জামার পকেট ছেঁড়ে সে আমাদের দলভুক্ত নয় এর ব্যাখ্যা কি? তিনি বললেন, আল্লাহই ভাল জানেন। তবে রাসূল (ছাঃ)-এর কাজ আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দেয়া আর আমাদের কাজ হলো তা গ্রহণ করা'।[৭]

৪. 'وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ' অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় কুরতুবী (রহঃ) বলেন, কুরআনের বাণীর প্রচার-প্রসার করা অথবা কুরআনের জ্ঞানকে পৌঁছে দেয়া। আর এটার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি কুরআনের প্রচার-প্রসার করে না সে বক্তা বা ইবাদতকারী কোনটিই নয়'।[৮]

সারবস্তু :

১. পুরো দুনিয়াব্যাপী ইসলাম ছড়িয়ে পড়ার মূল চালিকা শক্তি হলো তাবলীগ।
২. মুবাল্লিগগণ রাসূল (ছাঃ)-এর বরকতময় দো'আ লাভে ধন্য।
৩. তাবলীগ উপস্থিত অনুপস্থিত সকলকে একই সফলতার সিঁড়িতে দাঁড় করাতে সক্ষম।
৪. হঠকারী কাফের সম্প্রদায়ের জন্য ইসলামে না প্রবেশের খোঁড়া অজুহাতের বিরুদ্ধে এক বজ্রনিনাদ।
৫. তাবলীগ ভ্রাম্যমান ফেরেশতাদের দো'আ ও শান্তির জান্নাতী সুবাতাস পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম ।

৪. *বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮।*
৫. *ফাৎহুল বারী ১৩/৫১৬ পৃঃ।*
৬. *ঐ, ১৩/৪৯৮ পৃঃ।*
৭. *ঐ, ১৩/৫১৩ পৃঃ)।*
৮. *তাফসীরে কুরতুবী ৬/৩৯৯ পৃঃ ।*

Contents

উনপঞ্চাশ কোটি ফযীলত : বিভ্রান্তি নিরসন

-আহমাদুল্লাহ

ভূমিকা : আমাদের সমাজে প্রচার রয়েছে যে, টঙ্গীর তুরাগ নদীর পাড়ে অনুষ্ঠিত তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করলে ৪৯ কোটি ফযীলত পাওয়া যাবে। এর পক্ষে আহলে হক মিডিয়া নামের একটি সাইটে হাদীছও পেশ করা হয়েছে।[১]

এর কোন ছহীহ বা হাসান হাদীছ আমাদের জানা নেই। কয়েকটি হাদীছ পেশ করা হয়েছে দলীল হিসাবে। অতঃপর একটা হাদীছের ফযীলতের সাথে অপর হাদীছগুলির ফযীলতকে যোগ করা হয়েছে। ফযীলত + ফযীলত = ফযীলত। অত্র হাদীছগুলি সম্পর্কে প্রথমেই জানতে হবে যে এগুলি গ্রহণযোগ্য কি না। নিম্নে হাদীছগুলি তাহক্বীক্বসহ পেশ করা হল।-

দলীল-১ :

عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ : وَفِي البَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ-

হযরত খুরাইম বিন ফাতেক হতে বর্ণিত যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় কোন কিছু খরচ করে তা তার আমলনামায় ৭ শত গুণ হিসাবে লিখিত হয়ে থাকে’।[২]

তাহক্বীক্ব : এটা ছহীহ হাদীছ। এর একাধিক সনদ রয়েছে। যুবায়ের আলী যাঈ[৩] এবং আলবানী ছহীহ বলেছেন।[৪] তবে এর দ্বারা ৪৯ কোটি নেকীর ফযীলত প্রমাণিত হয় না। ফলে উনপঞ্চাশ কোটির প্রবক্তাগণ এর সাথে কিছু প্রত্যাখ্যাত বর্ণনা যোগ করেছেন।

দলীল-২ :

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، حَدَّثَنَا زَبَّانُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:إِنَّ الذِّكْرَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى يُضَعَّفُ فَوْقَ النَّفَقَةِ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ - قَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ بِسَبْعِ مِائَةِ أَلْفِ ضِعْفٍ-

আল্লাহ্র পথে আল্লাহকে স্মরণ করার ছওয়াব আল্লাহ্র পথে খরচ করার চাইতে ৭ শত গুণ বৃদ্ধি করা হয়। ইয়াহইয়া বলেছেন, একটি হাদীছে এসেছে, সাত লক্ষ গুণ বাড়ানো হয়’।[৫]

তাহক্বীক্ব : শায়েখ আলবানী হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন।[৬] এখানে দু’জন সমালোচিত রাবী আছেন। যা নিম্নরূপ-

(ক) যাব্বান বিন ফায়েদ আল-মিছরী আবূ জুয়াইন আল-হামরাবী। তাকে ইমামগণ যঈফ বলেছেন। যেমন-

(১) ইবনু আবী হাতিম তাঁর পিতা থেকে বলেন, যাব্বান বিন ফায়েদ সম্পর্কে বলেন, তিনি ভাল। তবে তিনি আহমাদ বিন হাম্বল এবং ইয়াহইয়া ইবনু মাঈনের বক্তব্যও নিয়ে এসেছেন যেখানে তাঁরা তাকে দূর্বল এবং মুনকার বর্ণনাকারী বলেছেন।[৭]

(২) ইবনে হিব্বান বলেছেন, زبان بْن فائد من أهل مصر يَرْوِي عَن سهل بْن معَاذ عَن أَنَس روى عَنْهُ سَعِيد بْن أَبِي والمصريون مُنكر الْحَدِيث جدا ينْفَرد عَن سهلي بن أَيُّوب بنسخة معاد যাব্বান বিন ফায়েদ খুবই মুনকারুল হাদীছ।[৮] তিনি আরো বলেছেন, كَأَنَّهَا مَوْضُوعَة لَا يحْتَج بِهِ سَمِعْتُ بْنَ زُهَيْرٍ قَالَ سُئِلَ يَحْيَى بْنُ الْحَنْبَلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ مَعِين عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِد فَقَالَ ضَعِيفٌ তার দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না।[৯] এখানে ইবনে হিব্বান এটা বলেননি যে, তিনি যদি ফযীলতের হাদীছ বর্ণনা করেন তবে তা গ্রহণ করা যাবে। বরং তার দ্বারা এককভাবে বর্ণিত কোন হাদীছই গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে যদি তার কোন গ্রহণযোগ্য শাহেদ বা মুতাবা‘আত থাকে; সেক্ষেত্রে তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। নতুবা নয়।

(৩) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন, যাব্বানের মুনকার হাদীছসমূহ আছে। ইবনে হিব্বান বলেছেন, তার দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। আর-রাযী বলেছেন, তিনি ছালেহ তথা সৎ।[১০]

---

১. https://ahlehaqmedia.com/আল্লাহর-রাস্তায়-একটি-আমল/
২. তিরমিযী হা/১৬২৫।
৩. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৩৮২৬।
৪. ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১২৩৬; ছহীহুল জামে হা/৬১১০।
৫. আহমাদ হা/১৫৬১৩।
৬. যঈফা হা/২৫৯৮।
৭. আল-জারহু ওয়াত-তা‘দীল, জীবনী নং ২৭৮৮।
৮. আল-মাজরূহীন, জীবনী নং ৩৭৮।
৯. ঐ।
১০. আয-যু‘আফাউল মাতরূকীন, জীবনী নং ১২৫৮।

Contents

(৪) হাফেয যাহাবী বলেছেন, যাব্বান একজন সম্মানিত ভাল মানুষ, তবে তিনি যঈফ রাবী। তিনি ১৫৫ হিজরীতে মারা গিয়েছেন।[১১]

(৫) যুবায়ের আলী যাঈ তার বর্ণিত একটি হাদীছের সনদকে যঈফ বলেছেন।[১২]

(৬) ইবনে হাজার বলেছেন, যাব্বান সৎ এবং ইবাদাতগুযার হলেও তিনি যঈফুল হাদীছ।[১৩]

(৭) শায়খ শু'আইব আরনাউত্ব বলেন, এর সনদটি যঈফ। যাব্বান বিন ফায়েদের দুর্বলতার কারণে।[১৪]

(৮) ড. মুহাম্মাদ আহমাদী আবুন নূন বলেছেন, এর সনদটি যঈফ। রিশদীন বিন সাদ এবং যাব্বান বিন ফায়েদের দুর্বলতার কারণে।[১৫]

(৯) বদরুদ্দীন আইনী হানাফী বলেছেন, এর সনদে যাব্বান বিন ফায়েদ রয়েছেন। ইবনে মাঈন তাকে যঈফ বলেছেন। আর আহমাদ বলেছেন, তার হাদীছগুলি হল মুনকার।[১৬]

(১০) শায়েখ আব্দুল ক্বাদীর আরনাঊত্ব একটি সনদকে যঈফ বলেছেন যেখানে যাব্বান বিন ফায়েদ রয়েছেন।[১৭]

(১১) শায়েখ আয়মান ছালেহ একটি হাদীছের সম্পর্কে বলেছেন, قلت: مداره على زبان بن فائد. ضعفوه আমি বলেছি, এটি যাব্বান বিন ফায়েদের উপর ভিত্তিশীল। মুহাদ্দিছগণ তাকে যঈফ বলেছেন।[১৮]

(১২) ইবনুল কাত্ত্বান বলেন, যাব্বান বিন ফায়েদ যঈফ।[১৯]

(১৩) হাফেয যায়লাঈ একটি স্থানে বলেছেন, وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، فَإِنَّ ابْنَ لَهِيعَةَ. وَزَبَّانَ بْنَ فَائِد. وَرِشْدِينَ بْنَ سَعْدٍ. وَسَهْلَ بْنَ مُعَاذٍ، كُلُّهُمْ ضُعَفَاء এই হাদীছটি যঈফ। কেননা এখানে ইবনে লাহীআহ, যাব্বান বিন ফায়েদ, রিশদীন বিন সাদ, সাহল বিন মুআয নামক রাবীগণ রয়েছেন। এরা প্রত্যেকেই যঈফ রাবী'।[২০]

(১৪) হাফেয হায়ছামী বলেছেন, وَفِيهِ زَبَّانُ بْنُ فَائِدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ যাব্বান বিন ফায়েদ একজন যঈফ রাবী।[২১]

(১৫) বুচীরী বলে, এই সনদটি যঈফ, যাব্বান বিন ফায়েদের দুর্বলতার কারণে।[২২]

সারকথা : যাব্বান হলেন যঈফ রাবী। যার একক বর্ণিত হাদীছগুলি গ্রহণযোগ্য নয়।

(খ) রিশদীন বিন সা'দ। পুরো নাম, রিশদীন বিন সা'দ আল-মাহরী আল-মিছরী। তার সম্পর্কেও ইমামগণ সমালোচনা করে বলেছেন-

(১) মুহাম্মাদ বিন তাহের আল-মাক্বদাসী বলেন, রিশদীন কিছুই নন।[২৩]

(২) ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেছেন, তিনি কিছুই নন।[২৪]

(৩) আবূ যুর'আহ তাকে যঈফ রাবীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।[২৫]

(৪) উক্বায়লী তার সম্পর্কে সমালোচনাসমূহ পেশ করেছেন এবং তাকে যঈফ রাবীদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[২৬]

(৫) ইবনু আর্রাক্ব বলেছেন, রিশদীন হলেন মাতরূক রাবী।[২৭]

(৬) ইমাম তিরমিযী বলেছেন, وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ وَضَعَّفُوهُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِه কতিপয় আহলে ইলম রিশদীন বিন সা'দ সম্পর্কে সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। তারা তার হিফযের দৃষ্টিকোণ হতে তাকে যঈফ বলেছেন।[২৮]

(৮) যুবায়ের আলী যাঈ 'রিশদীন বিন সা'দকে যঈফ রাবী বলেছেন।[২৯]

(৯) ইবনে হাজার বলেছেন, রিশদীন বিন সা'দ হলেন যঈফ রাবী।[৩০]

(১০) হাফেয যাহাবী বলেছেন, তিনি সৎ ব্যক্তি ছিলেন। তার স্মৃতিশক্তি খুবই খারাপ। তিনি অনির্ভরযোগ্য।[৩১]

(১১) নাছিরুদ্দীন আলবানী বলেছেন, রিশদীন হলেন দুর্বল রাবী।[৩২]

সারকথা : রিশদীন দুর্বল রাবী। সুতরাং উপরোক্ত দু'জন রাবী উভয়ই দুর্বল তথা অগ্রহণযোগ্য রাবী।

---

১১. *আল-কাশিফ, জীবনী নং ১৬১০।*
১২. *আনওয়ারুছ ছহীফাহ পৃঃ ৫৪।*
১৩. *তাক্বরীবুত তাহযীব, জীবনী নং ১৯৮৫।*
১৪. *মুসনাদে আহমাদ হা/১৫৬১০।*
১৫. *জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম ১/৩২৮।*
১৬. *উমদাতুল ক্বারী ৭/১৪৬।*
১৭. *জামে'উল উছূল হা/৬২৮৮-এর টীকা দ্রঃ।*
১৮. *জামে'উল উছূল হা/৬২৮৮-এর টীকা দ্রঃ।*
১৯. *বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল ঈহাম হা/১৬৩৮।*
২০. *নাছবুর রায়াহ ২/৮৭।*
২১. *মাজমউয যাওয়ায়েদ হা/১১৬৪৩।*
২২. *ইতহাফুল খায়রাতিল মাহরাহ হা/২৯৪৬।*
২৩. *যাখীরাতুল হুফফায হা/৫৪৯৪।*
২৪. *সুআলাতুল ইবনে জুনাইদ, ক্রমিক নং ৪৫২।*
২৫. *আয-যুআফা, ক্রমিক নং ১০৭।*
২৬. *আয-যু'আফাউল কাবীর, ক্রমিক নং ৫০৯।*
২৭. *তানযীহুশ শারী'আহ হা/১৭।*
২৮. *তিরমিযী হা/৫১৩।*
২৯. *আনওয়ারুছ ছহীফাহ পৃঃ ১৯০।*
৩০. *তাক্বরীবুত তাহযীব, জীবনী নং ১৯৪২।*
৩১. *মীযানুল ইতিদাল রাবী নং ২৭৮০।*
৩২. *ছহীহা হা/১৫৩৬; আরো দেখুন : সিলসিলাহ যঈফ হা/২৭১, ৫৩৮, ১৪৭০ ইত্যাদি।*

Contents

দলীল-৩ :

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ» :مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِ ذَلِكَ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ-

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ প্রেরণ করে এবং নিজে ঘরে বসে থাকে, তার প্রত্যেক দিরহামের বিনিময়ে সাতশত দিরহামের নেকী রয়েছে। আর যে নিজে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে এবং এর জন্য খরচ করে তার প্রত্যেক দিরহামের বিনিময়ে সাত লক্ষ দিরহামের নেকী হবে। এরপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন- আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন'।[৩৩]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটির সনদ যঈফ। এখানে 'খলীল বিন আব্দুল্লাহ' নামক রাবী রয়েছেন যিনি অজ্ঞাত। যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ) তাকে যঈফ বলেছেন।[৩৪] ফুয়াদ আব্দুল বাক্বী (রহঃ) বলেছেন, এর সনদে খলীল বিন আব্দুল্লাহ রয়েছেন। যাহাবী বলেছেন, তাকে চেনা যায় না। আর অনুরূপ বলেছেন ইবনে আবদুল হাদী'।[৩৫]

৩৩. ইবনে মাজাহ হা/২৭৬১।
৩৪. আনওয়ারুছ ছহীফাহ পৃঃ ৪৭৮।
৩৫. তাহক্বীক্ব ইবনে মাজাহ হা/২৭৬১, ২/৯২২।

দলীল-৪ :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ تُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ-

ছালাত, ছিয়াম, যিকর আল্লাহ্র পথে খরচের তুলনায় নেকীর দিক হতে সাতশত গুণ মর্যাদা রাখে।[৩৬]

তাহক্বীক্ব : এখানে উপরোল্লিখিত 'যাব্বান বিন ফায়েদ' নামক রাবী রয়েছেন যাকে জমহূর ইমামগণ যঈফ বলেছেন, যা ইতিপূর্বেই গত হয়েছে।

শায়েখ আলবানী বলেছেন, এই সনদটি যঈফ, যাব্বান বিন ফায়েদের দুর্বলতার কারণে।[৩৭] যুবায়ের আলী যাঈ বলেছেন, এর সনদটি যঈফ।[৩৮] শায়েখ শুআইব আরনাউত্ব বলেছেন, 'এর সনদটি যাব্বান বিন ফায়েদ এবং সাহল বিন মুআযের দুর্বলতার কারণে যঈফ'।[৩৯]

উপসংহার : প্রথমে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ। কিন্তু পরের হাদীছগুলি ছহীহ নয়। অথচ এগুলিকে ছহীহ হাদীছটির সাথে মিলিয়ে যোগ করে গোঁজামিল দিয়ে এক বানোয়াট ফযীলত আবিষ্কার করা হয়েছে। যার কোন ভিত্তি না কুরআনে আছে আর না হাদীছে। সুতরাং যারা এ সকল অপতৎপরতায় জড়িত এবং মিথ্যা হাদীছ রটনায় ব্যস্ত, তাদের আল্লাহকে ভয় করা উচিৎ। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন।

৩৬. আবূ দাউদ হা/২৪৯৮।
৩৭. যঈফ আবূ দাঊদ হা/৪৩০, ২/৩০০।
৩৮. আনওয়ারুছ ছহীফাহ পৃঃ ৯২।
৩৯. তাহক্বীক্ব আবূ দাঊদ হা/২৪৯৮, ৪/১৫৩।

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

Contents

কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ঈমানের শাখা

-হাফেয আব্দুল মতীন

(†kl wKw¯—)

(৬৩) হাঁচিদাতার জন্য দো'আ করা :

হাদীছে এসেছে, سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُوهُ فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلاَ تُشَمِّتُوهُ– (আবু মূসা (রাঃ)) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন হাঁচির পর আল-হামদুলিল্লাহ পড়ে তখন তার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে (দো'আ কর) আর যদি আলহামদুলিল্লাহ না পড়ে তাহ'লে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে জবাব দিওনা'।[১]

(৬৪) কাফের এবং ফিৎনা-ফাসাদকারীদের থেকে দূরে থাকা আর তাদের প্রতি কঠোর হওয়া :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ 'মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহ্র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে তোমরা যদি তাদের থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা কর। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর (প্রতিশোধ গ্রহণ) সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ্র কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে' *(আলে ইমরান ৩/২৮)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী-নাছারাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা তাদের মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না *(মায়েদা ৪/৫১)*। তিনি আরো বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 'হে মুমিনগণ! তোমাদের পূর্বে যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের দ্বীনকে খেল-তামাশার বস্তু মনে করে তাদের ও কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক' *(মায়েদাহ ৪/৫৭)*।

মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর। তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করে। আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ সর্বদা মুত্তাক্বীদের সঙ্গে থাকেন' *(তাওবাহ ৬/১২৩)*। মহান আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ–

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করিও না, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে এবং রাসূলকে ও তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে এজন্য যে তোমরা তোমাদের রব আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা যদি আমার পথে সংগ্রামে ও আমার সন্তুষ্টির সন্ধানে বের হও (তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না।) তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ কর অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি জানি। তোমাদের মধ্যে যে এমন করবে সে সরল পথ হ'তে বিচ্যুত হবে' *(মুমতাহিনা ৬০/১)*।

মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের পিতা ও ভাইদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমানের মুকাবিলায় কুফরকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই সীমালংঘনকারী' *(তাওবাহ ৬/২৩)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاَ تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلاَمِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ

১. *আহমাদ হা/১৯৭১১; মুসলিম হা/২৯৯২।*

Contents

أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِه–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ইহুদী এবং নাছারাদের প্রথমে সালাম দিয়ো না। তোমাদের সাথে তাদের কারো রাস্তায় সাক্ষাৎ হলে রাস্তা সংকীর্ণ করতে বাধ্য কর'।[২] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى سَعِيد عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِىٌّ.

'তোমরা বন্ধু যেন মুমিন ব্যক্তি হয় আর তোমার খানা যেন মুমিন ব্যক্তি, মুত্তাক্বী ব্যক্তি খায়'।[৩]

(৬৫) প্রতিবেশীর সম্মান করা :

মহান আল্লাহ বলেন,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا–

'আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না। তোমরা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয়-পরিজন, ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, পথের সাথী ও তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক (দাস-দাসী, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী ও গর্বিতকে ভালবাসেন না' *(নিসা ৪/৩৬)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا زَالَ يُوصِينِى جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ–

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমাকে জিবরীল (আঃ) সর্বদা প্রতিবেশীর ব্যাপারে ওছীহত করতে থাকেন। এমনকি আমার ধারণা হয়, শীঘ্রই তিনি প্রতিবেশীর ওয়ারিছ করে দিবেন'।[৪]

(৬৬) মেহমানের সম্মান করা :

عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ الْعَدَوِىِّ قَالَ سَمِعَتْ أُذُنَاىَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَاىَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ–

আবু শুরায়হ আদাবী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন কথা বলেছিলেন তখন আমার দু'কান শুনছিল ও আমার দু' চোখ দেখছিল। তিনি বলছিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস করে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান দেখায় তার প্রাপ্যের বিষয়। জিজ্ঞেস করা হ'ল মেহমানের প্রাপ্য কি হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন একদিন একরাত ভালভাবে মেহমানদারী করা আর তিনদিন হলে সাধারণ মেহমানদারী আর তার চেয়েও অধিক হলে তা হ'ল তার প্রতি দয়া। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাত দিবসে বিশ্বাস রাখে সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে'।[৫]

(৬৭) পাপীর পাপ দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা :

মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ– 'যারা 'মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। বস্তুতঃ আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না' *(নূর ২৪/১৯)*।

عن ابن عمر رضى الله عنهما أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِى حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে যালেমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ ত্রুটি ঢেকে রাখবেন'।[৬]

(৬৮) বিপদ-আপদ-মুছীবতে ধৈর্যধারণ করা :

মহান আল্লাহ বলেন, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ 'তোমরা আল্লাহ্র সাহায্য কামনা কর ধৈর্য

২. *মুসলিম হা/২১৬৭।*
৩. *আবু দাউদ হা/৪৮৩২; তিরমিযী হা/২৩৯৫; সনদ ছহীহ।*
৪. *আহমাদ হা/৫৫৫৭; বুখারী হা/৬০১৪; মুসলিম হা/২৬২৫।*
৫. *আহমাদ হা/১৬৩৭৪; বুখারী হা/৬০১৯; মুসলিম হা/৪৮।*
৬. *আহমাদ হা/৫৬৪৬; বুখারী হা/২৪৪২; মুসলিম হা/২৫৮০।*

ও ছালাতের মাধ্যমে। আর তা অবশ্যই কঠিন কাজ, তবে বিনীত বান্দাগণ ব্যতীত' *(বাক্বারাহ ২/৪৫)*। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ- الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ- أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ- 'আর অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, ধন ও প্রাণের ক্ষতির মাধ্যমে এবং ফল-শস্যাদি বিনষ্টের মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যাদের কোন বিপদ আসলে তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকে ফিরে যাব। তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে রয়েছে অফুরন্ত দয়া ও অনুগ্রহ। আর তারাই হ'ল সুপথপ্রাপ্ত' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫-৫৭)*। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ- 'বল, হে আমার বিশ্বাসী বান্দারা! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। (মনে রেখ,) যারা এ দুনিয়ায় সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে পুণ্য। আর আল্লাহ্‌র পৃথিবী প্রশস্ত। নিঃসন্দেহে ধৈর্যশীলগণ তাদের পুরস্কার পাবে অপরিমিতভাবে' *(যুমার ৩৯/১০)*।

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رضى الله عنه أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِى مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِىَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে কিছু সংখ্যক আনছারী ছাহাবী আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন, পুনরায় তাঁরা চাইলে তিনি তাদের দিলেন। এমনকি তার নিকট যা ছিল সবই শেষ হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন, আমার নিকট যে মাল ছিল তা তোমাদের না দিয়ে আমার নিকট জমা রাখিনা। তবে যে চাওয়া হ'তে বিরত থাকে আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। আর যে পরমুখাপেক্ষী হয় না; আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তাকে ছবর দান করেন। ছবরের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কোন নে'মত কাউকে দেয়া হয়নি'।[৭]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ يُوعَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا قَالَ أَجَلْ إِنِّى أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ قُلْتُ ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ أَجَلْ ذَلِكَ كَذَلِكَ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا-

আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। আমি বললাম : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি তো ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তোমাদের দু'জন ব্যক্তি যতটুকু জ্বরে আক্রান্ত হয় আমি একাই ততটুকু জ্বরে আক্রান্ত হই। আমি বললাম, এটি এজন্য যে আপনার জন্য দ্বিগুন ছওয়াব। তিনি বললেন, হ্যাঁ; তাই। কেননা যে কোন মুসলিম দুঃখ কষ্টে পতিত হয় তা একটা কাঁটা কিংবা আরো ক্ষুদ্র কিছু হোক না কেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহগুলিকে মুছে দেন, যেমন গাছ থেকে পাতাগুলি ঝরে পড়ে'।[৮]

(৬৯) সংযমী হওয়া, আশা-প্রত্যাশা কমানো :

মহান আল্লাহ বলেন, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ 'সুতরাং তারা কি কেবল এই অপেক্ষা করছে যে, ক্বিয়ামত তাদের উপর আকস্মিকভাবে এসে পড়ুক? অথচ ক্বিয়ামতের আলামতসমূহ তো এসেই পড়েছে। সুতরাং ক্বিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৮)*।

عَنْ سَهْلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ هَكَذَا وَيُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ فَيَمُدُّ بِهِمَا সাহল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আমাকে পাঠানো হয়েছে ক্বিয়ামতের সঙ্গে এরকম ভাবে। এ বলে তিনি তার দু'আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে সে দু'টিকে প্রসারিত করলেন'।[৯]

মহান আল্লাহ বলেন, وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে। আর ক্বিয়ামতের ব্যাপারটি তো চোখের পলকের ন্যায় বা তার চাইতে নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাশালী' *(নাহল ১৬/৭৭)*।

---

৭. আহমাদ হা/১১৮৯০; বুখারী হা/১৪৬৯; মুসলিম হা/১০৫৩।

৮. আহমাদ হা/৩৬১৮; বুখারী হা/৫৬৪৮; মুসলিমহা/২৫৭১।

৯. আহমাদ হা/২২৭৯৬; বুখারী হা/৬৫০৩; মুসলিম হা/২৯৫০।

Contents

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا، فَذَاكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا، لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে আর লোকজন তা দেখবে, তখন সকলেই ঈমান আনবে'।[১০]

এ সম্পর্কে আল্লাহ্র বাণী : هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ- 'তারা কি কেবল এই অপেক্ষায় রয়েছে যে, তাদের কাছে (মৃত্যুর) ফেরেশতা আসবে কিংবা স্বয়ং তোমার প্রতিপালক আসবেন (অর্থাৎ তাঁর গযব আসবে) অথবা তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে। (মনে রেখ) যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন (যেমন ক্বিয়ামত প্রাক্কালে সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠা) এসে যাবে, সেদিন তাদের ঈমান কোন কাজে আসবে না, যারা ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি অথবা তাদের ঈমান দ্বারা কোন সৎকর্ম করেনি। বলে দাও যে, তোমরা অপেক্ষায় থাক, আমরাও অপেক্ষায় রইলাম' *(আন'আম ৬/১৫৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهْوَ يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا-

'ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে (এ অবস্থায়) যে, দু'জন ব্যক্তি (বেচা- কেনার) জন্য পরস্পরের সামনে কাপড় ছড়িয়ে রাখবে কিন্তু তারা বেচা কেনার সময় পাবে না। এমনটি তা ভাঁজ করারও সময় পাবে না। আর ক্বিয়ামতের (এমন অবস্থায়) অবশ্যই সংঘটিত হবে যে কোন ব্যক্তি তার উষ্ট্রীর দুধ দোহন করে রওয়ানা হবে কিন্তু তা পান করার সুযোগ পাবে না। আর ক্বিয়ামত (এমন অবস্থায়) সংঘটিত হবে যে কোন ব্যক্তি (তার পশুকে পানি পান করানোর জন্য) চৌবাচ্চা তৈরী করবে কিন্তু সে এ থেকে পানি পান করানোর সময়ও পাবেনা। আর ক্বিয়ামত (এমন অবস্থায়) ক্বায়েম হবে যে, কোন ব্যক্তি তার মুখ পর্যন্ত লোকমা উঠাবে কিন্তু সে তা খাওয়ার সময় ও সুযোগ পাবে না'।[১১]

অতএব মানব জাতির উচিত দুনিয়ার পিছে না ছুটে সুস্থ অবস্থায় এবং অবসর সময়গুলি কল্যাণকর কাজে লাগানো যাতে করে পরকালের জন্য পাথেয় জমা হয়।

عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এমন দু'টি নে'মত আছে যে দু'টোতে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ। তা হচ্ছে সুস্থতা আর অবসর (সময়)'।[১২]

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, দুনিয়া হচ্ছে সুন্দর সবুজ-শ্যামল, জাকজমকপূর্ণ, আল্লাহ তা'আলা সেখানে তোমাদের প্রতিনিধি করেছেন, তোমরা কেমন আমল করছো সেটা তিনি দেখবেন। অতএব দুনিয়ার (ফিৎনা থেকে) বেঁচে থাক এবং মহিলাদের ফিৎনা থেকেও বেঁচে থাক, কেননা যে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম যে ফিৎনাটা পতিত হয়েছিল সেটি হচ্ছে মহিলাদের ফিৎনা'।[১৩]

(৭০) আত্মমর্যাদাবোধ রক্ষা করা এবং হারাম কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করা :

মহান আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল, যারা আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়' *(তাহরীম ৬৬/৬)*। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ-وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ

১০. *বুখারী হা/৪৬৩৫।*

১১. *আহমাদ হা/৮৮২৪; বুখারী হা/৬৫০৬; মুসলিম হা/২৯৫৪।*
১২. *আহমাদ হা/২৩৪০; বুখারী হা/৬৪১২; ।*
১৩. *আহমাদ হা/১১১৬৯; মুসলিম হা/২৭৪২।*

Contents

يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ– 'তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর। নিশ্চয়ই তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত। আর তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে যেটুকু স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় সেটুকু ব্যতীত। আর তারা যেন তাদের মাথার কাপড় বক্ষদেশের উপর রাখে (অর্থাৎ দু'টিই ঢেকে রাখে)। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজ পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনীপুত্র, নিজেদের বিশ্বস্ত নারী, অধিকারভুক্ত দাসী, কামনামুক্ত পুরুষ এবং শিশু যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অবহিত নয়, তারা ব্যতীত। আর তারা যেন এমন ভাবে চলাফেরা না করে যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। আর হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যাও যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার' *(নূর /৩০-৩১)*।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ– আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদা শীল কেউ নয় এবং এ কারণেই তিনি সকল অশ্লীল কাজ হারাম করেছেন আর (আল্লাহ্‌র) প্রশংসার চেয়ে আল্লাহ্‌র অধিক প্রিয় কিছু নেই'।[১৪]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِىَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে আল্লাহ তা'আলার আত্মমর্যাদা বোধ আছে এবং আল্লাহ্‌র আত্মমর্যাদাবোধ এই যে, যেন কোন মু'মিন বান্দা হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে না পড়ে'।[১৫]

১৪. আহমাদ হা/৪০৪৪; বুখারী হা/৫২২০; মুসলিম হা/২৭৬০।
১৫. আহমাদ হা/১০৯২৮; বুখারী হা/৫২২৩; মুসলিম হা/২৭৬১।

(৭১) নারীর বেশধারী পুরুষের নিকট নারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا وَفِى الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ، فَقَالَ الْمُخَنَّثُ لأَخِى أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلاَنَ ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُنَّ– উম্মু সালামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নাবী (ছাঃ) তার কাছে থাকাকালে সেখানে একজন মেয়েলী পুরুষ ছিল। ঐ মেয়েলী পুরুটি উম্মু সালামার ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু আবু উমাইয়াকে বলল, যদি আগামীকাল আপনাদের কে আল্লাহ তায়েফ বিজয় দান করেন, তবে আমি আপনাকে গায়লানের মেয়েকে গ্রহণ করার পরামর্শ দিচ্ছি। কেননা সে এমন (মেদবহুল) যে সে সম্মুখ দিকে আগমন করলে তার পেটে চার ভাঁজ পড়ে আর পিছু ফিরে যাবার সময় আট ভাঁজ পড়ে। এ কথা শুনে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, সে যেন কখনো তোমাদের কাছে আর না আসে'।[১৬]

(৭২) বাতিল কথা বর্জন করা :

মহান আল্লাহ বলেন, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ– الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ– وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ 'নিশ্চয়ই সফলকাম হবে মুমিনগণ। যারা তাদের ছালাতে তন্ময়-তদ্গত। যারা অনর্থক ক্রিয়া-কলাপ থেকে নির্লিপ্ত' *(মু'মিনূন ২৩/১-৩)*। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا 'যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন আসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়। তখন ভদ্রভাবে সে স্থান অতিক্রম করে' *(ফুরক্বান ২৫/৭২)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ 'তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন তা উপেক্ষা করে এবং বলে, আমাদের কাজ আমাদের ও তোমাদের কাজ তোমাদের। তোমাদের প্রতি সালাম (অর্থাৎ পরিত্যাগ)। আমরা মূর্খদের সাথে কথায় জড়াতে চাই না ' *(ক্বাছাছ ২৮/৫৫)*? অতএব সকল খারাপ কথা বাজে কথা বার্তা যাতে কোন কারো উপকার হবে না তা পরিত্যাগ করা।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ আলী (রাঃ) হ'তে

১৬. আহমাদ হা/২৬৪৯০; বুখারী হা/৫২৩৫; মুসলিম হা/২১৮০।

Contents

বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ব্যক্তির উত্তম ইসলাম হ'ল যে কথায় তার কোন উপকার নেই তা পরিত্যাগ করা'।[১৭]

(৭৩) উদার ও দানশীল হওয়া :

মহান আল্লাহ বলেন, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ – الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ– 'আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য। যারা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় (আল্লাহ্র রাস্তায়) ব্যয় করে, যারা ক্রোধ দমন করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৩৩-১৩৪)*। বখীল-কৃপণদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا 'যারা কৃপণতা করে ও লোকদের কৃপণতা করার আদেশ দেয় এবং আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদের যে সম্পদ দান করেছেন, তা গোপন করে। আর আমরা অবিশ্বাসীদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি' *(আন-নিসা ৪/৩৭)*। মহান আল্লাহ বলেন, هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ 'তোমরাই তো তারা, তোমাদের আহ্বান করা হচ্ছে যে তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করবে। অথচ তোমাদের কেউ কেউ কার্পণ্য করছে। তবে যে কার্পণ্য করছে সে তো নিজের প্রতিই কার্পণ্য করছে। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্থ। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়কে স্থলাভিষিক্ত করবেন, এরপর তারা তোমাদের অনুরূপ হবে না'*(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৮)*। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 'যাদের মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম'*(হাশর /৯)*।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا– আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করে। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন। অপর জন বলেন, হে আল্লাহ ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন'।[১৮]

(৭৪) ছোটদেরকে স্নেহ করা আর বড়দের সম্মান করা :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তার প্রতি রহম করেন না যে মানুষের প্রতি রহম করে না'।[১৯]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا، وَأَنْزَلَ فِى الأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ– আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি আল্লাহ রহমাতকে একশ ভাগে বিভক্ত করেছেন। তার মধ্যে নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজের কাছে সংরক্ষিত রেখেছেন। আর পৃথিবীতে একভাগ পাঠিয়েছেন। ঐ একভাগ পাওয়ার কারণেই সৃষ্ট জগতে পরস্পরের প্রতি দয়া করে। এমনটি ঘোড়া তার বাচ্চার উপর থেকে পা উঠিয়ে নেয় এই আশংকায় যে সে ব্যাথা পাবে'।[২০]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করলো না এবং আমাদের বড়দের হক্ব জানলো (সম্মান করলো না) সে আমাদের মধ্যে নয়'।[২১] নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, كَبِّرِ الْكُبْرَ তুমি বড়দের ইজ্জত করবে'।[২২]

عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فِى نَفَرٍ مِنْ قَوْمِى فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً،

---

১৭. তিরমিযী হা/২৩১৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৬; ছহীহুল জামে'হা/৫৯১১।

১৮. বুখারী হা/১৪৪২; মুসলিম হা/১০১০।
১৯. আহমাদ হা/১৯১৬৯; বুখারী হা/৭৩৭৬; মুসলিম হা/২৩১৯।
২০. বুখারী হা/৬০০০; মুসলিম হা/২৭৫২।
২১. আবু দাউদ হা/৪৯৪৩; ছহীহুল জামে' হা/৬৫৪০।
২২. আহমাদ হা/১৭২৭৬; বুখারী হা/৬১৪২-৬১৪৩; মুসলিম হা/১৬৬৯।

Contents

وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا قَالَ ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ– মালিক ইবনু হুয়াইরিছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আমার গোত্রের কয়েকজন লোকের সঙ্গে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এলাম এবং আমরা তার নিকট বিশ রাত অবস্থান করলাম। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) অত্যন্ত দয়ালু ও বন্ধু বৎসল ছিলেন। তিনি যখন আমাদের মধ্যে নিজ পরিজনের নিকট ফিরে যাওয়ার আগ্রহ লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি আমাদের বললেন, তোমরা পরিজনের নিকট ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে বসবাস কর, আর তাদের দ্বীন শিক্ষা দিবে এবং ছালাত আদায় করবে যখন ছালাত উপস্থিত হয়, তখন তোমাদের কেউ আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বয়সে বড় সে ইমামতি করবে'।[২৩]

(৭৫) মানুষের মাঝে ইছলাহ করা পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিকরূপে গড়ে তোলা :

মহান আল্লাহ বলেন, لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا– 'তাদের অধিকাংশ শলা-পরামর্শে কোন মঙ্গল নেই। কিন্তু যে পরামর্শে তারা মানুষকে ছাদাক্বা করার বা সৎকর্ম করার কিংবা লোকদের মধ্যে পরস্পরে সন্ধি করার উৎসাহ দেয় সেটা ব্যতীত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সেটা করে, সত্বর আমরা তাকে মহা পুরস্কার দান করব' *(নিসা ৪/১১৪)*। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 'নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহ্র তাক্বওয়া অবলম্বন কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। মহান আল্লাহ বলেন, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 'লোকেরা তোমাকে প্রশ্ন করছে যুদ্ধলব্ধ গণীমতের মাল বণ্টন সম্পর্কে। বলে দাও, গণীমতের মাল সবই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং পরস্পরে আপোষ মীমাংসা করে নাও। আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক' *(আনফাল ৮/১)*।

২৩. *আহমাদ হা/১৫৫৯৮; বুখারী হা/৬২৮; মুসলিম হা/৬৭৪।*

عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِى يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِى خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا– উম্মুল কুলছুম বিনতু উক্ববাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে তিনি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, সে ব্যক্তি মিথ্যাচারী নয় যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য ভাল কথা পৌঁছে দেয় কিংবা ভাল কথা বলে'।[২৪]

(৭৬) নিজের জন্য যা ভালোবাসবে তার মুসলিম ভাইয়ের জন্য তাই ভালবাসবে, নিজের জন্য যা অপসন্দ করবে তার ভাইয়ের জন্য তাই অপসন্দ করবে :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ঈমানের ষাট বা সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে, আর সর্বোত্তম শাখা হ'ল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা (আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই) আর সর্বনিম্ন হ'ল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা, আর লজ্জা হ'ল ঈমানের একটি শাখা'।[২৫]

عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পসন্দ করবে যা তার নিজের জন্য পসন্দ করে'।[২৬]

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ আল-বাযালী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছি ছালাত কায়েম করার, যাকাত প্রদান করার, এবং সমস্ত মুসলিমের মঙ্গল কামনা করার'।[২৭]

[লেখক : সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, সঊদীআরব]

২৪. *আহমাদ হা/২৭২৭২; বুখারী হা/২৬৯২; মুসলিম হা/২৬০৫।*
২৫. *আহমাদ হা/৯৩৬১; বুখারী হা/৯; মুসলিম হা/৩৫।*
২৬. *আহমাদ হা/১২৮০১; বুখারী হা/১৩; মুসলিম হা/৪৫।*
২৭. *আহমাদ হা/১৯১৯১; বুখারী হা/৫৭; মুসলিম হা/৫৬) ঈমান বায়হাক্বী শুয়াবিল ঈমান ১৩/৪৫৩।*

Contents

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের করণীয়

-আব্দুর রহীম

(৪র্থ কিস্তি)

পিতা-মাতার সাথে অবাধ্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে দ্রুত শাস্তির আগমন :

পিতা-মাতার সব থেকে নিকটতম আত্মীয়। তাদের সাথে কোন সময় সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না বা কোন খারাপ আচরণ করা যাবে না। তা করলে আল্লাহ দুনিয়ায় শাস্তি দ্রুত প্রদান করার পাশাপাশি আখিরাতেও শাস্তি দিবেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِى الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِى الآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ-

আবূ বাকরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, (ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ ও রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার মতো মারাত্মক আর কোন পাপ নেই, আল্লাহ তা'আলা যার সাজা পৃথিবীতেও প্রদান করেন এবং আখিরাতের জন্যও অবশিষ্ট রাখেন'।[১] অন্যত্র এসেছে,

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرَ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعْ مَا يَدَّخِرُهُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَالْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ وَإِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَاباً لَصِلَةُ الرَّحِمِ حَتَّى أَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَكُونُوا فَجَرَةً فَتَنْمُو أَمْوَالُهُمْ وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا تَوَاصَلُوا-

আবূ বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা, খিয়ানত করা ও মিথ্যা বলার মতো মারাত্মক আর কোন পাপ নেই, আল্লাহ তা'আলা যার সাজা পৃথিবীতেও প্রদান করেন এবং আখিরাতের জন্যও অবশিষ্ট রাখেন। আর যে ভালো কাজ বা আনুগত্যের জন্য দ্রুত ছওয়াব দেওয়া হয় তা হ'ল আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। এমনকি যদি ঘরের লোকেরা যদি দরিদ্র হয় আর তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে তাহ'লে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি বৃদ্ধি পাবে'।[২] দুনিয়ায় শাস্তির ধরণ এমন হতে পারে যে, আল্লাহ তাকে সম্পদ দিবেন না, খাবারে বরকত দিবেন না, সন্তান অনুগত হবেনা বা বংশ বৃদ্ধিতে বরকত হবেনা। এমনকি সন্তানেরা পাপাচারী হ'তে পারে'।[৩] সব থেকে কাছের আত্মীয় মা ও বাবা। এই আত্মীয়ের সাথে কোন ভাবেই সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না যদি বাবা ও মা অমুসলিম হন। তবে তারা যদি ইসলামের বিরুদ্ধে কোন আদেশ দেন তাহ'লে তা পালন করা যাবে না। কিন্তু তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না। হাদীছে আরো এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা নিজেদের বংশধারার ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন কর, যাতে করে তোমাদের বংশীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে পার। কেননা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় থাকলে নিজেদের মধ্যে আন্তরিকতা ও ভালবাসা তৈরী হয় এবং ধন-সম্পদ ও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়'।[৪]

পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি অভিশপ্ত :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَلْعُونٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পিতা-মাতার অবাধ্যতা করল সে অভিশপ্ত'।[৫] আর এই অভিশাপ আল্লাহ, তাঁর রাসূল, ফেরেশতাকুল এবং সকল সৃষ্টি জগতের পক্ষ থেকে। যে ব্যক্তি অভিশপ্ত হয় সে সবার কাছে ঘৃণার পাত্র।

পিতা-মাতার সাথে অসদ্ব্যবহারের পরকালীন শাস্তি : পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি দুনিয়াতে বিভিন্ন ধরনের মানসিক ও শারীরিক শাস্তি পাওয়ার পাশাপাশি আখিরাতেও শাস্তি পাবে। কিছু পাপ রয়েছে যেগুলোর শাস্তি দুনিয়াতে হয়ে গেলে পরকালে হয়না। কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্য এত বড় পাপ যে দুনিয়াতে এর শাস্তি হয়ে গেলেও ক্ষমা পাবে না। পরকালে আবার পূর্ণ শাস্তি পেতে হবে। এই শাস্তি বিভিন্ন ধরনের হ'তে

---

১. তিরমিযী হা/২৫১১; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৭; মিশকাত হা/৪৯৩২; ছহীহাহ হা/৯১১।

২. ইবনু হিব্বান হা/৪৪০; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৩৪৫৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫৩৭; ছহীহুল জামে' হা/৫৭০৫।

৩. আত-তানভীরু শারহু জামে' ছাগীর ৬/৪৬৬।

৪. তিরমিযী হা/১৯৭৯; মিশকাত হা/৪৯৩৪; ছহীহাহ হা/২৭৬; ছহীহুল জামে' হা/২৯৬৫।

৫. মু'জামুল আওসাত্ব হা/৮৪৯৭; শু'আবুল ঈমান হা/৫৪৭২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫১৬; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১২৬৩৬।

Contents

পারে। জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া, আল্লাহ্‌র রহমতের দৃষ্টি না পাওয়া, নবী-রাসূল, ছিদ্দীকীন ও শুহাদাদের সঙ্গ না পাওয়া, ইবাদত কবুল না হওয়া ইত্যাদি।

পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْد الله قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوثُ. وَثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ : الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিনে তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি দিবেন না। তারা হচ্ছে, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষের বেশ ধারণকারিণী নারী ও বাড়ীতে বেহায়াপনার সুযোগ প্রদানকারী। আর তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তারা হচ্ছে, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, সর্বদা মদ পানকারী ও দান করে খোঁটা দানকারী'।[6]

পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি শহীদ, ছিদ্দীক ও নবীগণের সঙ্গী হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله، شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ الله ، وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ ، وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي ، وَصُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ مَا لَمْ يَعُقَّ وَالِدَيْهِ-

আমর ইবনু মুররা আল-জুহানী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক লোক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আগমন করে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি সাক্ষ্য দেই যে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি, আমার মালের যাকাত দেই, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করি। রাসূল (ছাঃ) তা শুনে বললেন, যে ব্যক্তির উপরে (এরূপ কথা ও আমলের উপর) মারা যাবে সে ক্বিয়ামতের দিন নবীগণ, ছিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে অবস্থান করবে যদি না পিতা-মাতার অবাধ্যতা করে'-এভাবে তিনি তার আঙ্গুল দাঁড় করালেন'।[7] কালেমা, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাত সবই ঠিক থাকলেও পিতা-মাতার সাথে খারাপ আচরণ করলে জান্নাত পাওয়া যাবে না।

পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তির ফরয বা নফল কোন ইবাদত কবুল হবে না :

হাদীছে এসেছে,

عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ثلاثةٌ لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ صَرْفاً ولا عَدْلاً عاقٌّ وَمَنَّانٌ ومُكَذِّبٌ بالقَدَرِ-

আবু ওমামাহ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির ফরয ও নফল কোন ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন না। পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, দানে খোঁটাদানকারী ব্যক্তি ও তাকদীরকে অস্বীকারকারী'।[8] যার ইবাদত কবুল হবে না তার জান্নাত পাওয়ার প্রশ্নই আসে না।

পিতা-মাতার অবাধ্যতার কারণে জাহান্নামী ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর বদদো'আ :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أُبَىٍّ بْنِ مَالك عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ دَخَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَهُ-

উবাই বিন মালেক হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পিতা-মাতা উভয়কে বা একজনকে জীবিত অবস্থায় পেল তারপরেও জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন এবং তাঁর রহমত থেকে বিদূরিত করুন'।[9]

পিতা-মাতার সাথে খারাপ ব্যবহারের নমুনা

পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া কবীরা গুনাহ :

হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ কবীরা গুনাহসমূহের একটি হলো নিজ পিতা-মাতাকে গালি দেয়া। ছাহাবীগণ বলেন, কেউ কি নিজ পিতা-মাতাকে গালি দিতে পারে? তিনি বলেন, সে অন্যের পিতা-মাতাকে গালি দিবে, প্রতিশোধ স্বরূপ ঐ ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে গালি দিবে'।[10] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عبد الله عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: مِنَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَسْتَسِبَّ الرَّجُلُ لِوَالِدِهِ-

---

৬. নাসাঈ হা/২৫৬২; ছহীহুল জামে' হা/৩০৬৩; ছহীহাহ হা/৬৭৪।

৭. আহমাদ হা/৮১; ইবনু খুযায়মা হা/২২১২; মাজাম'উয যাওয়ায়েদ হা/১৩৪২৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/৭৪৯,২৫১৫।

৮. মু'জামুল কাবীর হা/ ৭৫৪৭; ছহীহাহ হা/১৭৮৫; যিলালুল জান্নাহ হা/৩২৩।

৯. আহমাদ হা/১৯০২৭; ছহীহাহ হা/৫১৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৯৫।

১০. বুখারী হা/৫৯৭৩; মুসলিম হা/৯০; মিশকাত হা/৪৯১৬।

Contents

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আছ (রহঃ) বলেন, পিতা-মাতাকে গালি শুনানো আল্লাহ্র নিকট একটি কবীরা গুনাহ'।[১১] শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন,

إِذَا شَتَمَ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَاعْتَدَى عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُعَاقَبَ عُقُوبَةً بَلِيغَةً–

'যখন কোন ব্যক্তি তার পিতাকে গালি দেবে এবং এক্ষেত্রে সীমালংঘন করবে তাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা আবশ্যক হয়ে যায়'।[১২] অন্যত্র এসেছে,

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ: هَلْ خَصَّكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ يَخُصَّ بِه النَّاسَ كَافَّةً؟ قَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ يَخُصَّ بِه النَّاسَ، إِلَّا مَا فِي قِرَابِ سَيْفِي، ثُمَّ أَخْرَجَ صَحِيفَةً، فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّه، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا–

আবু তোফায়েল (রাঃ) বলেন, আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, নবী করীম (ছাঃ) কি কোন বিশেষ ব্যাপারে আপনাকে বলেছেন যা সর্বসাধারণকে বলেননি? তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) অন্য কাউকে বলেননি এমন কোন বিশেষ কথা একান্ত ভাবে আমাকে বলেননি। অবশ্য আমার তরবারির খাপের মধ্যে যা আছে ততটুকুই। অতঃপর তিনি একখানি লিপি বের করলেন। তাতে লেখা ছিল- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নামে পশু যবাই করে তার প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ। যে ব্যক্তি জমির সীমানা চিহ্ন চুরি করে তার প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ। যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করে তার প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ। যে ব্যক্তি বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয় তার প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ'।[১৩]

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া কাবীরা গুনাহ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا– তুমি বল, এস আমি তোমাদেরকে ঐ বিষয়গুলো পাঠ করে শুনাই যা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর হারাম করেছেন। আর তা হ'ল এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে *(আন'আম ৬/১৫১)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا–

আর যখন আমরা বনু ইস্রাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারু দাসত্ব করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্তদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*। হাদীছে এসেছে,

عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَمَنْعَ وَهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ –

মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন মায়ের নাফরমানী, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া, কারো প্রাপ্য না দেয়া এবং অন্যায়ভাবে কিছু নেয়া আর অপসন্দ করেছেন অনর্থক বাক্য ব্যয়, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা, আর মাল বিনষ্ট করা'।[১৪] হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى بَكْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا. قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ. قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ–

আবু বাকরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ কোনটি সে বিষয়ে খবর দিব না? তারা বলল, বলুন হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, আল্লাহ্র সাথে শিরক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। এ সময় তিনি ঠেস দিয়ে ছিলেন। অতঃপর উঠে বসে বললেন, সাবধান! মিথ্যা কথা ও মিথ্যা সাক্ষ্য। কথাটি তিনি বলতেই থাকলেন। আমরা ভাবছিলাম, তিনি আর থামবেন না'।[১৫] অত্র হাদীছে বুঝা যায় যে, শিরকের পরেই মহাপাপ হ'ল পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। এরপরে মহাপাপ হ'ল মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

অন্যত্র এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কবীরা গুনাহসমূহ কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা। সে বলল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, তারপর পিতা-মাতার অবাধ্যতা। সে বলল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, তারপর মিথ্যা কসম করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মিথ্যা শপথ কি? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি (শপথের সাহায্যে) মুসলিমের ধন-সম্পদ

১১. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৮।*
১২. *মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৪৯২।*
১৩. *আদাবুল মুফরাদ হা/১৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪৬২; ছহীহুল জামে' হা/৫১১২।*
১৪. *বুখারী হা/২৪০৮; মুসলিম হা/৫৯৩; মিশকাত হা/৪৯১৫।*
১৫. *বুখারী হা/৫৯৭৬; মুসলিম হা/৮৭; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫০৮।*

Contents

হরণ করে নেয়। অথচ সে এ শপথের ক্ষেত্রে মিথ্যাচারী'।[১৬] হাদীছে আরো এসেছে,

عَنْ عُبَيْد بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيه أَنَّهُ حَدَّثَهُ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ فَقَالَ : هُنَّ تِسْعٌ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ زَادَ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ وَاسْتِحْلاَلُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا–

উবায়েদ ইবন উমায়ের (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তার সাথে বর্ণনাকারীর সখ্যতা ছিল। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করে হে আল্লাহ্র রাসূল! কবীরা গুনাহ কোনগুলো? তিনি (ছাঃ) বলেন, তা নয়টি। তখন তিনি উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত গুনাহগুলোর উল্লেখ করেন এবং অতিরিক্ত এও বলেন, মুসলমান পিতা ও মাতাকে কষ্ট দেওয়া এবং আল্লাহ্র ঘরকে সম্মান না করা, যা তোমাদের জীবনে ও মরণে কিবলা'।[১৭]

পিতা-মাতাকে অস্বীকার করা যা বড় অবাধ্যতা ও কবীরা গুনাহ :

পিতা-মাতা মানুষের পৃথিবীতে আসার একমাত্র মাধ্যম। অনেকে ভাল চাকুরী করার সুবাদে বা অন্য কোন কারণে বাবা-মায়ের পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে। কেউবা বাবা-মাকে অস্বীকার করে বসে। এগুলো ইসলামী শরী'আতে হারাম ও কবীরা গুনাহ। বরং কেউ বাবা-মাকে অস্বীকার করলে তার স্থান হবে জাহান্নাম। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً لَرَجُلٌ هَاجَى رَجُلاً فَهَجَا الْقَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا وَرَجُلٌ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ وَزَنَّى أُمَّهُ–

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে-ই যে কোন ব্যক্তির নিন্দা করল। অতঃপর সে (জওয়াবে) পুরো বংশের নিন্দা জ্ঞাপন করল এবং ঐ ব্যক্তি যে তার পিতাকে অস্বীকৃতি জানাল। (অর্থাৎ পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল) এবং তার মাকে যেনার অপবাদ দিল'।[১৮] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ سَعْدٍ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهْوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ –

সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)- কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অন্যকে নিজের পিতা বলে দাবী করে অথচ সে জানে যে সে তার পিতা নয়, জান্নাত তার জন্য হারাম'।[১৯] অন্যত্র এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না (অর্থাৎ তাকে অস্বীকার করো না)। কারণ যে লোক নিজের পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (অর্থাৎ পিতাকে অস্বীকার করা) তা কুফরী'।[২০] হাদীছে আরো আছে,

عَنْ أَبِى ذَرٍّ رضى الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهْوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ–

আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'কোন লোক যদি নিজ পিতা সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও অন্য কাউকে তার পিতা বলে দাবী করে তবে সে আল্লাহ্কে অস্বীকার করল এবং যে ব্যক্তি নিজেকে এমন বংশের সঙ্গে বংশ সম্পর্কিত দাবী করল যে বংশের সঙ্গে তার কোন বংশ সম্পর্ক নেই, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিল'।[২১]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অপর ব্যক্তিকে বাপ বলে পরিচয় দেয়, সে জান্নাতের সুবাসটুকুও পাবে না। অথচ সত্তর বছরের দূরত্ব থেকে জান্নাতের সুবাস পাওয়া যাবে'।[২২]

এসকল হাদীছ দ্বারা প্রমাণীত হয় যে পিতা-মাতাকে অস্বীকার করা কবীরা গুনাহ যার কারণে জান্নাত হারাম হয়ে যাবে। এজন্য পিতা-মাতা যেই মর্যাদার হৌক, যেই কর্মের হৌক বা যেই পেশার হৌক তাদেরকে যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে।

পিতার উপর মায়ের অগ্রাধিকার :

পিতা-মাতার ক্ষেত্রে কারো মর্যাদার খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। কেননা কোনটার ক্ষেত্রে পিতা এগিয়ে আবার কোনটার ক্ষেত্রে মা এগিয়ে ঠিক পরীক্ষার মত পিতা অংকে ভাল তো মা ইংরেজীতে আবার পিতা হাদীছে ভাল তো মা কুরআনে। তবে গর্ভধারণ, প্রসব করণ ও দুগ্ধপান করা কেবল মায়েরাই করে থাকেন যাতে পিতার কোন অংশদারিত্ব নেই। এজন্য আল্লাহ তা'আলা মাকে তিনগুণ মর্যাদা বেশী দান করেছেন। এর পরের ক্ষেত্রগুলোতে পিতা-মাতার সমান অবদান থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

১৬. *বুখারী হা/৬৯২০; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৮৩১; বুলুগুল মারাম হা/১৩৬৬।*

১৭. *আবুদাউদ হা/২৮৭৫; হাকেম হা/৭৬৬৬; ছহীহুল জামে' হা/৪৬০৫।*

১৮. *ইবনু মাজাহ হা/৩৭৬১; ইবনু হিব্বান হা/৫৭৮৫; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮৭৪; ছহীহাহ হা/১৪৮৭।*

১৯. *বুখারী হা/৬৭৬৬; মুসলিম হা/৬৩; মিশকাত হা/৩৩১৪।*

২০. *বুখারী হা/৬৭৬৮; মুসলিম হা/৬২; মিশকাত হা/৩৩১৫।*

২১. *বুখারী হা/৩৫০৮; মুসলিম হা/৬১; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৩৩।*

২২. *আহমাদ হা/৬৫৯২; ছহীহুল জামে' হা/৫৯৮৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯৮৮।*

Contents

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ–

'আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই' *(লোক্বমান ৩১/১৪)*। নিম্নে আমরা মায়ের বিশেষ মর্যাদাগুলো আলোচনা করব।

মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ. فَقَالَ : هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ ؟. قَالَ نَعَمْ. قَالَ : فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا–

মু'আবিয়াহ বিন জাহেমাহ আস-সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, জাহেমাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি জিহাদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পরামর্শ করার জন্য এসেছি। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি মা আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'তুমি তার নিকটে থাক। কেননা জান্নাত রয়েছে তার পায়ের নীচে'।[২৩] কোন বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বললেন, তোমার কি পিতা-মাতা আছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, الْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا 'তুমি তাদের নিকটে থাক। কেননা জান্নাত রয়েছে তাদের পায়ের নীচে'।[২৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাহেমাহ আস-সুলামী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে দু'বার এসে বলেন, আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও আখেরাত কামনা করি। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমার মা কি বেঁচে আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ارْجِعْ فَبَرَّهَا 'ফিরে যাও। তার সাথে সদাচরণ কর'। অবশেষে তৃতীয় বার সম্মুখ থেকে এসে একই আবেদন করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন তোমার মা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, وَيْحَكَ الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ 'তোমার ধ্বংস হৌক! তার পায়ের কাছে থাক। সেখানেই জান্নাত'।[২৫]

মায়ের মর্যাদা তিনগুণ বেশী : মা সন্তানের প্রতি অতি দয়াশীল হওয়ায় আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন। হাদীছে এসেছে, আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক মহিলা আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে এলে তিনি তাকে তিনটি খেজুর দেন। সে তার ছেলে দু'টিকে একটি করে খেজুর দেয় এবং নিজের জন্য একটি রেখে দেয়। তারা খেজুর দু'টি খেয়ে তাদের মায়ের দিকে তাকালো এবং অবশিষ্ট খেজুরটি পেতে চাইল। মা খেজুরটি দুই টুকরা করে প্রত্যেককে অর্ধেক অর্ধেক দিল। নবী (ছাঃ) ঘরে আসলে আয়েশা (রাঃ) তাকে বিষয়টি অবহিত করেন। তখন তিনি বলেন, এতে তোমার বিস্মিত হওয়ার কি আছে। সে তার ছেলে দুইটির প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার কারণে আল্লাহ তার প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন'।[২৬] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِى قَالَ: أُمُّكَ . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ: أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ قَالَ : أُمُّكَ . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক লোক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, অতঃপর কে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, অতঃপর তোমার বাবা'।[২৭] অন্যত্র এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ قَالَ: أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক লোক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেন, তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার বাপ, তারপর যে তোমার সবচেয়ে নিকটবর্তী'।[২৮] অন্যত্র এসেছে,

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ ثَلاَثًا – إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ–

মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, আল্লাহ তোমাদের মায়েদের

২৩. *নাসাঈ হা/৩১০৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮৫।*
২৪. *ত্বাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/২২০২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২০৮৫।*
২৫. *ইবনু মাজাহ হা/২৭৮১; ছহীহুল জামে' হা/১২৪৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮৪।*
২৬. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮৯; হাকেম হা/৭৩৪৯, সনদ ছহীহ।*
২৭. *বুখারী হা/৫৯৭১; মুসলিম হা/২৫৪৮; মিশকাত হা/৪৯১১।*
২৮. *মুসলিম হা/২৫৪৮; মিশকাত হা/৪৯১১; ছহীহুল জামে' হা/১৩৯৯।*

Contents

সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, তিনবার বললেন। অতঃপর তোমাদের পিতাদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, অতঃপর নৈকট্যের ক্রমানুসারে নিকটাত্মীয় সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন'।[২৯]

কবীরা গোনাহ মোচনে মায়ের সেবা :

হাদীছে এসেছে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমি এক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম। সে আমাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করলো। অপর এক ব্যক্তি তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে তাকে বিবাহ করতে পসন্দ করল। এতে আমার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগলে আমি তাকে হত্যা করি। আমার কি তওবার কোন সুযোগ আছে? তিনি বলেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে বলল, না। তিনি বলেন, তুমি মহামহিম আল্লাহর নিকট তওবা করো এবং যথাসাধ্য তার নৈকট্য লাভে যত্নবান হও। (আতা' (রহঃ) বলেন) আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তার মা জীবিত আছে কিনা তা আপনি কেন জিজ্ঞেস করলেন? তিনি বলেন, إِنِّي لَا أَعْلَمُ عَمَلًا أَقْرَبَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য মায়ের সাথে সদাচারণের চেয়ে উত্তম কোন কাজ আমার জানা নাই'।[৩০] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন,

أَلَكَ وَالِدَانِ حَيَّانِ أَوْ أَحَدُهُمَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: تَقَرَّبْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ، فَقُلْنَا لَهُ بَعْدَ مَا خَرَجَ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ حَيَّيْنِ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا رَجَوْتُ لَهُ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أحط لِلذُّنُوبِ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ–

'তোমার পিতা-মাতা বা তাদের একজন কি জীবিত আছেন? সে বলল, না। তিনি বললেন, যথাসাধ্য তার নৈকট্য লাভে যত্নবান হও। লোকটি বের হয়ে যাওয়ার পর আমরা তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তার পিতা-মাতা বা তাদের একজন যদি জীবিত থাকত! তাহ'লে তার জন্য আশা করতাম। কারণ পিতা-মাতার সাথে সদাচারণ অপেক্ষা গুনাহ মোচনকারী আর কিছুই নেই'।[৩১]

খালা মায়ের মর্যাদায় স্থলাভিষিক্ত :

মায়ের সম্মানে খালাদের তার স্থলাভিসিক্ত করা হয়েছে। মায়ের পরেই খালাগণ সন্তানদের দেখাশুনা ও আদর যত্ন করে থাকেন। তাদের সর্বাধিক কাছের মানুষ হয়ে থাকেন। এজন্য মায়ের মৃত্যু হলে খালারা সে সম্মান পাবে'।[৩২] হাদীছে এসেছে,

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ–

বারা'আ ইবনু আযেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, খালা হলো মাতৃস্থানীয়'।[৩৩] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا كَبِيرًا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَكَ وَالِدَانِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَكَ خَالَةٌ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَبِرَّهَا إِذًا–

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো মহাপাপ করে ফেলেছি। আমার জন্য কি ক্ষমার দরজা খোলা আছে? রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার কি মা-বাবা জীবিত আছেন? সে বলল, না। তিনি বললেন, তোমার খালা জীবিত আছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহ'লে তার সাথে সদাচরণ কর'।[৩৪] অন্যত্র এসেছে,

عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رضى الله عنها أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِى يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّى أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِى قَالَ: أَوَفَعَلْتِ. قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ: أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِيهَا أَخْوَالَكِ او أَخَوَاتِكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ–

মায়মূনাহ বিনতে হারিছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর অনুমতি ব্যতীত তিনি আপন দাসীকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর তার ঘরে নবী করীম (ছাঃ)-এর অবস্থানের দিন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি জানেন না আমি আমার দাসীকে মুক্ত করে দিয়েছি? তিনি বললেন, তুমি কি তা করেছ? মায়মূনাহ (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, শুন! তুমি যদি তোমার মামা-খালাদের বা বোনদের এটা দান করতে তাহ'লে তোমার জন্য বেশী নেকীর কাজ হত'।[৩৫]

(ক্রমশ:)

[লেখক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ]

---

২৯. ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬১; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬০; ছহীহাহ হা/১৬৬৬; ছহীহুল জামে' হা/১৯২৪।

৩০. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪; আল-আছারুছ ছহীহাহ হা/১৯৭।

৩১. শু'আবুল ঈমান হা/৭৯১৩।

৩২. ফাৎহুলবারী ৭/৫০৬।

৩৩. বুখারী হা/২৬৯৯; তিরমিযী হা/১৯০৪; আবুদাউদ হা/২২৮০; মিশকাত হা/৩৩৭৭।

৩৪. ইবনু হিব্বান হা/৪৩৫; ছহীহু আত-তারগীব হা/২৫০৪,২৫২৬; শু'আবুল ঈমান হা/৭৮৬৪।

৩৫. বুখারী হা/২৫৯২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫২৬।

Contents

পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন ও তা থেকে মুক্তির উপায়

-মফীযুল ইসলাম

(৫ম কিস্তি)

অশ্লীলতায় যোগানদাতাদের পরিণতি :

অশ্লীলতার সাথে যারা জাড়িত তারা অধিকাংশই সঠিকপথ থেকে বিচ্যুত। কাজেই তাদের তৈরীকৃত অশ্লীলতা দেখে বা তাদের অনুসরণ করে ভ্রষ্টপথে পরিচালিত হলে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি। মহান আল্লাহ বলেন,

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ-

‘তোমাদের আগে জ্বিন ও মানুষের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে, তোমরা ও তাদের মাঝে প্রবেশ কর। যখনই একটি দল প্রবেশ করবে, তখন তারা অন্যদলকে অভিসম্পাত করবে। অবশ্যই যখন তারা ভিতরে একত্রিত হবে, তখন প্রত্যেকটি পরবর্তী দল আগের দল সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক। ওরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে, কাজেই ওদেরকে আগুনে দ্বিগুণ শাস্তি দাও। আল্লাহ বলবেন প্রত্যেকের শাস্তি দ্বিগুণ করা হয়েছে। কিন্তু তোমরা তা জাননা’ *(আ‘রাফ ৭/৩৮)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ-

‘যারা পসন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা প্রসার ঘটুক তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতে। আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জান না’ *(আম্বিয়া ২৪/১৯)*। আপনি যেই হোন না কেন অশ্লীলতা প্রসারকারী সকলকেই শাস্তি ভোগ করতে হবে। রাসূল (ছাঃ)বলেন,

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ-

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকটে সর্বাধিক শাস্তিপ্রাপ্ত লোক হলো ছবি প্রস্তুত কারীগণ’।[১] অন্যত্র তিনি বলেন, كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّـــارِ ‘প্রত্যেক ছবি প্রস্তুতকারী জাহান্নামী।[২] যারা মুসলিম বিশ্বে নোংরামি ছড়াচ্ছে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়াবহ শাস্তি পাবে। তাছাড়া যত মানুষ তাদের নোংরামির ভোক্তা তাদের পাপের ভাগীদারও তারা হবে। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا-

‘যে পাপ কাজের সুপারিশ করবে তাতে তার অংশ আছে’ *(নিসা ৪/৮৫)*।

ধ্বংসাত্মাক ছোবল :

এক্ষেত্রে নিম্ন হাদীছগুলি স্মরণ যোগ্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَـــةٌ ‘প্রত্যেক চক্ষুই ব্যভিচারী’।[৩] একদা তিনি আলী (রাঃ) কে বলেছিলেন, يَا عَلِىُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْـــرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ ‘হে আলী! একবার নযর পড়ে গেলে আর দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখো না। প্রথম বারের (অনিচ্ছাকৃত) নযর তোমার জন্য বৈধ। কিন্তু দ্বিতীয়বারের নযর নয়’।[৪] তিনি আরো বলেন,

أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ-

‘যখনই কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন করে। তখনই শয়তান তদের তৃতীয় সাথী হয়’।[৫] মহানবী (ছাঃ) আরো বলেন, إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ ‘তোমরা বেগানা নারীদের নিকট একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাক’।[৬] তিনি আরো বলেন,

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ-

‘কোন ব্যক্তির মাথায় লৌহ সুচ দ্বারা খোঁচা যাওয়া ভালো, তবুও যে নারী তার জন্য অবৈধ, তাকে স্পর্শ করা ভালো নয়’।[৭] মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُـــضُّوا مِـــنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُـــوا فُـــرُوجَهُمْ ‘মুমিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত করে রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গ হেফাযত করে’ *(নূর-২৪/৩০)*।

অশ্লীলতার ধ্বংসাত্মক ছোবল সম্পর্কে কিছু মনীষীর মন্তব্য তুলে ধরা হ’ল–

মুহাম্মাদ মনযুর হোসেন খান বলেন, ‘অশ্লীলতা চারিত্রিক ও সামাজিক সমস্যা। এটা মানুষকে পাশবিক শক্তিতে বন্দি করে। ফলদায়ক কাজ থেকে নিবৃত্ত রাখে’।[৮]

---

১. *বুখারী হা/৫৯৫০; মুসলিম হা/৫৯৫৯।*
২. *মুসলিম হা/৫৬৬২।*
৩. *তিরমিযী হা/২৭৮৬; মিশকাত হা/১০৬৫।*
৪. *আবূদাউদ হা/২১৪৯; তিরমিযী হা/২৭৭৭; ছহীহুল জামে‘ হা/ ৭৯৫৩।*
৫. *তিরমিযী হা/১১৭১; মিশকাত হা/৩১১৮।*
৬. *বুখারী হা/ ৫২৩২; মুসলিম হা/৫৮০৩; তিরমিযী হা/১১৭১।*
৭. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৬; ছহীহুল জামে‘ হা/৫০৪৫।*
৮. *দৈনিক সংগ্রাম, ১৫ মে, ২০১৫।*

Contents

ড. সুলাইমান বলেন, 'অশ্লীলতা যুবক-যুবতীর মানসিক ও স্বাস্থ্যগত মারাত্মক ক্ষতি করছে। এরই প্রভাবে যৌন অপরাধ দেদারছে বেড়ে চলছে'।[৯]

অধ্যাপক সুসান গ্রিন বলেন, 'আমার ভয় হচ্ছে এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাইটগুলো আমাদেরকে মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায় ছোট শিশুদের পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। ছোট শিশু যেমন কোন শব্দ ও উজ্জ্বল কিছু দেখে আকৃষ্ট হয়। এখনকার মানুষও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমের নোটিফিকেশন দেখে আকৃষ্ট। তাদের দিনের একটা বড় অংশ এই ঘটনাগুলোতে ব্যয় করে'।[১০]

বিশেষজ্ঞদের মতে, অনলাইন নেটওয়াকিং স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। আর অতিরিক্ত ইন্টারনেট ব্যবহার বাড়িয়ে দেয় ক্যান্সারের ঝুঁকি। মানুষ যতই ইন্টারনেটে আসক্ত হয়ে পড়ছে ততই তারা পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। এরই ফলে মানুষের মধ্যে বিষণ্ণতা ও একাকিত্ব বাড়ছে। তাই বলা যায়, বর্তমান যুগের প্রযুক্তি মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ।

ড. ভূন বলেন, 'নিষ্পাপতার দিন শেষ। মানুষ এখন ইন্টারনেটে অনেক কিছু জানতে পারে । এটা হচ্ছে ঘরে হিরোইন রেখে বাচ্চাকে ছেড়ে দেয়ার ন্যায়'।[১১]

পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন থেকে বাঁচার উপায় :

আল্লাহকে ভয় করা :

পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে ক্বিয়ামত অবধি মানুষের দ্বারা এই ধরাধমে যত অন্যায়, অত্যাচার, পাপাচার সংঘটিত হবে বা হচ্ছে তার মূলে রয়েছে মানুষের মধ্যে আল্লাহভীতির অভাব। আল্লাহভীতির অভাবে মানুষ আজ একে অপরকে পশুর মত যবাই করে, পাখির মত গুলি করে, সাপ পিটার মত পিটিয়ে নিঃশঙ্ক চিত্তে হত্যা করছে। আল্লাহভীতির অভাবে মানুষ আজ তাঁরই নে'মত খেয়ে-পরে তাঁরই ইবাদত বন্দেগী, বিধি-বিধান মানার ক্ষেত্রে বেপরোয়া থাকছে। আল্লাহভীতির অভাবে মানুষ তাঁরই যমীনে থেকে, তাঁর চোখের সামনে টিভির সিনেমা, নাটক ও মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটারের সাথে সংশ্লিষ্ট ইন্টারনেটের নোংরা, অশ্লীল পর্ণো নিয়ে মগ্ন থাকছে। অথচ মহান আল্লাহ এমন একক সত্তা যিনি নিমিষেই সুনামি, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতির মাধ্যমে ধ্বংস করতে পারেন গোটা পৃথিবী। কাজেই সর্বক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে ভয় করা যরূরী। মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন জায়গায় তাঁকে ভয় করার কথা বলেছেন। যেমন তিনি বলেন, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ 'আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। জেনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সঙ্গে থাকেন' *(বাকারাহ ২/১৯৪)*। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তাওবা ৯/১১৯)*। মহান আল্লাহ বলেন, أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ 'আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা আমাকে ভয় কর' *(নাহল ১৬/২)*। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল' *(আহযাব ৩৩/৭০)*। তিনি আরো বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ 'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন' *(নিসা ৪/১)*। আল্লাহ্‌র ভয়ে সকল পাপাচার থেকে বেঁচে থাকায় রয়েছে বিরাট উপকারিতা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا 'যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেন' *(ত্বালাক ৬৫/২)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا 'যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন' *(ত্বালাক ৬৫/৪)*। আল্লাহভীতি অর্জনের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞান লাভ করতে পারে। ফলে আধুনিক জাহেলিয়াত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 'হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহভীরু হও, তাহলে তিনি তোমাদের জন্য সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার পথ বের করে দিবেন এবং এর ফলে তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন ও তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ হলেন মহা অনুগ্রহশীল' *(আনফাল ৮/২৯)*। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে-ই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাক্বওয়া সম্পন্ন' *(হুজরাত ৪৯/১৩)*। মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ 'যারা নিজেরা যখমপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছিল, তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে ও আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে মহান পুরস্কার' *(আলে-ইমরান ৩/১৭২)*। আর সেই বিরাট পুরস্কার হ'ল চিরসুখের স্থান জান্নাত। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ 'আহলে কিতাবগণ ঈমান আনতো ও আল্লাহ ভীতি অবলম্বন করত, তাহলে আমরা অবশ্যই তাদের সমস্ত অন্যায় ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে নে'মতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করাতাম' *(মায়েদা*

৯. *ঐ।*
১০. *ঐ।*
১১. *দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ এপ্রিল, ২০১৫ পৃঃ ৮।*

Contents

৫/৬৫)। যারা আল্লাহভীরু তাদের জন্য রয়েছে উদ্যানসমূহ যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। হে পর্ণো ভোক্তা প্রিয় বন্ধু! জান্নাতের পবিত্র সঙ্গিনী পেতে দুনিয়ার নোংরা সঙ্গিনী ত্যাগ কর।

তিনি আরো বলেন, 'কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটি হবে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে আতিথেয়তা। আর আল্লাহ্র নিকটে যা রয়েছে, সৎকর্মশীলদের জন্য তা অতীব উত্তম' *(আলে ইমরান ৩/১৯৮)*।

তিনি আরো বলেন, 'জনপদের অধিবাসীরা যদি বিশ্বাস স্থাপন করত ও আল্লাহভীরু হ'ত, তাহলে আমরা তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ারসমূহ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের দরুণ আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম' *(আরাফ ৭/৯৬)*। এমর্মে পরিশেষে বলতে চাই আল্লাহভীরু মানুষের জন্যই জান্নাত প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। কাজেই পর্ণোগ্রাফী, নোংরামি, অশ্লীলতা দেখা বন্ধ করে ঐ জান্নাতের দিকে ছুটে আসুন, যা মুত্তাকী মানুষের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ 'আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য' *(আলে-ইমরান ৩/১৩৩)*।

একমাত্র আল্লাহকেই ভয় কর :

অনেক পর্ণোভোক্তা আছেন যারা পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের আড়ালে নোংরামি, অশ্লীল তা উপভোগ করেন। তারা এটা দেখে ফেলেন অপমানিত, লাঞ্ছিত, হেয়প্রতিপন্ন হতে হবে এরই ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে নোংরামি দেখেন। অথচ আল্লাহ বলছেন, 'আমি তোমাদের প্রতিপালক। অতএব তোমরা আমাকে ভয় কর' *(মুমিনূন ২৩/৫২)*। অতএব সকল ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে হবে ।

আমলে ছালেহ কর :

টিভিতে, কম্পিউটারে, স্মার্ট ফোনে, ল্যাপটপে সিনেমা, পর্ণোগ্রাফী দেখা নিঃসন্দেহে পাপের কাজ। তাই এগুলি উপভোগ করা বন্ধ করে আমলে ছালেহ করায় মনেনিবেশ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 'পুরুষ হৌক নারী হৌক মুমিন অবস্থায় যে সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম অপেক্ষা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করব' *(নাহল ১৬/৯৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন' *(মায়েদা ৫/৯; ফাতহ ৪৮/২৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ 'যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্মাদি সম্পাদন করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার' *(ফাতির ৩৫/৭)*। وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ 'যে মন্দকর্ম করবে, সে তার অনুরূপ ফলাফল পাবে। আর যে সৎকর্ম করবে এমতাবস্থায় যে সে ঈমানদার, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে যেখানে তাদেরকে অগণিত রিযিক দেয়া হবে' *(মুমিন ৪০/৪০)*। وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ 'আর যে ব্যক্তি (ঈমান আনে ও) সৎকর্ম করে, তারা তাদের জন্য (জান্নাতের পথ) সুগম করে' *(রূম ৩০/৪৪)*। وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى 'আর যে ব্যক্তি তাঁর নিকটে মুমিন অবস্থায় হাযির হয়, যে সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা সমূহ' *(ত্বোয়াহা ২০/৭৫)*।

ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া :

বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ শিক্ষা ব্যবস্থাই হ'ল নীতি-নৈতিকতা সারশূন্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অহি-র অভ্রান্ত সত্যের আলো না থাকায় মানুষ হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষামুক্ত সনদ প্রাপ্ত ও সত্যের আলো বিচ্যুত গোমরাহ-পথভ্রষ্ট। যার ফলে তারা যে কোন অন্যায়-পাপাচার করে চলছে। এ শ্রেণী মানুষ দ্বারাই দেশে দুর্নীতি ও অবিচার সংঘটিত হয়। অথচ একমাত্র ইসলামী শিক্ষাই পারে মানুষের হাত, পা, চোখ, কান, মন, ও মস্তিষ্ককে আল্লাহ্র অনুগত করতে। তাই বলা যায়, ইন্টারনেটের নোংরামিসহ যাবতীয় পাপাচার থেকে বাঁচতে ইসলামী শিক্ষার জুড়ি নেই।

চোখ দিয়ে দেখতে হবে :

চোখ দিয়ে ন্যায় জিনিস দেখতে হবে, অন্যায় হারাম জিনিস দেখা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হবে নারী।[১২] মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا 'আমরা বহু জ্বিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য। যাদের হৃদয় আছে কিন্তু বুঝে না। চোখ আছে কিন্তু দেখে না। কান আছে কিন্তু শোনে না। ওরা হল চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চাইতে পথভ্রষ্ট। ওরা

১২. *বুখারী হা/৩০৪।*

Contents

হ'ল উদাসীন' *(আরাফ ৭/১৭৯)*। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে অন্তঃকরণ দান করছেন তা দিয়ে সত্য বুঝতে হবে বিশুদ্ধ আমল করতে হবে। নতুবা জাহান্নামের ভয়াবহ প্রজ্বলিত অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে বলতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ 'আর তারা বলবে, 'যদি আমরা শুনতাম অথবা বুঝতাম, তাহলে আমরা জলন্ত অগ্নির অধিবাসীদের মধ্যে থাকতাম না' *(মূলক ৬৭/১০)*। আল্লাহ আমাদের চোখ দিয়েছেন অবলোকন করার জন্য। তাই আমাদের উচিত ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক লেখনি অবলোকন করা এবং আলেম উলামাদের কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক যত লেকচার আছে তা সংগ্রহ পূর্বক শ্রবণ করা। এভাবে অন্তঃকরণ, চোখ ও শ্রবণ শক্তির সদ্ব্যবহার করা।

পর্ণো মুভি ও সিরিয়াল দেখা বন্ধ করুন :

হে মুসলিম মা ও বোন। আপনাকে বলছি, বন্ধ করুন ঐ সমস্ত নোংরা, হিংসাত্মক, বিদ্বেষমূলক সিরিয়াল দর্শন বন্ধ করুন। এ সমস্ত সিরিয়াল আপনাদের মত লাখো মা-বোনের সম্মান-ইজ্জত ভুলণ্ঠিত করছে, সৃষ্টি করছে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং ধ্বংস করছে সোনার সংসার। তবুও কি আপনার বোধদয় হবে না? যুবক তোমাকে বলছি, যৌন উত্তেজনকর পর্ণো মুভি ও সিরিয়াল দেখা অনতিবিলম্বে বন্ধ কর। তুমি কি জান, তোমার মতো লাখো যুবকের রক্তের উপর গড়া মঞ্চে এ সমস্ত নোংরামি দৃশ্য তৈরি করে তোমাকে উপহার দেওয়া হচ্ছে? তুমি কি জান পর্ণো তারকাদের গড় আয়ু ৩৭ বছর। তারা তাদের জীবন বিসর্জন দিয়ে তোমাকে নষ্ট করে জাহান্নামের সঙ্গী বানাতে চাচ্ছে, তুমি কি তা বুঝবে না? তোমার বিবেকে বলছি, অবশ্যই এ সমস্ত অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাক। ঐ শোন আল্লাহর বাণী, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 'লোকদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, তারা তাদের অজ্ঞতা বশে বাজে কথা খরিদ করে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুৎ করার জন্য এবং তারা আল্লাহর পথকে বিদ্রুপ করে। এদের জন্য রয়েছে হীনকর শাস্তি' *(লোকমান ৩১/৬)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। বস্তুতঃ আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না' *(নূর ২৪/১৯)*। কাজেই হে মুসলিম নর-নারী! পরকালের শাস্তিকে ভয় করুন এবং পরিবার ও স্ব-স্ব মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার থেকে ঐ সমস্ত অশ্লীল দৃশ্য, গান-বাজনা নির্বাসনে পাঠান।

অন্তরের গহীন থেকে চিন্তা কর :

প্রিয় বন্ধু! আজ যে যৌবনের তাড়নায় অশ্লীল পর্ণো নিয়ে কালাতিপাত করছ অচিরেই এ যৌবন শেষ হয়ে যাবে। বার্ধক্যকে যখন শরীরে চামড়া গুছিয়ে-নুয়ে পড়বে, দুর্বলতার সকল দিক যখন নিজেকে আচ্ছন্ন করবে; যৌবনের সেই তাড়না আর কাজ করবে না তখনকার এই মর্মান্তিক চিরবাস্তবতার কথা কখনো কি ভেবেছ? ঐ শোন আল্লাহর বাণী وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ 'আর জড়িয়ে যাবে এক পায়ের নলা আরেক পায়ের নলার সাথে' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২৯)*। এমন দিনে উপমিত হওয়ার কথা ভেবে সকল নেংরামি, অশ্লীল তা দেখা বন্ধ কর।

প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ :

প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা দিয়ে আল্লাহ জাহান্নামকে ঘিরে দিয়েছেন। তাই আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-একাজ কে ভয় করেছেন। আবু বারযা (রাঃ) নবী করিম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, إِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْفِتَنِ 'আমি কেবলই তোমাদের জন্য তোমাদের পেট তথা খাওয়া-দাওয়ার ও যৌন সংক্রান্ত অবৈধ সম্ভোগ এবং শরী'আত বিরুদ্ধে কামনা বাসনা চরিতার্থ করার ভয় করি'।[১৩] কু-প্রবৃত্তির অনুসরণের দরুন মানুষ জাহান্নামের লাঞ্ছনাকর মহাশাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। তাই একে নিয়ন্ত্রণ করা যরূরী। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) বলেছেন, 'পৌরুষ হ'ল কামনা-বাসনা বর্জন এবং কু-প্রবৃত্তির বিরোধিতার নাম। কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ পৌরুষকে ব্যাধিগ্রস্থ করে দেয়, আর তার বিরোধিতায় পৌরুষ সুস্থ-সবল থাকে'।[১৪] যে যুবক যৌবনের চাহিদায় প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়। আর যে যুবক তার যৌবনের চাহিদার উপর আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী প্রাধান্য দেয়, কুপ্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে দমিয়ে রাখে সেই হ'ল মর্যাদাবান মানুষ। ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলেছেন, 'প্রবৃত্তি ধ্বংস ডেকে আনে'। তাই তো **আব্দুল হামিদ ফাইযী** বলেছেন, 'তিনটি জিনিস নিয়ন্ত্রণ করা যরূরী; জিহবা, রাগ ও প্রবৃত্তি'। প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা বড়ই কঠিন কিন্তু তার ফল বড়ই সুখময়। মহান আল্লাহ বলেন, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا 'তারা যে কঠোর ধৈর্য (সহিষ্ণুতা) প্রদর্শন করেছে তার পুরস্কার স্বরূপ (আল্লাহ) তাদেরকে জান্নাতে রেশমী পোশাক দান করবেন' *(দাহর ৭৬/১২)*। অতএব হে যুবক! শত কষ্টের পরেও কু-প্রবৃত্তির গলায় লাগাম পরিয়ে অশ্লীল তা, নোংরামী থেকে নিজেকে সেভ করতে হবে। মহান আল্লাহর কাছে বলতে হবে, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি মন্দ স্বভাব, আমল ও কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে'।[১৫]

---

১৩. *আহমাদ হা/২০৩০৩; ছহীহ তারগীব হা/৫২।*
১৪ . *রাওযাতুল মুহিব্বীন, পৃঃ ৪৭৭-৪৭৮।*
১৫ . *তিরমিযী হা/৩৫৯১; মিশকাত হা/২৪৭১।*

Contents

ঢের যুদ্ধ চালিয়ে চাওয়া :

আমি জানি অনেক মুসলিম ভাই ও বোন আছেন যারা প্রতিনিয়ত পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন থেকে বাঁচার জন্য প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পেরে উঠছেন না। আমি বলব, আপনি নোংরামি, অশ্লীল তার বিরুদ্ধে ঢের যুদ্ধ অব্যাহত রাখুন। কেননা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে (যুদ্ধ) জিহাদই সর্বোত্তম জিহাদ'।[১৬] কবি **আবুল আতাহিয়া ও ইবরাহীম বিন আদহাম** বলেছেন, 'কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদই সবচেয়ে কঠিন জিহাদ। যে নিজের মনকে প্রবৃত্তির তাড়না থেকে হেফাযত করতে পারবে, সে দুনিয়ার বালা মুছীবত থেকে স্বাচ্ছন্দে থাকবে। সে দুনিয়ার কষ্ট থেকেও রক্ষা পাবে' *(শুআবুল ঈমান পৃ. ৮৭৬, হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/১৮)*। পৃথিবীতে সুখ-স্বাচ্ছন্দে বসবাসের জন্য এবং পরকালে মুক্তির জন্য প্রবৃত্তির তাড়নায় নোংরামি থেকে বাঁচার জন্য মরণ-প্রাণ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক। আল্লাহ্র রাসুল (ছাঃ) বলেন, 'সত্যিকারে মুহাজির সে ব্যক্তি যে আল্লাহ তা'আলার নিষেদ্ধ বস্তুগুলি পরিত্যাগ করতে পেরেছে'।[১৭]

অশ্লীলতার সঙ্গী না হওয়া :

পর্ণোগ্রাফী ভোক্তাদের সাথে উঠা-বসা ও যে জিনিসের মধ্যে পর্ণো আছে তাদের সঙ্গী বনে যাওয়া আদৌ কোন মুসলিমের কাজ নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا 'একজন খাঁটি মুমিন ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু বানাবে না'।[১৮] বন্ধুর প্রভাব বন্ধুর উপর সুদূর প্রসারী; বন্ধুর প্রভাবেই মানুষ ভাল হয় আবার বন্ধুর প্রভাবেই মানুষ নষ্ট হয়। নোংরা, অশ্লীল পর্ণোভোক্তার প্রতিনিয়ত হাযার হাযার মানুষকে পাপের সাগরে ভাসিয়ে দিচ্ছে। তাই তাদের সংস্পর্শে থাকা ও তাদের কাছ থেকে ব্লুটুথ বা শেয়ারিট এর মাধ্যমে কোন নোংরা, অশ্লীল পর্ণো গ্রহণ করা সমীচীন নয়। পর্ণো ভোক্তার মূলত পার্থিব খেল-তামাশায় মত্ত। তাই মহান আল্লাহ বলেন, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا 'যারা নিজেদের দ্বীনকে খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে, তাদেরকে তুমি পরিত্যাগ কর' *(সূরা আন' আম ৬/৭০)*। মানুষ নানাভাবে পাপ করে নিজের উপর যুলুম করে। তাই তো মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ 'আর তোমরা যালেমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না। তাহলে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে' *(হুদ ১১/১১৩)*। পর্ণোভোক্তারা মূলত এক প্রকার যালেম। তাই জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে তাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা যরূরী। আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা হিজরবাসীদের সম্পর্কে বলেন لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاَءِ الْمُعَذَّبِينَ 'তোমরা এ শাস্তি প্রাপ্ত সম্প্রদায়ের এলাকায় যেও না'।[১৯] একাকী থাকা ভাল তবুও নোংরা, অশ্লীল তা চর্চাকারী, প্রকাশকারীদের সাথে থাকা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে নিম্ন হাদীছ স্মরণ যোগ্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ 'অচিরেই একজন মুসলমানের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হবে ছাগল। যা নিয়ে সে একা পাহাড়ের চূড়ায় উঠবে ও পানির জায়গায় যাবে ফিতনা থেকে রক্ষার মানসে'।[২০]

উত্তম সঙ্গী গ্রহণ করা :

ফিতনা থেকে বাঁচার মানসে একাকী থাকা ভাল। আর কল্যাণ লাভের মানসে সৎ সঙ্গ গ্রহণ হিতকর। প্রবাদে আছে, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। রাসূল (ছাঃ)-এর এক হাদীছ থেকে একথার বাস্তব প্রমাণ মেলে। যেমন তিনি বলেন, কোন এক ব্যক্তি তার প্রয়োজনে ভাল ব্যক্তিদের মজলিসে একত্রিত হওয়ার কারণে আল্লাহ্র ক্ষমা ও মাগফিরাত থেকে সে বঞ্চিত হয়নি'।[২১] ভাল মানুষেরা কখনো অন্যকে বিপাকে ফেলে না। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম কে? তিনি বলেন, يَتَّقِى اللَّهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ 'এমন ব্যক্তি যে আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজের অনিষ্ট থেকে অন্যদেরকে রেহায় দেয়'।[২২] তাইতো **আবুল ফযল জাওহারী (রহঃ)** বলেন, 'যে নেককারদেরকে ভালবাসে সে তাদের বরকত পাবে'। উছমান বিন হাকীম (রহঃ) বলেন, 'তুমি এমন ব্যক্তির সঙ্গী হও যে ধার্মিকতার দিক দিয়ে তোমার চেয়েও উপরে এবং দুনিয়ার দিক দিয়ে তোমার চেয়েও নিচে'।[২৩] আত্তায়ী এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, মুত্তাক্বীদের সাথী হও। কারণ তারা দুনিয়ার মধ্যে তোমার সব চেয়ে কম খরচের ও সব চেয়ে বেশি সাহায্যকারী বন্ধু। এতদাসত্ত্বেও যদি মানুষ দুনিয়াতে পথভ্রষ্ট মানুষকে সঙ্গী-সাথী বানায় তাহলে তাকে ক্বিয়ামতে আফসোস করতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'যালেম সেদিন নিজের দু'হাত কামড়ে বলবে, হায়! যদি (দুনিয়াতে) রাসূলের পাথ অবলম্বন করতাম। হায় দুর্ভোগ আমার! যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম' *(ফুরক্বান ২৫/২৭-২৮)*। অতএব প্রিয় বন্ধু! পরহেযগার-মুত্ত্বাকী সাথী গ্রহণ না করে যদি পথভ্রষ্ট নেতা ও সাথীর দ্বারা প্রভাবিত হন, তাহলে চতুর্মুখী বিপদ সেদিন আপনাকে গ্রাস করবে। *(ক্রমশ)*

[লেখক : ৪র্থ বর্ষ, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া]

১৬ . ইবনু মুফলিহ, আল-আদাবুশ শারঈয়াহ ২৫১ পৃঃ।
১৭ . বুখারী হা/১০।
১৮ . আবুদাউদ হা/৪৮৩২; তিরমিযী হা/২৩৯৫।
১৯. বুখারী হা/ ৪৩৩; মুসলিম হা/৩৮।
২০. বুখারী হা/১৯।
২১. বুখারী হা/ ৬৪০৮; মুসলিম হা/২৬৮৯।
২২. বুখারী হা/২৭৮৬; মুসলিম হা/১৮৮৮।
২৩. আল-ইখওয়ান, ১২৫ পৃঃ।

Contents

দাড়ি রাখার গুরুত্ব

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২য় কিস্তি)

দাড়ি কামানো আল্লাহ্র সৃষ্টির পরিবর্তন করার শামিল :

মহান আল্লাহ বলেন, لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ 'আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই' *(রূম ৩০/৩০)*। এ আয়াতে তাফসীরে বলা হয় যে এটা একটি সংবাদ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র সৃষ্টির পরিবর্তন করো না আর যে আকৃতির উপর আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। আর তা আল্লাহ্র একত্ববাদকে জানা, তাঁর সৃষ্টিগত সহজসুলভ বৈশিষ্টগুলিকে মানা। আল্লাহ তা'আলা ইবলীস সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ 'এবং তাদেরকে আদেশ করব যেন তারা আল্লাহ্র সৃষ্টি পরিবর্তন করে' *(নিসা ৪/১১৯)*। আর এটা সুস্পষ্ট ভাষ্য যে, শরী'আতের অনুমতি ব্যতীত আল্লাহ্র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করা হল শয়তানের আদেশের আনুগত্য করা এবং রহমানের নাফরমানী করা। আল্লাহ বলেন, وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ 'এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন এবং সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি' *(তাগাবুন ৬৪/৩)*। এটি একটি ইঙ্গিতসূচক আদেশ যে, আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম আকৃতিতে ও পরিপূর্ণ, পরিপাটি করে সৃষ্টি করেছেন। অতএব সেটাকে কিছু করে পরিবর্তন করো না যা তাকে কুৎসিত করবে ও বিকৃতি করে ফেলবে। অথবা সেভাবে হেফাযত কর যেভাবে তার সৌন্দর্যকে অব্যাহত ধারায় বৃদ্ধি করবে। আর তোমরা এ বিষয়ে শয়তানের আনুগত্য করবে না। আল্লাহ সৃষ্টিকে পরিবর্তন করা থেকে সতর্ক হও। নবী (ছাঃ) বলেছেন, لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ 'আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন ঐ সমস্ত নারীর প্রতি যারা অন্যের শরীরে উল্কি অংকন করে, নিজ শরীরে উল্কি অংকন করায়, যারা সৌন্দর্যের জন্য ভুরু-চুল উপড়িয়ে ফেলে ও দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে। সে সব নারী আল্লাহ্র সৃষ্টিতে বিকৃতি আনায়ন করে'।[১]

তিনি (ছাঃ) লা'নত করার কারণ উল্লেখ করেছেন যা এর হারাম হওয়ার পক্ষে নিম্মোক্ত কথা দলীল হিসাবে বহন করে। الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ 'সে সব নারী আল্লাহ্র সৃষ্টিতে বিকৃতি আনায়ন করে'। সুতরাং সৌন্দর্য বর্ধনের লক্ষ্যে স্বীয় দাড়ি কামানো ব্যক্তি আল্লাহ্র সৃষ্টির পরিবর্তনকারীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। বরং সে সর্বাগ্রে শাস্তির সম্মুখীন হবে। কেননা শরীআতে একজন পুরুষের জন্য যতটুকু সৌন্দর্য নির্ধারণ করেছে সে তার চাইতে অধিক সৌন্দর্যকরণ বিধানভুক্ত করেছে। সুতরাং একজন নারীর ভ্রু এর চুল উপড়ানো আর একজন পুরুষ তার দাড়ি কামানো তার চাইতে অধিক নিকৃষ্ট।

দাড়ি লম্বা করা নবীদের বৈশিষ্ট্য :

দাড়ি লম্বা করা যে নবীদের সুন্নাত তার বর্ণনা পূর্বে দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ 'আর যখন ইবরাহীমকে তার প্রতিপালক কতগুলি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর সে তা পূর্ণ করল' *(বাক্বারাহ ২/১২৪)*। كَلِمَاتٍ শব্দটির ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই শব্দটি দ্বারা ইবরাহীম (আঃ)-এর পরীক্ষা করার বুঝানো হয়েছে যা ফেতরাতের বৈশিষ্ট্যের অর্ন্তভুক্ত। যেমনভাবে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে হারূন (আঃ)-এর লম্বা দাড়ির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। মুসা (আঃ)-এর শানে মহান আল্লাহ বলেন, قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي '(হারূণ বলল) হে আমার সহোদর ভাই! আমার দাড়ি ও মাথার চুল ধরে টেনো না' *(ত্বহা ২০/৯৪)*। যদি তার দাড়ি না থাকত তাহলে তিনি তার দাড়ি ধরার কথা ছোট ভাই নবী মুসা (আঃ)-কে এ কথা বলতে পারতেন না। সুতরাং দাড়ি রাখা নবীদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ-

'এরাই হল ঐসব মানুষ যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন। অতএব তুমি তাদের পথ অনুসরণ কর' *(আন'আম ৬/৯০)*। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবীকে আদেশ করেছেন তাঁকে অনুসরণের জন্য। এটি আমাদের জন্য আদেশ এ জন্য যে, কেননা তিনি অনুসরণীয় আদর্শ প্রাণপুরুষ। আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে' *(আহযাব ৩৩/২১)*।

দাড়ি লম্বা করা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য :

মহান আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ 'তোমরাই হ'লে শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। তিনি

১. *বুখারী হা/৪৮৮৬।*

Contents

আরো বলেন, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ‘আর যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে, তুমি তার রাস্তা অবলম্বন কর’ *(লোক্বমান ৩১/১৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ‘সর্বোত্তম মানুষ হ’ল আমার যুগের মানুষ অতঃপর তার পরবর্তীগণ অতঃপর তার পরবর্তীগণ’।[২] অপর হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ‘তোমরা আমার ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে ধারণ কর। তোমরা সেগুলি কঠিনভাবে আঁকড়ে ধর এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে ধর। আর তোমরা ধর্মের নামে নতুর সৃষ্টি করা হতে বিরত থাক। কেননা প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ‘আত এবং প্রত্যেক বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা’।[৩]

এটা প্রমাণিত হয় যে, খুলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে ঈযাম সকলেই বড় বড় দাড়িওয়ালা ব্যক্তি ছিলেন। যেমন আবু বকর (রাঃ)-এর দাড়ি ঘন ছিল। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর দাড়ি প্রচুর ছিল। হযরত উসমান (রাঃ)-এর দাড়ি অনেক লম্বা ছিল। হযরত আলী (রাঃ)-এর দাড়ি প্রশস্ত ছিল। ঐ সময় তারা সকলের নিকট সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃত ছিলেন। পরবর্তীতে তাদেরই অনুসরণ করেছিল নেককার, মুজাহিদ ও সত্যবাদী ব্যক্তিরা। তাদের দ্বারা রোম ও পারস্য বিজিত হয়েছিল এবং তাদের পদনমিত হয়েছিল পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত। অথচ তাদের কেউ দাড়ি কামানো ব্যক্তি ছিলেন না। যদি ইসলামের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি অনুসন্ধান করা হয় তাহলে কোথাও পাওয়া যাবে না যে, উম্মতের পথ প্রদর্শক ও আলোর কাণ্ডারী ব্যক্তিরা দাড়ি কামাতেন। নিশ্চয় এই ভ্রষ্টতা আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কিছু মুসলমান কাফেরদের সাথে উঠা-বসা, চলাফেরায় দাড়ি না থাকাকে সুখকর মনে করে। ফলে তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পথ ছেড়ে বিপথগামী ব্যক্তিদের অনুসরণ করে থাকে। এমনকি তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে ইহুদী-নাছারাদের হুবহু অনুসরণ করার চেষ্টা করে থাকে।

দাড়ি কামানো কাফেরদের সাদৃশ্য :

মহান আল্লাহ বলেন, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ‘তারপর আমি তোমাকে দীনের এক বিশেষ বিধানের উপর প্রতিষ্ঠত করেছি। সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না’ *(জাছিয়া ৪৫/১৮)*। যারা দাড়ি কামায় তারা শরী‘আত বিরোধী কাজ করে। তার মন যা চায় তাই

২. বুখারী হা/২৬৫২; মুসলিম হা/২৫৩৩।
৩. আহমাদ, আবু দাঊদ, মিশকাত হা/১৩৫।

করে। কিন্তু মুশরিকরা তার হেদায়াতের ধারক বাহক নয়। তাদের ধর্ম হ’ল বাতিল। মহান আল্লাহ বলেন, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ‘যারা ঈমান এনেছে তাদের হৃদয় কি আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে তার কারণে বিগলিত হওয়ার সময় হয়নি? আর তারা যেন তাদের মত না হয়, যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারপর তাদের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হল, অতঃপর তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গেল। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক’ *(হাদীদ ৫৭/১৬)*।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী (وَلَا يَكُونُوا) ‘আর তারা যেন না হয়’ শব্দটি দ্বারা তাদের সাথে সাদৃশ্য না রাখার সাধারণ নিষেধ বুঝায়। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা এই শব্দটি দ্বারা তাদের সাথে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রাখতে নিষেধ করেছেন’।[৪] সুতরাং কাফেরদের কথা, কর্ম ও প্রবৃত্তির সাথে সাদৃশ্য রাখা হ’তে বিরত থেকে কুরআনুল কারীম ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত শরী‘আতের বিধি-বিধান মেনে চলা যরূরী। যেমন- ছালাত, ছিয়াম, আতিথেয়তা, পোশাক-পরিচ্ছেদ, সৌন্দর্য, শিষ্টাচার, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ بِسُنَّةِ غَيْرِنَا ‘সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে অন্যের সুন্নাতকে পালন করে’।[৫]

মনে রাখা যরূরী যে, মদীনার ইহুদীরাও রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে বলেছিল, مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلاَّ خَالَفَنَا فِيهِ ‘মুহাম্মাদ (ছাঃ) আমাদের প্রতিটি বিষয়ে বিরোধিতা করতে চায়’।[৬] রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ‘কোন ব্যক্তি যদি কোন কওমের সাদৃশ্য রাখে তাহলে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত’।[৭] হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, ‘কেউ যদি কোন কওমের সাদৃশ্য রাখে তাহলে সে তাদের সাথেই মিলিত হখে অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে। কয়েকজন আনছারী ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ) কে বলল, يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ. قَالَ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قُصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল নিশ্চয় আহলে কিতাবরা দাড়িকে ছোট করে এবং মোচকে বড়

৪. তাফসীর ইবনু কাছীর ৮/২০ পৃঃ।
৫. সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৭।
৬. মুসলিম হা/৩০২।
৭. আবু দাঊদ হা/৪০৩৩; মিশকাত হা/৪৩৪৭।

Contents

করে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা মোচকে ছোট কর এবং দাড়িকে বড় কর এবং আহলে কিতাবদের বিরোধিতা কর।[৮] অপর হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ 'তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর। মোচ ছোট কর ও দাড়ি লম্বা কর'।[৯] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ 'তোমরা মোচকে ছাট এবং দাড়িকে লম্বা কর। এবং মূর্তিপূজকদের বিরোধীতা কর'।[১০] আর মোচ কাটার বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর অপর হাদীছ, مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا 'যে ব্যক্তি মোচ কাটে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[১১]

দাড়ি লম্বা করা বীরত্ব ও পুরুষত্বের প্রতীক :

আল্লাহ নারী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। চুল দাড়ি ও মোচ গজানো উভয়েরই সাধারণ নিয়ম। কেননা এই দু'টি দ্বারা পুরুষকে নারী হতে আলাদা করা যায়। কোন পুরুষ যদি দাড়ি রেখে মহিলার পোষাক পরিধান করে তাহলে তাকে পুরুষই মনে হবে। কেননা দাড়ি হ'ল উভয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থ্যককারী।

দাড়ি কাটা মহিলাদের সাদৃশ্য স্বরূপ :

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. 'রাসূল (ছাঃ) নারীদের সাদৃশ্যধারণকারী পুরুষ ও পুরুষের সাদৃশ্যধারণকারী নারীদের উপর লা'নত করেছেন'।[১২] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) একজন চিকন মহিলাকে দেখলেন, সে পুরুষের ন্যায় হাটছে। অতঃপর তিনি বললেন, سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَلاَ مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ. 'আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি সে পুরুষ আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে নারীদের সাদৃশ্য ধারণ করে এবং যে নারী পুরুষের সাদৃশ্য ধারণ করে'।[১৩]

সুতরাং কোন সন্দেহ নেই যে, দাড়ি কামানো মহিলাদের সাদৃশ্য বহন করে।

দাড়ি লম্বা করা সৌন্দর্য ও সম্মানের প্রতীক :

মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 'আমরা আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি' *(ইসরা ১৭/৭০)*। কিছু ওলামা বলেন, বনী আদমের সৌন্দর্য হ'ল আল্লাহ তাদেরকে পরিপূর্ণ ও সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। কিছু ওলামা বলেন, এই সৌন্দর্য্য হ'ল, পুরুষের দাড়ি এবং মহিলাদের লম্বা চুল মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ 'অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম অবয়বে' *(ত্বীন ৯৫/৪)*। তিনি আরো বলেন, يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ- الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ- فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ 'হে মানুষ! কোন বস্তু তোমাকে তোমার মহান প্রভু থেকে বিভ্রান্ত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন, অতঃপর সুষম করেছেন। তিনি তোমাকে তেমন আকৃতিতে গঠন করেছেন, যেভাবে তিনি চেয়েছেন' *(ইনফিতার ৮২/৬৮)*। মহান আল্লাহ বলেন, صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ 'এটা আল্লাহ্‌র কারুকার্য। যিনি সবকিছুকে করেছেন সুসংহত' *(নামল ২৭/৮৮)*। আল্লাহ্‌র প্রত্যেক সৃষ্টিই সুন্দর।

সুতরাং দাড়ি আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য নে'মত ও সম্মান স্বরূপ দিয়েছেন। কোন সন্দেহ নেই যে দাড়ি কেটে ফেলা আল্লাহ্‌র এই মহিমান্বিত নে'মতকে অস্বীকার করা এবং রাসূল (ছাঃ) এর সঠিক পথ থেকে অবনতি ঘটার শামিল। আল্লাহ আমাদের সকলকেই দাড়ি রাখার তাওফীক দান করুন- আমীন।

(ক্রমশঃ)

(মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইসমাঈল (اللحية لماذا؟) 'দাড়ি কেন রাখব?' বই অবলম্বনে লিখিত)।

[লেখক : ৪র্থ বর্ষ, দাওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্যের নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

http://multimedia.ahlehadeethbd.org

Youtube চ্যানেল

ahlehadeeth andolon bangladesh

ফেসবুক পেজ

www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

৮. *আহমাদ হা/২২৩৩৮।*
৯. *বুখারী হা/৫৮৯২; মুসলিম হা/২৫৯; মিশকাত হা/৪৪২১।*
১০. *মুসলিম হা/২৬০; মিশকাত হা/৪৪২১।*
১১. *তিরমিযী হা/২৭৬১।*
১২. *বুখারী হা/৫৮৮৫।*
১৩. *আহমাদ হা/৭০৫৪।*

Contents

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

২ - অল-ইন্ডিয়া আহলেহাদীছ কন্‌ফারেন্স
(প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৩২৪/১৯০৬ খৃঃ)

ইমামত-এর বিষয়ে মতবিরোধ থাক্‌লেও জামা'আতবদ্ধভাবে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আহলেদীছ আন্দোলন চালিয়ে যাবার ব্যাপারে কারুর আপত্তি ছিল না। এতদুদ্দেশ্যে ১৩২৪ হিজরীর ৬ই যুলকা'দা মোতাবেক ১৯০৬ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে হাফেয আবদুল্লাহ গাযীপুরী (১২৬০-১৩৩৭/১৮৪৪-১৯১৯), হাফেয আবদুল আযীয রহীমাবাদী (১২৭০-১৩৩৬/১৮৫৫-১৯১৮), শামসুল হক আযীমাবাদী (১২৭৩-১৩২৯/১৮৫৭-১৯১১), আবদুল রহমান মুবারকপুরী (১২৮৩-১৩৫৩/১৮৬৫-১৯৩৫), আয়নুল হক ফলওয়ারী ১২৮৭-১৩৩৩/১৮৬৯-১৯১৫), ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১২৮৭-১৩৬৭/১৮৬৮-১৯৪৮) প্রমুখ মিয়াঁ ছাহেবের সেরা ছাত্রবৃন্দ বিহারের 'আরাহ্' জেলার খ্যাতনামা আহলেহীছ আলিম ও রাজনীতিক আল্লামা ইবরাহীম আরাভী (১২৬৪-১৩১৯/১৮৪৯-১৯০১) প্রতিষ্ঠিত 'মাদরাসা আহমাদিয়াহ্'র (প্রতিষ্ঠাকালঃ ১২৯৭ / ১৮৭৯ খৃঃ) বার্ষিক ইল্‌মী সেমিনারে (مذاكرة علميه) একত্রিত হন এবং সেখানে উপস্থিত সুধীবৃন্দ ও ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে 'অল ইন্ডিয়া আহলেহাদীছ কন্‌ফারেন্স' নামে একটি সর্বভারতীয় আহলেহাদীছ সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১] যার প্রথম ছদর বা সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন যথাক্রমে হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী ও ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ও শামসুল হক আযীমাবাদী (রাহেমাহুমুল্লাহ)। আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী আমৃত্য কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।[২] ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তি পর্যন্ত মাওলানা ছানাউল্লাহ একটানা সম্পাদক থাক্‌লেও বিভিন্ন কারণে সভাপতির পরিবর্তন ঘটে।

কনফারেন্স-এর তৎপরতা

১৯০৬ হ'তে ১৯৪৭ পর্যন্ত ৪০ বৎসরে উক্ত সংগঠন ৮০,০০০ হাযার টাকার কিতাব ফ্রি বিলি করে। যার মধ্যে কুরআন শরীফ, অনুদিত কুরআন শরীফ, তাফসীর জামেউল বায়ান, তুহ্‌ফাতুল আহ্‌ওয়াযী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কিতাবসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া উক্ত সংগঠনের মাধ্যমে ১২৩টি দ্বীনী মাদরাসা, ৩০টি মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালিত হয়। ২০/২২ জন নিয়মিত মুবাল্লিগ দ্বারা সারা ভারতে কুরআন ও হাদীছের প্রচার চালানো হয়। ১৯২৪ সালে সঊদী সরকার সেদেশের মাযারগুলি ভেঙ্গে ফেল্‌লে ভারতের মাযারপূজারীরা যখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তোলে, তখন উক্ত সংগঠনের পক্ষ হ'তে সম্পাদক মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১২৮৭-১৩৬৭/১৮৬৮-১৯৪৮) তার জওয়াবে কুরআন ও হাদীছের মাধ্যমে কবরপূজার অসারতা প্রমাণ করে مسئلة حجاز ++ رايك نظر নামে বই লিখে ফ্রি বিলি করেন। এছাড়া كشف النقاب عن المشاهد و القباب নামক বই লিখে সঊদী সরকারের উক্ত পদক্ষেপের প্রশংসা ও বিরোধীদের মূল দূরভিসন্ধি ফাঁস করেন দেন। ১৯৪৭-এর পরে পাক্ষিক 'তারজুমান' এই সংগঠনের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত ছোট-বড় অনেক পুস্তক-পুস্তিকা বের হয় এবং বিভিন্ন সমাজকল্যাণ মূলক কাজেও সংগঠন অংশ গ্রহণ করে।[৩]

৩ - জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ

১৯৭০ সালের পর এই কনফারেন্স-এর নাম পরিবর্তন করে 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীচ হিন্দ' (مركزى جمعيت اهلحديث هند) রাখা হয়।[৪] বর্তমানে দিল্লীতে ৪১১৬ উর্দূ বাজার 'আহলেহাদীছ মনযিল'-এর জমঈয়তের নিজস্ব ভবনে কেন্দ্রীয় অফিস অবস্থিত। উর্দূ পাক্ষিক 'তারজুমান' এই সংগঠনের কেন্দ্রীয় মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমানে মাওলানা মোখতার আহমাদ নদ্‌ভী ও মাওলানা আবদুল ওয়াহ্‌হাব খাল্‌জী যথাক্রমে এই সংগঠনের কেন্দ্রীয় 'আমীর' ও 'নাযেমে আ'লা' হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৮২ সালের ২রা মে, বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ বৈঠকে কেন্দ্রীয় সভাপতিকে প্রচলিত 'ছদর' বা সভাপতি-এর বদলে 'আমীর' হিসাবে অভিহিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৫]

ভারতে আহলেহাদীছ এক নযরে

১. জনসংখ্যাঃ এক কোটির উপরে (আনুমানিক)।

২. বিশেষ আহলেহাদীছ অঞ্চলঃ পশ্চিম বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা, হরিয়ানা, কাশ্মীর, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ,

---

১. মুহাম্মাদ উযাইর সালাফী, 'হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক' (বেনারসঃ জামে'আ সালাফিইয়াহ ১ম সংস্করণ ১৯৭৯) পৃঃ ২৮১; কেন্দ্রীয় 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ' কর্তৃক প্রচারিত লিফলেট, পৃঃ ১।

২. 'হায়াতুল মুহাদ্দিছ' পৃঃ ৩১৬।

৩. ইবনে আহমাদ সালাফী, 'আহলেহাদীসের প্রকৃত পরিচয়' (কলিকাতাঃ সালাফী প্রকাশনী, ১ং মারকুইস লেন, ১ম সংস্করণ ১৯৮০) পৃঃ ১০৫-১০৮।

৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬।

৫. কেন্দ্রীয় জমঈয়তে কর্তৃক প্রচারিত লিফলেট, পৃঃ ২।

Contents

কেরালা, কর্নাটক, তামিলনাড়ু। এতদ্ব্যতীত ভারতের বাকী সকল প্রদেশেই অল্পবিস্তর আহলেহাদীছ আছেন। ৩. বড় বড় শহরগুলির প্রায় সবগুলিতেই আহলেহাদীছ জামে মসজিদ আছে। কিন্তু সঠিক গণনা এখনও হয়নি। ৪. ভারতরে বিভিন্ন প্রদেশে অগণিত আহলেহাদীছ মাদরাসা রয়েছে, তন্মধ্যে **নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য। যেমন-**

১-জামে'আ সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভী, ফাটক হাবাশ খান	ছদর বাজার	দিল্লী
২-মাদরাসা দারুল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাহ্	ছদর বাজার	দিল্লী
৩-মাদরাসা রিয়াযুল উলূম ইসলামিয়াহ	৪০৮৫ উর্দূবাজার, জামে মসজিদ	দিল্লী
৪-মা'হাদুত্ তা'লীমিল ইসলামী	৪ জোগাবাঈ, জামে'আ নগর	নয়াদিল্লী-২৫
৫-জামে'আ সালাফিইয়াহ	রেওরী তালাব, বেনারস	ইউ, পি
৬- ” রহমানিয়াহ	মদনপুরা, বেনারস	ইউ, পি
৭- ” ফায়যে আম ইসলামিয়াহ	মউনাথভঞ্জন	ইউ, পি
৮- ” আছারিয়া দারুল হাদীছ	মউনাথভঞ্জন	ইউ, পি
৯- ” আলিয়া আরাবিয়াহ	মউনাথভঞ্জন	ইউ, পি
১০-মাদরাসা দারুল হুদা ইউসুফপুর	জেলা -বস্তী	ইউ, পি
১১-দারুল উলূম শাশনিয়াঁ, পোঃ আল-হুদাপুর	জেলা -বস্তী	ইউ, পি
১২-জামে'আ সিরাজুল উলূল আস-সালাফিইয়াহ, বুন্দেহার	জেলা -গোন্ডা	ইউ, পি
১৩-মা'হাদুল ইসলামী আস-সালাফী, বাছা	জেলা -বেরেলী	ইউ, পি
১৪-দারুল উলূম সালাফিইয়াহ	শুকরাওয়াহ, পুনাহনাহ	হরিয়ানা
১৫-দারুল উলূম মুহাম্মাদিয়া পোঃ বক্স ১৪৪, মানছূরাহ	মালেগাঁও (বোম্বাই)	মহারাষ্ট্র
১৬-দারুল উলূম দারুস্ সালাম এরাবিক কলেজ	ওমরাবাদ	তামিলনাড়ু
১৭-দারুল উলূম মুহাম্মাদিয়া এরাবিক কলেজ	রাঈদারগ	কর্ণাটক
১৮-দারুল উলূম আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ	লহরিয়া সারায়ে, দারভাঙ্গা	বিহার
১৯-মাদরাসা আহমাদিয়া, বীরাগনিয়াঁ	জেলা-সীশামুড়ী	বিহার
২০-মাদরাসা ইসলামিয়াহ, রাঘুনগর, ভূয়ারা	জেলা- মধুবা	বিহার
২১-জামে'আ ইসলাহিয়া সালাফিইয়াহ (মাদরাসা ইছলাহুল মুসলিমীন) পাথরের মসজিদ	পাটনা-৬	বিহার
২২-মাদরাসা দারুত্ তাকমীল, কুরবান রোড়, ছন্দওয়াড়া	মুযাফফরপুর	বিহার
২৩-জামে'আ মুহাম্মাদিয়া, ডাভাকানপদ, জেলা-মধুপুর	পাটনা - ৬	বিহার
২৪-জামে'আ শামসুল হুদা, দিলালপুর	জেলা- ছাহেবগঞ্জ,	বিহার
২৫-মা'হাদুল উলূমিল ইসলাময়িাহ, খাগড়া	কিষাণগঞ্জ (১৯৮৮সালে প্রতিষ্ঠিত)	বিহার

৫। ভারতের আহালেহাদীছ পত্রিকাসমূহ - যা বর্তমানে চালু আছেঃ

১-মাসিক	আত্-তাও'ইয়াহ (উর্দূ)	৪, জোগাবাঈ	নয়াদিল্লী-২৫
২- ”	নওয়ায়ে ইসলাম (উর্দূ)		
৩- ”	আর-রাহীক্ব (উর্দূ)		
৪- ”	হক প্রকাশ হিন্দী ভাষার কেন্দ্রীয় জমঈয়তের অন্যতম মুখপত্র (উর্দূ) হিসাবে দিল্লী থেকে বের হ'তে যাচ্ছে)		দিল্লী
৫- ”	আল-ইসলাম (উর্দূ)		দিল্লী
৬- ”	দাওয়াতে সালাফিইয়াহ (উর্দূ),	আলীগড়	ইউ, পি

Contents

৭- ”	ছওতুল ইসলাম (উর্দূ)	বোম্বাই	মহারাষ্ট্র
৮- ”	ছওতুল হাদীছ (উর্দূ)	বোম্বাই	মহারাষ্ট্র
৯- ”	ছওতুল হাদীছ (আরবী)	জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারস	ইউ, পি
১০- ”	মুহাদ্দিছ (উর্দূ)	ঐ	ইউ, পি
১১- ”	আহলেহাদীছ (বাংলা) ১নং মারকুইস লেন	কলিকাতা-১৬	পশ্চিমবঙ্গ
১২- ”	আল-মানার (মালইয়ালম)	কালিকট	কেরালা
১৩- ”	ইক্বরা (মালইয়ালম)	কালিকট	কেরালা
১৪- ”	আছারে জাদীদ (উর্দূ)	জামে'আ আছারিয়া, মউ	ইউ, পি
১৫- ”	আল-বালাগ (উর্দূ, ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত)	বোম্বাই	মহারাষ্ট্র
১৬-পাক্ষিক	মাজাল্লা আহলেহাদীছ (উর্দূ)	শুকরাওয়াহ	হরিয়ানা
১৭- ”	আত-তাওহীদ (উর্দূ)	শ্রীনগর	কাশ্মীর
১৮- ”	ছওতুল হক (উর্দূ) জামে'আ মুহাম্মাদিয়া	মালেগাঁও, বোম্বাই	মহারাষ্ট্র
১৯- ”	আল-হুদা (উর্দূ)	দারভাঙ্গ	বিহার
২০-সাপ্তিহক	তারজুমান (উর্দূ), (কেন্দ্রীয় জমঈয়তের মুখপত্র)	৪১১৬ উর্দূ বাজার	দিল্লী
২১- ”	মুসলিম (উর্দূ)	শ্রীনগর	কাশ্মীর
২২- ”	আশ-শাবাব (মালইয়াম)	কালিকট	কেরালা
২৩- ”	হালাতে জাদীদ (উর্দূ)	মউ	ইউ, পি
২৪-দ্বিমাসিক	ই'তিদাল (উর্দূ)	ডুরপাগঞ্জ, বস্তী	ইউ, পি
২৫- ত্রৈমাসিক	দা'ওয়াতের ছাদিক (উর্দূ)	পাটনা-৬	বিহার

৬। উল্লেখযোগ্য আহলেহদীছ প্রেস লাইব্রেরী সমূহঃ

১- সালাফিইয়াহ প্রেস, জামে'আ সালাফিইয়াহ	বেনারস	ইউ, পি
২- হামীদিয়া বারকী প্রেস, আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ	দারভাঙ্গ	বিহার
৩- আছারিয়া ফটো অপসেট, জামে'আ আছারিয়া	মউ	ইউ, পি
৪- আফযাল নঈমী প্রেস, জামে'আ আছারিয়া	মউ	ইউ, পি
৫- আদ-দারুস সালাফিইয়াহ অফসেট প্রেস,	বোম্বাই	মহারাষ্ট্র
৬- মুহাম্মাদিয়া প্রিন্টিং প্রেস,	মালিরকোটেলাহ	পূর্ব পাঞ্জাব
৭- কওমী প্রেস, হালদারপাড়া, মেটিয়াররুজ	কলিকাতা-১৮	পশ্চিমবঙ্গ

লাইব্রেরী :

১- মাকতাবা ছওতুল ইসলাম ও ২- মাকতাবা তারজুমান (কেন্দ্রীয় জমঈয়তের মালিকানাধীন) ৩- ইসলামিক পাবলিশিং হাউজ (কুতুবখানা মাসউদিয়াহ) ৪- মাকতাবা আত-তাও'ইয়াহ ৫- দারুল কিতাব ৬- মাকতাবা নূরুল ঈমান ৭- মাকতাবা মাওলানা ছানাউল্লাহ একাডেমী ৮- এস. এন পাবলিশার্স ৯- আলহাম্‌দু পাবলিকেশন্‌স ১০- ফেরদৌস পাবলিকেশন্‌স ১১- মাকতাবা আ-তাওহীদ ১২- আদ-দারুল ইল্‌মিয়াহ (১ নং হতে ১২নং পর্যন্ত সব দিল্লীতে অবস্থিত) ১৩- মাকতাবা সালাফিইয়াহ, বেনারস, ইউ, পি ১৪- মাকতাবা সালাফিইয়াহ, দারাভাঙ্গা, বিহার ১৫- কুতুবখানা নাঈমিয়াহ, মউ, ইউ, পি ১৬-মাকতাবা আছার, মউ, ইউ, পি ১৭- মাকতাবা মুসলিম, শ্রীনগর, কাশ্মীর ১৮- আদ-দারুল সালাফিইয়াহ, বোম্বাই ১৯-ইদারা দা'ওয়াতুল ইসলাম, বোম্বাই ২০-ইদারা দা'ওয়াতুল কুরআন, বোম্বাই, মহারাষ্ট্র।[৬] *(চলবে)*

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (পিএইচ.ডি থিসিস) শীর্ষক গ্রন্থ পৃঃ ৩৬৭-৩৭৩)]

৬. তথ্যঃ আবদুল ওয়াহ্‌হাব খাল্‌জী, কেন্দ্রীয় নাযেমে আ'লা জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ, ৪১১৬ উর্দূবাজার, দিল্লী। -তাং ৫-৭-৮৯ ইং।

Contents

কুরআন আপনার পক্ষের অথবা বিপক্ষের দলীল

-হাফীযুর রহমান

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি কলম দ্বারা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। যা সে জানত না। তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করে ভাষাজ্ঞান দান করেছেন। দরূদ ও শান্তি বর্ষিত হৌক সে নবীর প্রতি, যিনি নিজ প্রবৃত্তি হ'তে কোন কথা বলেন না, তাঁর উক্তি কেবল অহি যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়।

عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ-

আবু মালেক আল-আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কুরআন হ'ল আপনার পক্ষের অথবা বিপক্ষের দলীল'।[১]

আপনি যদি কুরআন বুঝেন, তাহ'লে কুরআন আপনার পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ 'যে ব্যক্তি জানে যে, তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যে অন্ধ? বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে' *(রা'দ ১৩/১৯)*। আর যদি আপনি কুরআন না বুঝেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ 'নাকী তারা তাঁকে বাদ দিয়ে অনেক ইলাহ গ্রহণ করছে? বল, 'তোমরা তোমাদের প্রমাণ এনে উপস্থিত কর। (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) এটাই আমার সাথে যারা আছে তাদের কথা আর আমার পূর্বে যারা ছিল তাদেরও কথা, কিন্তু তাদের (অর্থাৎ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের) অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না, যার জন্য তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়' *(আম্বিয়া ২১/২৪)*। আপনি যদি কুরআন মুখস্থ করেন, তাহলে কুরআন আপনার পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ 'বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরে তা (কুরআন) এক সুস্পষ্ট নিদর্শন। অন্যায়কারীরা ছাড়া আমার নিদর্শনাবলীকে কেউ অস্বীকার করে না' *(আনকাবুত ২৯/৪৯)*।

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ-

যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার নিকট হতে হাদীছ শুনে তা মুখস্থ রাখলো এবং অন্যের নিকটও তা পৌঁছে দিলো, আল্লাহ তাকে চিরউজ্জ্বল করে রাখবেন। জ্ঞানের অনেক বাহক তার চেয়ে অধিক সমঝদার লোকের নিকট তা বহন করে নিয়ে যায়; যদিও জ্ঞানের বহু বাহক নিজেরা জ্ঞানী নয়'।[২] আর আপনি যদি কুরআন মুখস্থ করার পরিবর্তে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا- مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا 'আর আমি আমার নিকট থেকে তোমাকে দান করেছি উপদেশ (অর্থাৎ কুরআন)। যে তাথেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, ক্বিয়ামতের দিন সে (পাপের) বোঝা বহন করবে' *(ত্বো-হা ২০/৯৯-১০০)*। আর আপনি যদি কুরআন তিলাওয়াত করেন, তাহলে কুরআন আপনার পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ- لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ-

'যারা আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) তিলাওয়াত করে, ছালাত প্রতিষ্ঠা করে আর আল্লাহ তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তাথেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন এক ব্যবসায়ের আশা করে যাতে কক্ষনো লোকসান হবে না। কারণ, তিনি তাদেরকে তাদের প্রতিফল পূর্ণমাত্রায় দান করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো বেশী দিবেন। তিনি অতি ক্ষমাশীল (ভাল কাজের) বৎই মর্যাদাদানকারী' *(ফাত্বির ৩৫/২৯-৩০)*।

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ-

আবু উমামা বাহিলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'তোমরা

১. *মুসলিম হা/৫৫৬ [২২৩], 'ওযূর ফযীলত' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২৮১, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, পরিচ্ছেদ-১; ছহীহুল জামে' হা/৯২৫।*

২. *আবু দাউদ হা/৩৬৬২ [৩৬৬০], 'জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়ার ফযীলত' অনুচ্ছেদ-১০, সনদ ছহীহ।।*

Contents

কুরআন তিলাওয়াত করবে। কেননা ক্বিয়ামতের দিন তা তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশকারী রূপে উপস্থিত হবে'।[৩]

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُود يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাবের কোন একটি অক্ষর পাঠ করবে, তার বিনিময়ে সে একটি নেকী পাবে, আর একটি নেকী দশ নেকীর সমান হবে। আমি বলি না যে, الم একটি হরফ, বরং أَلِفٌ 'আলিফ' একটি হরফ, لَامٌ 'লাম' একটি হরফ এবং مِيمٌ 'মীম' একটি হরফ'।[৪]

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, (ক্বিয়ামতের দিন) কুরআন অধ্যায়নকারীকে বলা হবে, কুরআন পাঠ করতে করতে উপরে উঠতে থাকো। তুমি দুনিয়াতে যেভাবে ধীরেসুস্থে পাঠ করতে সেভাবে পাঠ কর। কেননা তোমার তিলাওয়াতের শেষ আয়াতেই (জান্নাত) তোমার বাসস্থান হবে'।[৫]

আর আপনি যদি কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত থাকেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى 'আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবিকা হবে সংকীর্ণ আর তাকে ক্বিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়' *(ত্বা-হা ২০/১২৪)*।

আপনি যদি কুরআন তিলাওয়াত করেন ও তা বুঝেন, তাহলে কুরআন আপনার পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ- 'আমি যাদেরকে কিতাব (কুরআন) দিয়েছি, তারা যথাযথভাবে কিতাব (কুরআন) তিলাওয়াত করে, তারাই এতে বিশ্বাস পোষণ করে আর যারা এর প্রতি অবিশ্বাস করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত' *(বাক্বারাহ ২/১২১)*। তিনি আরো বলেন, وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا 'আর তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে যারা তার প্রতি বধির ও অন্ধের ন্যায় আচরণ করে না (শুনেও শুনে না, দেখেও দেখে না-এমন করে না)' *(ফুরক্বান ২৫/৭৩)*।

আর আপনি যদি কুরআন তিলাওয়াত করেন ও কিন্তু তা বুঝেন না, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

'তাদের মাঝে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে, যাদের মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া কিতাবের (কুরআনের) কোন জ্ঞান নেই, তারা কেবল অলীক ধারণা পোষণ করে' *(বাক্বারাহ ২/৭৮)*।

وَعَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِى جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ آلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের পূর্বের লোকদের নীতি-আদর্শ পুরোপুরিভাবে অনুকরণ করবে, এক বিঘত এক বিঘতের সঙ্গে ও হাত হাতের সঙ্গে, এমনকি তারা যদি গুঁই সাপের গর্তে ঢুকে থাকে তবুও তোমরা তাদের অনুকরণ করবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তারা কি ইহুদী ও নাছারা? তিনি বলেন, তবে আর কারা?।[৬]

আপনি যদি কুরআন পড়েন ও তা চিন্তা-ভাবনা করেন, তাহলে কুরআন আপনার পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ 'এটি একটি কল্যাণময় কিতাব তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছি যাতে তারা এর আয়াতগুলোর প্রতি চিন্তা-ভাবনা করে, আর জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে থাকে' *(ছোয়াদ ৩৮/২৯)*। নবী করীম (ছাঃ)-এর বাণী, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 'অবশ্য অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্বের লোকদের নীতি-পদ্ধতির অনুকরণ করতে থাকবে'।

আর আপনি যদি শুধু কুরআন পড়েন, কিন্তু তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৩. মুসলিম হা/৮০৪ 'কুরআন তিলাওয়াত এবং সূরা বাক্বারাহ তিলাওয়াতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২১২০, 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়, পরিচ্ছেদ-১।

৪. তিরমিযী হা/২৯১০ 'কুরআনের একটি হরফও পাঠকারী ব্যক্তির ছওয়াব' অনুচ্ছেদ-১৬; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৪১৬; মিশকাত হা/২১৩৭, 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়, পরিচ্ছেদ-১।

৫. আবু দাউদ হা/১৪৬৪, 'তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত পসন্দনীয়' অনুচ্ছেদ-৩৫৫; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৪৬৬; মিশকাত হা/২১৩৪, আলবানী (রহঃ) হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

৬. বুখারী হা/৭৩২০, নবী করীম (ছাঃ)-এর বাণী, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 'অবশ্য অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্বের লোকদের নীতি-পদ্ধতির অনুকরণ করতে থাকবে' অনুচ্ছেদ ; মুসলিম হা/৬৯৫২[২৬৬৯], 'ইহুদীদের আদর্শ অনুসরণ' অনুচ্ছেদ; তাহক্বীক মশকাত হা/৫৩৬১।

Contents

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا-

'তারা কি কুরআনের মর্ম বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে আসত, তবে তাতে তারা অবশ্যই বহু অসঙ্গতি পেত' *(নিসা ৪/৮২)*। তিনি অন্যত্র বলেন, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا 'তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে না, না তাদের অন্তরে তালা দেয়া হয়েছে' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*।

আপনার নিকট যদি কুরআন পড়া হলে, আর আপনি তা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করেন, তাহলে কুরআন আপনার পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ- 'যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা তা মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ কর আর নীরবতা বজায় রাখ যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়' *(আ'রাফ ৭/২০৪)*।

আপনার নিকট যদি কুরআন পড়া হলে, আর আপনি তা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ না করেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ 'যখন তার কাছে আমার আয়াত আবৃতি করা হয়, তখন সে অহংকারবশতঃ অবান্তর কথাবার্তা (অর্থাৎ গান-বাজনা) ক্রয় করে আর আল্লাহ্র পথকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ওদের জন্যই আছে অবমাননাকর শাস্তি *(লুক্বমান ৩১/৭)*। তিনি অন্যত্র বলেন, يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ- 'যে আল্লাহ্র আয়াত শোনে যা তার সামনে পাঠ করা হয়, অতঃপর অহমিকার সাথে (কুফরীর উপর) থাকে যেন সে তা শোনেইনি; কাজেই তাকে ভয়াবহ শাস্তির সংবাদ দাও' *(জাছিয়াহ ৪৫/৮)*। আপনি যদি কুরআনের উপর আমল করেন, তাহলে কুরআন আপনার পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا- وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا- وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا-

'বল, 'তোমরা কুরআনে বিশ্বাস কর কিংবা বিশ্বাস না কর, ইতোপূর্বে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদেরকে যখন কুরআন পাঠ করে শুনানো হয়, তখন তারা অধোমুখে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে।' আর তারা বলে, 'আমাদের রব্ব মহান, পবিত্র; আমাদের রব্বের ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। তারা কাঁদতে কাঁদতে অধোমুখে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে আর তা তাদের বিনয়ানম্রতা বাড়িয়ে দেয়' *(ইসরা ১৭/১০৭-১০৯)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا- 'আর রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পড়, ওটা তোমার জন্য নফল, শীঘ্রই তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে উন্নীত করবেন' *(ইসরা ১৭/৭৯)*।

وَعَنِ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلاَبِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ. تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا-

নাওওয়াস ইবনু সাম'আন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের দিন কুরআন ও কুরআন অনুযায়ী যারা আমল করত তাদেরকে আনা হবে। সূরা বাক্বারাহ ও সূরা আলে ইমরান অগ্রভাগে থাকবে, তারা উভয়ে কুরআন পাঠকারীদের পক্ষ নিয়ে যুক্তি দিতে থাকবে'।[৭]

আর আপনি যদি কুরআনের উপর আমল করা পরিত্যাগ করেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাদেরকে ঐ লোকের সংবাদ পড়ে শোনাও যাকে আমি আমার নিদর্শনসমূহ প্রদান করেছিলাম। কিন্তু সে সেগুলোকে এড়িয়ে যায়। অতঃপর শয়তান তাকে অনুসরণ করে, ফলে সে পথভ্রষ্টদের দলে শামিল হয়ে যায়। আমি ইচ্ছা করলে আমার নিদর্শনের মাধ্যমে তাকে অবশ্যই উচ্চতর মর্যাদা দিতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতিই ঝুঁকে পড়ল আর তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। তাই তার দৃষ্টান্ত হল কুকুরের দৃষ্টান্তের মত। যদি তুমি তার উপর বোঝা চাপাও তাহলে জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে এবং তাকে ছেড়ে দিলেও জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে। এটাই হল ঐ সম্প্রদায়ের উদাহরণ যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যে মনে করে অমান্য করে। তুমি এ কাহিনী শুনিয়ে দাও যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে' *(আ'রাফ ৭/১৭৫-১৭৬)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ-

'যাদের উপর তাওরাতের দায়িত্বভার দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তা তারা বহন করেনি (অর্থাৎ তারা তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেনি) তাদের দৃষ্টান্ত হল গাধার মত, যে বহু কিতাবের বোঝা বহন করে (কিন্তু তা বুঝে না)। যে সম্প্রদায় আল্লাহ্র আয়াতগুলোকে অস্বীকার করে, তাদের দৃষ্টান্ত

৭. *মুসলিম হা/১৯১২[৮০৫] 'কুরআন তিলাওয়াত এবং সূরা বাক্বারাহ তিলাওয়াতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২১২১, 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়, পরিচ্ছেদ-১।*

কতইনা নিকৃষ্ট! যালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ সঠিক পথে পরিচালিত করেন না' *(জুম'আ ৬২/৫)*। আপনি যদি কুরআন শিক্ষা করেন এবং অপরকে শিক্ষা দেন, তাহলে কুরআন আপনার পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ 'বরং (সে বলবে), 'তোমরা আল্লাহ্ওয়ালা হও; যেহেতু তোমরা কুরআন শিক্ষা দান কর এবং নিজেরাও পাঠ কর' *(ইমরান ৩/৭৯)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا 'আমি এ কুরআনকে ভাগে ভাগে বিভক্ত করেছি যাতে তুমি থেমে থেমে মানুষকে তা পাঠ করে শুনাতে পার, কাজেই আমি তা ক্রমশঃ অবতীর্ণ করেছি' *(ইসরা ১৭/১০৬)*।

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত অনুকম্পা প্রদর্শন করেছেন, যখন তাদের নিকট তাদের নিজস্ব একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, সে তাদেরকে আল্লাহ্র আয়াত পড়ে শুনাচ্ছে, তাদেরকে পরিশোধন করছে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত (সুন্নাহ) শিক্ষা দিচ্ছে, যদিও তারা পূর্বে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল' *(ইমরান ৩/১৬৪)*। তিনি অন্যত্র আরো বলেন,

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ-

'আর আমি আদিষ্ট হয়েছি আমি যেন (আল্লাহ্র নিকট) আত্মসমর্পণ কারীদের অন্তভুক্ত হই। আর আমি যেন কুরআন তিলাওয়াত করি। অতঃপর যে সঠিক পথে চলবে। সে নিজের কল্যাণেই সঠিক পথে চলবে। আর কেউ গোমরাহ হলে তুমি বল, আমি তো সতর্ককারীদের একজন' *(নামল ২৭/৯১-৯২)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 'আর এখন তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করছি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে আর যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে' *(নাহল ১৬/৪৪)*। ওছমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়'।[৮] আর আপনি যদি অন্যকে শিক্ষা না দেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ- إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ-

'নিশ্চয়ই যারা আমার অবতীর্ণ কোন প্রমাণ এবং হেদায়াতকে লোকদের জন্য আমি কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করার পরেও গোপন করে, আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ করেন আর অভিশাপকারীরাও তাদের প্রতি অভিশাপ করে থাকে। কিন্তু যারা তওবা করে এবং সংশোধন করে নেয় এবং (সত্যকে) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে, তাদের তওবা আমি কবুল করি, বস্তুতঃ আমি অত্যাধিক তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু' *(বাক্বারাহ ২/১৫৯-১৬০)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, 'কিতাব হতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, যারা এটা গোপন করে এবং এর বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে, এরা নিজেদের পেটে একমাত্র আগুন ভক্ষণ করে, ওদের সাথে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং ওদের পবিত্রও করবেন না; এবং ওদের জন্য আছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। এরা এমন লোক, যারা হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী এবং ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তি ক্রয় করেছে, তারা আগুন সহ্য করতে কতই না ধৈর্যশীল' *(বাক্বারাহ ২/১৭৪-১৭৫)*।

আপনি যদি পূর্ণ কুরআনের উপর ঈমান আনেন, তাহলে কুরআন আপনার পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ 'আর তোমরা সকল কিতাবের প্রতিও বিশ্বাস রাখ' *(ইমরান ৩/১১৯)*। আর আপনি যদি কুরআনের কিছু অংশের উপর ঈমান আনেন কিছু অংশের উপর ঈমান আনা পরিত্যাগ করেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ- أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ-

'তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশকে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? অতএব তোমাদের যারা এমন করে তাদের পার্থিব জগতে লাঞ্ছনা ও অবমাননা ছাড়া আর কী প্রতিদান হতে পারে? এবং ক্বিয়ামতের দিন তারা কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে, আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফেল নন। তারাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে। কাজেই তাদের শাস্তি কম করা হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/৮৫-৮৬)*।

৮. বুখারী হা/৫০২৭, 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২১০৯, 'কুরআনের ফযীলত' অনুচ্ছেদ-১

Contents

আপনি যদি কুরআনের মুতাশাবিহাহ আয়াতের উপর ঈমান এনে তার মুহকাম আয়াতের উপর আমল করেন, তাহলে কুরআন আপনার পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ-

'তিনিই তোমার উপর এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার কতিপয় আয়াত মৌলিক-সুস্পষ্ট অর্থবোধক, এগুলো হলো কিতাবের মূল আর অন্যগুলো পুরোপুরি স্পষ্ট নয়; কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা গোলযোগ সৃষ্টির উদ্দেশে এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশে উক্ত আয়াতগুলোর অনুসরণ করে যেগুলো পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। মূলতঃ এর মর্ম আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না। যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে যে, আমরা তার উপর ঈমান এনেছি, এ সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে, মূলতঃ জ্ঞানবান ব্যক্তিরা ছাড়া কেউই নছীহত গ্রহণ করে না' *(ইমরান ৩/৭)*।

আর আপনি যদি কুরআনের মুতাশাবিহাহ আয়াতের অনুসরণ করেন, তাহলে কুরআন আপনার পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ-

'কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা গোলযোগ সৃষ্টির উদ্দেশে এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশে উক্ত আয়াতগুলোর অনুসরণ করে যেগুলো পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। মূলতঃ এর মর্ম আলস্নাহ ছাড়া কেউই জানে না' *(ইমরান ৩/৭)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ تَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ-

নবী করীম (ছাঃ) পাঠ করলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘোষণা করেছেন যে, 'যারা মুতাশাবিহা আয়াতের পিছনে ছুটে তাদের যখন তুমি দেখবে তখন মনে করবে যে, তাদের কথাই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকবে'।

আপনি যদি এরূপ হন যে, আপনাকে কুরআন দ্বারা উপদেশ দিলে আপনি উপদেশ গ্রহণ করেন, তাহলে কুরআন আপনার পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ 'কাজেই যে আমার শাস্তির ভয়প্রদর্শনকে ভয় করে, তাকে তুমি কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দাও' *(ক্বাফ ৫০/৪৫)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ- وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ- 'মুত্তাক্বীদের জন্য এ কুরআন অবশ্যই এক উপদেশ। আর এ কুরআন কাফেরদের জন্য অবশ্যই দুঃখ ও হতাশার কারণ হবে' *(হাক্কাহ ৬৯/৪৮-৫০)*। তিনি অন্যত্র বলেন, كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ- 'না, তা হতে পারে না, এটা উপদেশবাণী' *(মুদ্দাছির ৭৪/৫৪)*।

আর আপনি যদি কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ না করেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ- كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ- فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ- 'তাদের হয়েছে কী যে তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে?' *(মুদ্দাছির ৭৪/৪৯-৫১)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا- 'আমি এ কুরআনে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে, কিন্তু তা তাদের (সত্য হতে) পলায়নের মনোবৃত্তিই বৃদ্ধি করেছে' *(ইসরা ১৭/৪১)*।

আপনি যদি কুরআনের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ফায়ছালা করেন, তাহলে কুরআন আপনার পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ- أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ -

'আর তুমি তাদের মধ্যে বিচার ফায়ছালা কর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাক তারা যেন আল্লাহ তোমার প্রতি যা নাযিল করেছেন তারা কোন কিছু থেকে তোমাকে ফিৎনায় না ফেলতে পারে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ তাদের কোন কোন পাপের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিতে চান, মানুষদের অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে সত্যত্যাগী' *(মায়েদাহ ৫/৪৯-৫০)*।

আর আপনি যদি কুরআন ব্যতীত অন্য কোন বিধান দ্বারা মানুষের মাঝে ফায়ছালা করেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ- 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়ছালা করে না তারাই কাফির' *(সূরা মায়েদাহ ৫/৪৪)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ- ' আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়ছালা করে না তারাই যালিম' *(মায়েদাহ ৫/৪৫)*।

Contents

তিনি অন্যত্র বলেন, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ– ‘আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়ছালা করে না তারাই ফাসিক’ *(মায়েদাহ ৫/৪৭)*।

আপনি যদি কুরআনের ফায়সালা দাবি করেন, তাহলে কুরআন আপনার পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ– ‘তোমরা যেসব বিষয়ে মতভেদ কর তার মীমাংসা আল্লাহর উপর সোপর্দ’ *(শূরা ৪২/১০)*। তিনি অন্যত্র বলেন, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا– ‘যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সেই বিষয়কে আল্লাহ এবং রাসূলের (নির্দেশের) দিকে ফিরিয়ে দাও যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান এনে থাক; এটাই উত্তম এবং সুন্দরতম মর্মকথা’ *(নিসা ৪/৫৯)*। তিনি অন্যত্র বলেন, إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ– ‘মুমিনদেরকে যখন তাদের মাঝে ফায়ছালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন মুমিনদের জওয়াব তো এই হয় যে, তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম, আর তারাই সফলকাম’ *(নূর ২৪/৫১)*। আর আপনি যদি কুরআনের ফায়ছালা ব্যতীত অন্য কোন ফায়ছালা দাবি করেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ– ‘তারা কি জাহেলী যুগের আইন বিধান চায়? দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আইন-বিধান প্রদানে আল্লাহ হতে কে বেশি শ্রেষ্ঠ’ *(মায়েদাহ ৫/৫০)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا–

‘তুমি কি সেই লোকদের প্রতি লক্ষ করনি, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের এবং তোমার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান এনেছে বলে দাবী করে, কিন্তু তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, অথচ তাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে বহুদূরে নিয়ে যেতে চায়’ *(নিসা ৪/৬০)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ– وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ– أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ–

‘তাদেরকে যখন তাদের মাঝে ফায়সালা করার উদ্দেশে আলস্নাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু ‘হক’ যদি তাদের পক্ষে থাকে তাহলে পূর্ণ বিনয়ের সঙ্গে তারা রাসূলের দিকে ছুটে আসে। তাদের অন্তরে কি রোগ আছে, না তারা সন্দেহ পোষণ করে? না তারা এই ভয়ের মধ্যে আছে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অন্যায় করবেন? তা নয়, আসলে তারা নিজেরাই অন্যায়কারী’ *(নূর ২৪/৪৮-৫০)*।

আপনি যদি শুধু কুরআনের অনুসরণ করেন, তাহলে কুরআন আপনার পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ– ‘আর এ কিতাব যা আমি অবতীর্ণ করলাম তা বরকতময়, কাজেই তা মান্য কর, আর আল্লাহ্কে ভয় করে চল, যাতে তোমাদের উপর দয়া বর্ষিত হয়’ *(আন‘আম ৬/১৫৫)*।

আর আপনি যদি কুরআনের সাথে অন্য কিছুর অনুসরণ করেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ‘এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট (নিদর্শন) নয় যে, আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যা তাদের সম্মুখে পাঠ করা হয়, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই এতে অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে’ *(আনকাবুত ২৯/৫১)*।

আপনি যদি ‘আল্লাহ, দ্বীন এবং নবী করীম (ছাঃ)-কে জানার ক্ষেত্রে কুরআনের অনুসরণ করেন, তাহলে কুরআন আপনার পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ‘তখন যে আমার পথ নির্দেশ অনুসরণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না’ *(ত্বা-হা ২০/১২৩)*। তিনি অন্যত্র বলেন, الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ‘আলিফ-লাম-রা, একটা কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে অন্ধকার থেকে নিয়ে আসতে পার আলোর দিকে- মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিতের পথে’ *(ইবরাহীম ১৪/১)*।

(ক্রমশঃ)

(মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-আম্মারী الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ বই অবলম্বনে লিখিত)

[লেখক : নারায়ণপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর]

Contents

একজন আদর্শবান ব্যক্তির গুণাবলী

-এ. এইচ. এম. রায়হানুল ইসলাম

(৩য় কিস্তি)

(৯) আমানতদারী :

এ পর্যায়ে যে গুণটি নিয়ে আলোচনা করা হবে তা হ'ল আমানতদারী। এটি এমন একটি স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে প্রত্যেকটি মানুষকে এর হক আদায় করতেই হবে। অন্যথায় ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামের বর্ণনাহীন আযাব ভোগ করতে হবে। এমন কি শহীদদেরকেও ছাড় দেয়া হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে তার যথার্থ হকদারগণের নিকট পৌঁছে দাও' *(নিসা ৪/৫৮)*।

মহান আল্লাহ অত্র আয়াতের মাধ্যমে গচ্ছিত বিষয় ও ওর মালিককে ফেরত দেয়ার আদেশ দিচ্ছেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক উভয়টিই রয়েছে। আল্লাহ্র হক বলতে তাঁর যাবতীয় বিধি-নিষেধ পালন করা বুঝায়। আর বান্দার হক বলতে গচ্ছিত রাখা দ্রব্য এবং তার অধিকার বুঝায়। সুতরাং যে ব্যক্তি হক আদায় করবে না তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন তাকে ধরা হবে। সাক্ষ্য দানের কারণে সমস্ত পাপ মুছে যায় কিন্তু আমানত মুছে যায় না। আমানত খিয়ানতকারীকে বলা হবে তোমার আমানত পূরণ কর। পূরণ করতে না পারলে জাহান্নামের তলদেশে তাকে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর সে ঐ শাস্তিতেই জড়িত থাকবে।

মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا 'আমরা আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার নিকট এই আমানত পেশ করেছিলাম। অতঃপর তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং এ থেকে শংকিত হ'ল। কিন্তু মানুষ তা বহন করল। বস্তুতঃ সে অতিশয় যালেম ও অজ্ঞ' *(আহযাব ৩৩/৭২)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এখানে আমানত অর্থ আনুগত্য বুঝানো হয়েছে। এটা আদম (আঃ) এর উপর পেশ করার পূর্বে আসমান, যমীন ও পাহাড়ের উপর পেশ করা হয়। কিন্তু তারা সবাই এই বিরাট দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করে। তখন মহান আল্লাহ ওটা আদমের (আঃ) -এর সামনে পেশ করে বললেন, ওরা সবাই তো অস্বীকার করলো, এখন তুমি কি বলছ? আদম (আঃ) বললেন, ব্যাপার কি? আল্লাহ উত্তরে বললেন, এতে যা রয়েছে তা যদি তুমি মেনে চল তবে তুমি পুণ্যলাভ করবে ও ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। আর যদি অমান্য কর তবে শাস্তি পাবে। তখন আদম (আঃ) বললেন, আমি এ দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত আছি।

উবাই (রাঃ) বলেন, নারীদের সতীত্ব রক্ষা ও আমানত। কাতাদা (রাঃ) বলেন, 'ফারায়েয, হুদুদ ইত্যাদি সবই আল্লাহ্র আমানত'। যায়েদ বিন আসলাম বলেন, 'তিনটি জিনিস আল্লাহ্র আমানত। তা হ'ল অপবিত্রতার গোসল, ছিয়াম ও ছালাত'। ভাবার্থ এই যে এগুলি সবই আল্লাহ্র আমানতের অন্তর্ভূক্ত। সমস্ত আদেশ পালন ও সমস্ত নিষিদ্ধ জিনিস হ'তে বিরত থাকা মানুষের দায়িত্ব। যে ঐ দায়িত্ব পালন করবে সে ছওয়াব পাবে এবং যে পালন করবে না সে পাপী হবে এবং শাস্তি পাবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) আরো বলেন, প্রায় আসরের সময় মানুষ এই আমানত উঠিয়ে নিয়েছিল এবং মাগরিবের পূর্বেই ভুল প্রকাশ পেয়েছিল।

মানুষের ৪টি জিনিস খুবই যরূরী আর তা হলো আমানত রক্ষা করা, সত্য কথা বলা, চরিত্র ভালো হওয়া এবং খাদ্য হালাল ও পবিত্র হওয়া।

আমানত আদায়ের ব্যাপারে হাদীছে নববীতে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি; ১. কথা বললে মিথ্যা বলে। ২. ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে ৩. তার কাছে আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে'।[১]

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, যদিও সে ছিয়াম পালন করে ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে সে মুসলিম'।[২] عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক হকদারের হক অবশ্যই আদায় করা হবে। এমনকি শিংবিহীন ছাগলকে শিংযুক্ত ছাগলের নিকট থেকে বদলা দেওয়া হবে'।[৩]

---

১. *বুখারী হা/৩৩; মুসলিম হা/৫৯১৩।*
২. *মুসলিম হা/২২২।*
৩. *মুসলিম হা/৬৭৪৫।*

(১০) স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা :

একজন আদর্শ মানুষ হ'তে হলে অবশ্যই স্ত্রী বা সহধর্মীনীর সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে। কারণ একজন পুরুষ বাহিরে যত ভালই হোক যদি সে তার স্ত্রীর নিকট ভাল না হয় তবে তার এই ভাল মানুষীর কোন মূল্যই নেই। কেননা একজন পুরুষের চরিত্র বা ব্যবহার কেমন তা তার স্ত্রীই অধিক জানে। সুতরাং আমাদের উচিৎ স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 'তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর' *(নিসা ৪/১৯)*। অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন যে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে অবস্থান কর, তাদের সাথে নম্র ব্যবহার কর। সাধ্যানুযায়ী নিজের অবস্থাও ভালো রাখ। তোমরা যেমন চাও যে তোমাদের স্ত্রীরা উত্তম সাজে সুসজ্জিতা থাকুক, তোমরাও তাদের মনস্তুষ্টির জন্য নিজেকে সুন্দর সাজে সজ্জিত রাখ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ 'যেমন তাদের উপর স্বামীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২/২২৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় স্ত্রীদের সাথে খুবই উত্তম আচরণ করতেন। তাদের সাথে হাসি মুখে কথা বলতেন। তাদেরকে সদা খুশী রাখতেন, মনোমুগ্ধকর কথা বলতেন, তাদের অন্তর তিনি স্বীয় খুশীর মধ্যে রাখতেন। তাদের জন্য উত্তম খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতেন। প্রশান্ত মনে তাদের উপর খরচ করতেন। মাঝে মাঝে তিনি এমন কথাও বলতেন যে তারা হেসে উঠতেন। এমনও ঘটেছে যে তিনি আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন।

যে স্ত্রীর ঘরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পালা পড়ত সেখানে সকল স্ত্রীগণ একত্রিত হয়ে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতেন। আলাপ-আলোচনা হত এবং মাঝে মাঝে এমনও হত যে রাসূল (ছাঃ) তাদের সাথে রাতের খাবার খেতেন। অতঃপর তারা নিজ নিজ ঘরে চলে যেতেন এবং তিনি (ছাঃ) সেখানে রাত্রি যাপন করতেন।

মোট কথা তিনি স্ত্রীদেরকে অত্যন্ত ভালবাসার সাথে রাখতেন। সুতরাং মুসলমানদেরও স্ত্রীদের সাথে প্রেম-প্রীতি বজায় রাখা যরূরী।

স্ত্রীদের সাথে সদাচরণের হাদীছ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা স্ত্রীদের জন্য মঙ্গলকামী হও। কারণ নারীকে পাঁজরের (বাঁকা) হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের সবচেয়ে বাঁকা হ'ল তার উপরের অংশ। যদি তুমি এটাকে সোজা করতে যাও তবে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলে তো বাঁকাই থাকবে। তাই তোমরা নারীদের জন্য মঙ্গলকামী হও'।[৪]

বুখারীর অপর বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ), الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ 'মহিলা পাঁজরের হাড়ের মত। যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তুমি তার দ্বারা উপকৃত হতে চাও তবে তার এ বাঁকা অবস্থাতেই হতে হবে'।[৫]

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا 'মহিলাকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে কখনই একভাবে তোমার জন্য সোজা থাকবে না। অতএব তুমি যদি তার থেকে উপকৃত হতে চাও তাহলে তার এই বাঁকা অবস্থাতেই হতে হবে। আর যদি তুমি তা সোজা করতে চাও তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর তাকে ভেঙ্গে ফেলা হ'ল তালাক্ব দেওয়া'।[৬]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন মুমিন পুরুষ যেন কোন মুমিনা নারী (স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে। যদি সে তার একটি আচরণে অসন্তুষ্ট হয় তবে অন্য আচরণে সন্তুষ্ট হবে'।[৭]

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِى الْبَيْتِ মু'আবিয়া বিন হাইছান (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আমাদের কারো স্ত্রীর অধিকার স্বামীর উপর কতটুকু? তিনি বললেন, তুমি খেলে তাকে খাওয়াবে এবং তুমি পরলে তাকে পরাবে। তার চেহারায় মারবে না, তাকে কুৎসিত বলবেনা এবং তার থেকে পৃথক থাকলে বাড়ীর ভিতরই থাকবে (বিছানা পৃথক থাকবে কিন্তু রুম আলাদা নয়)।[৮]

---

৪. বুখারী হা/৩৩৩১; মুসলিম হা/৪৭, ১৪৬৮।
৫. বুখারী হা/৫১৮৪।
৬. মুসলিম হা/৩৭১৯।
৭. মুসলিম হা/১৪৬৯; আহমাদ হা/৮১৬৩; রিয়াযুছ ছালেহীন ৩/২৮০।
৮. আবু দাঊদ হা/২১৪২, ২১৪৩ সনদ হাসান; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫০; রিয়াযুছ ছালেহীন ৫/২৮২।

Contents

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَكْمَلُ الْمُؤْمنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخيَارُكُمْ خيَارُكُمْ لنسَائِهِمْ خُلُقًا আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মুমিনদের মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণ মুমিন ঐ ব্যক্তি যে চরিত্রে সবার চেয়ে সুন্দর, আর তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজের স্ত্রীর জন্য সর্বোত্তম'।[৯]

(১১) পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণ করা :

আদর্শ মানুষ হওয়ার আর একটি গুণ হল পুরুষরা তাদের পরিবারের ভরণ পোষণ করবে উত্তমভাবে। কেননা পুরুষরা পরিবারের কর্তা। আর কর্তার কর্তব্য হল অধীনস্তদের সঠিকভাবে তত্ত্ববধান করা। এ ব্যাপারে মহা গ্রন্থ আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 'আর জন্মদাতা পিতার দায়িত্ব হ'ল ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রসূতি মায়েদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা' *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*। অত্র আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, সন্তান ও তার মায়ের খরচ বহন করা পিতার উপর দায়িত্ব। সচ্ছল ব্যক্তি সচ্ছলতা অনুপাতে আর দরিদ্র ব্যক্তি দারিদ্রতা অনুপাতে খরচ করবে। আল্লাহ তা'আলা কাউকে সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না।

মহান আল্লাহ বলেন, لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا 'তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে তোমরা বসবাস কর সেখানে তাদেরকেও বাস করতে দিও, তাদেরকে সঙ্কটে ফেলার জন্য কষ্ট দিয়ো না। আর তারা গর্ভবতী হলে তাদের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের জন্য তোমরা ব্যয় কর; আর তারা তোমাদের জন্য সন্তানকে দুধ পান করালে তাদের পাওনা তাদেরকে দিয়ে দাও এবং (সন্তানের কল্যাণের জন্য) সংগতভাবে তোমাদের মাঝে পরস্পর পরামর্শ কর' *(তালাক্ব ৬৫/৭)*। এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى سَبِيلِ اللَّه وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِه عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِى أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, এক দিনার তুমি আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর এক দিনার ক্রীতদাস মুক্তি করার কাজে ব্যয় কর, এক দিনার কোন মিসকীনকে দান কর এবং দীনার তুমি পরিবারের জন্য ব্যয় কর। এর মধ্যে ঐ দীনার বেশী নেকী রয়েছে যেটি তুমি পরিবারের জন্য ব্যয় করবে'।[১০]

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِه وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِه فِى سَبِيلِ اللَّه وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِه فِى سَبِيلِ اللَّه. قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ وَأَىُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِه وَيُغْنِيهِمْ. হযরত ছাওবান (রাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ দীনার সেটি যা মানুষ নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে। আর যে দীনারটি আল্লাহ্‌র রাস্তায় তার সাওয়ারীর উপর ব্যয় কর এবং সেই দীনার যা আল্লাহ্‌র রাস্তায় তার পথে তার সঙ্গীদের পিছনে খরচ করে'।[১১]

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللَّه إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِى فِى امْرَأَتِكَ সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি যা ব্যয় করবে, তোমাকে তার বিনিময় দেয়া হবে। এমনকি তুমি যে গ্লা[illegible] তোমার স্ত্রীর মুখ তুলে দাও তারও বিনিময় তুমি পাবে'।[১২]

عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِه يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ আবু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ছওয়াবের আশায় কোন মুসলমান যখন তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে, তখন তা ছাদাক্বাহ হিসাবে গণ্য হয়'।[১৩]

(১২) অন্যের দোষ ক্রুটি গোপন রাখা :

শ্রেষ্ঠ মানব হতে গেলে আমাদের অবশ্যই অন্যের দোষক্রুটি গোপন রাখতে হবে। কেননা একজন আদর্শ মানুষ কখনো অন্যের সমালোচনা করতে পারেনা। বরং সে নিজেই সর্বদা নিজের দোষ ক্রুটি গুলি বের করে তা সংশোধনের চেষ্টা করে। (তবে হ্যাঁ যদি কেউ এমন কাজ কর যা না বললে মানুষ ও দ্বীনের ক্ষতি হতে পারে সেক্ষেত্রে তাকে সংশোধনের জন্য এবং তার অনিষ্ট হতে অপরকে রক্ষার জন্য তার সমালোচনা করা বৈধ। শুধু বৈধই নয় বরং যরূরী। যেমন কেউ ইসলাম বিরোধী কথা বা কাজ করলে। তাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য হল অপরের দোষ ক্রুটি গোপন রাখা। কারণ

৯. আহমাদ হা/৭৩৫৪; তিরমিযী হা/১১৬২; দারেমী হা/২৭৯২; রিয়াযুছ ছালেহীন ৬/২৮৩।

১০. মুসলিম হা/ ৯৯৫; রিয়াযুস সালেহীন ১/২৯৫।

১১. মুসলিমহা/৯৯৪; তিরমিযী হা/১৯৬৬; ইবনু মাজাহ হা/২৭৬০।

১২. বুখারী হা/৫৬, মুসলিম হা/১৬২৮; তিরিমিযী হা/৯৭৫; আবু দাঊদ হা/২৭৪০।

১৩. বুখারী হা/৫৫, মুসলিম হা/১০০২; তিরমিযি হা/১৯৬৫)।

Contents

এটি চর্চা করা অত্যন্ত গুনাহের কাজ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ 'দুর্ভোগ প্রত্যেক সম্মুখে ও পিছনে নিন্দাকারীর জন্য' *(হুমাযাহ ১০৪/১)*।

আল্লাহ তাআলা وَيْلٌ দিয়ে সূরা শুরু করেছেন, যা দুঃসংবাদবাহী শব্দ। অর্থাৎ দুর্ভোগ প্রত্যেক পরনিন্দা কারীর জন্য। আবুল আলিয়া, হাসান বছরী রবী বিন আনাস মুজাহিদ, আত্বা প্রমুখ বিদ্বান বলেন, হুমাযাহ হল ঐ ব্যক্তি যে পিছনে নিন্দা করে তার অনুপস্থিতিতে।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এরা ঐসব লোক যারা একে কথা অন্যকে লাগিয়ে চোগল খুরী করে। বন্ধুদের মধ্য ভাঙ্গন ধরায় ও নির্দোষ ব্যক্তিদের দোষ খুঁজে বেড়ায়'।[১৪] ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, এর ভাবার্থ হল মুখের ভাষায় ও চোখের ইশারায় আল্লাহর বান্দাকে কষ্ট দেয়া'।[১৫]

অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার ব্যাপারে হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِى الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে দুনিয়াতে কোন বান্দার দোষ গোপন রাখে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন'।[১৬]

অন্য হাদীছ এসেছে, هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كُلُّ أُمَّتِى مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ، فَيَقُولَ يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ. আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি আমার সকল উম্মত মাফ পাবে তবে পাপ প্রকাশকারী ব্যতীত। আর এক প্রকাশ এই যে কোন ব্যক্তি রাতে কোন পাপ কাজ করে যা আল্লাহ গোপন রাখেন। কিন্তু সকাল হলে সে বলে বেড়ায় হে অমুক আমি আজ রাতে এই কাজ করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করেছিল যা আল্লাহ তার পাপ গোপন রেখেছিল। কিন্তু সে সকালে উঠে তার উপর আল্লাহর আবৃত পর্দা খুলে ফেলে'।[১৭]

অপর হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যদি দাসী ব্যভিচার করে এবং তা প্রমাণিত হয় তবে তাকে বেত্রাঘাত করবে। আর তিরস্কার করবে না। অতঃপর ২য় বার যদি ব্যভিচার কর তবে তাকে বেত্রাঘাত করবে। আর তিরস্কার করবে না। অতঃপর যদি সে ৩য় বার ব্যভিচার করে তাহলে তাকে বিক্রি করে দিবে। যদিও পশমের রশির (ন্যায় ক্ষুদ্র বস্তুর দ্বারা) বিনিময় হয়'।[১৮]

(১৩) প্রতিবেশীর অধিকার আদায় করা :

একজন মানুষ ভাল না মন্দ তা পরিবার-পরিজনেরর পরেই সর্বাধিকার ভাল জানে তার প্রতিবেশী। তাই একজন মানুষক পূর্ণ আদর্শ মানুষ হতে হলে অবশ্যই তাকে তার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে এবং প্রতিবেশীর অধিকারগুলি যথাযথ আদায় করতে হবে। তাহলে ইহকালে সকলের ভালবাসাও সম্মান এবং পরকালে জাহান্নামের কঠিন আযাব হতে রেহাই পাওয়া যাবে। প্রতিবেশীর সাথে সদচারণের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا -

'আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না। তোমরা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয় পরিজন, ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, পথের সাথী ও তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক (দাস-দাসী, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী ও গর্বিতকে ভালবাসেন না' *(নিসা ৪/৩৬)*।

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখতে ও তাদের সাথে ভাল আচারণের নির্দেশ দিয়েছেন। তারা আত্মীয় প্রতিবেশীই হোক বা অনাত্মীয় প্রতিবেশী হোক, তারা মুসলমান হোক বা অমুসলমান সর্বাবস্থায় তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে।

প্রতিবেশীদের ব্যাপারে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا زَالَ يُوصِينِى جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে সব সময় প্রতিবেশীর সম্পর্কে অছীয়ত করে থাকেন। এমনকি আমার মনে হয় যে, শীঘ্রই তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধীকারী বানিয়ে দিবেন'।[১৯]

১৪. তাফসীরুল কুরআন ৪৭৪ পৃঃ।
১৫. ইবনু কাছীর ১৮/২৭৩ পৃঃ।
১৬. মুসলিম হা/৬৭৫৯।
১৭. বুখারী হা/৬০৬৯; মুসসিল হা/২৯৯০; রিয়াযুস সালেহীন ২/২৪৬।
১৮. বুখারী হা/২১৫২; মুসলিম হা/১৭০৩; তিরমিযি হা/ ১৪৩৩; আহমাদ হা/৭৩৪৭; রিয়াযুস সালেহীন ৩/২৪৭।
১৯. বুখারী হা/৬০১৪; মুসলিম হা/২৬২৪।

Contents

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ إِنَّ خَلِيلِى صلى الله عليه وسلم أَوْصَانِى إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ .

আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হে আবু যার! যখন তুমি ঝোল ওয়ালা তরকারী রান্না করব, তখন তাতে বেশী কর পানি দাও এবং তোমার প্রতিবেশীকেও পৌঁছে দাও'। [২০]

হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত নাবী (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়! আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়! আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়! জিজ্ঞেস করা হল সে কোন ব্যক্তি হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ থাকে না। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না'।[২১]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, হে মুসলিম মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশিনী যেন তার অপর প্রতিবেশিনীর উপঢৌকন তুচ্ছ মনে না করে। যদিও তা ছাগলের পায়ের ক্ষুর হোক না কেন'। [২২]

অপর হাদীছ, আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেওয়ালে কাঠ/বাঁশ গাড়তে নিষেধ না করে'।[২৩]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন মেহমানের সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের বিশ্বাস রাখে সে যেন ভাল কথা বলে নয়ত চুপ থাকে'।[২৪]

অন্য হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে বললাম, আমার দুজন প্রতিবেশী আছে, আমি তাদের মধ্যে কার নিকট হাদিয়া পাঠাব? তিনি বললেন, যার দরজা তোমার বেশী নিকটবর্তী তার কাছে পাঠাও'। [২৫]

এ বিষয়ে অপর হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম সঙ্গী সে যে তার সঙ্গীর কাছে উত্তম। আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম প্রতিবেশী সে যে তার প্রতিবেশীর দৃষ্টিতে সর্বাধিক উত্তম'।[২৬]

(ক্রমশ:)

[লেখক: সভাপতি, দিনাজপুর সাংগঠনিক যেলা]

---

২০. মুসলিম হা/২৬২৫; আবু দাঊদ হা/২০৮১৭।
২১. বুখারী হা/৬০১৬; মুসলিম হা/৪৬।
২২. বুখারী হা/২৫৬৬; মুসলিম হা/১০৩০; আহমাদ হা/৭৫৩৭; তিরিমিযী হা/২১৩০।
২৩. বুখারী হা/২৪৬৩; মুসলিম হা/১৬০৯; তিরিমিযী হা/১৩৫৩; আদাবুল মুফরাদ হা/৩৬৩৪; ইবনে মাজাহ হা/২৩৩৫।
২৪. বুখারী হা/৬০১৮; মুসলিম হা/৪৭; তিরমিযী হা/১১৮৮; আহমাদ হা/৭৫৭১; দারেমী হা/২২২২।
২৫. বুখারী হা/৬০২০; আহমাদ হা/৫১৫৫।
২৬. তিরমিযী হা/১৯৪৪; সনদ হাসান।

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'** -এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন 'সোনামণি প্রতিভা'

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান :** মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

Contents

শিক্ষার্থীদের প্রতি নছীহত

-মুখতার আযহার

জ্ঞান মানুষের অমূল্য সম্পদ। অতৃপ্ত হৃদয়ের তৃপ্তির রস। অজানাকে জানা, অচেনা চেনা। নতুনের জগতে হারিয়ে যাওয়া। জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত একটি বড় আমানত। এই আমানতের মাধ্যমে অন্ধকার ও পথভ্রষ্টতা থেকে কত মানুষকে যে আল্লাহ সুন্দর ও সত্যের পথে নিয়ে এসেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। 'আলাদীনের চেরাগ'-এর মতই জ্ঞানভাণ্ডার যা মানুষকে দিয়েছে 'আশরাফুল মাখলুকাত'-এর অন্যন্য সম্মাননা। আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান দ্বারা তাঁর নবীকে সিক্ত করে মহান সম্মানে ভূষিত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا-

'এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। বস্তুতঃ তোমার উপর আল্লাহ্র অসীম করুণা রয়েছে' *(নিসা ৪/১১৩)*। আল্লাহ তাঁর নবীকে অন্য কিছু অধিক চাওয়ার ব্যাপারে আদেশ করেননি কিন্তু জ্ঞান অর্জনের জন্য তাকিদ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا 'আর বল, হে প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও' *(ত্বোয়াহা ২০/১১৪)*। আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানী সম্প্রদায়কে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ-

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত' *(মুজাদালাহ ৫৮/১১)*। জ্ঞানী বা আলেমরা আল্লাহকে অধিক ভয় করেন। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 'আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে' *(ফাতির ৩৫/২৮)*। আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানীদের জ্ঞানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 'আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতামণ্ডলী ও ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়' *(আলে ইমরান ৩/১৮)*।

সবচেয়ে বড় জিহাদ হলো দালীলিক জিহাদ (Documentary Evidence) ও কথার জিহাদ। আর সেটিই হলো নবীদের ওয়ারিছ আলেম-ওলামা, জ্ঞানীগুণীদের জিহাদ। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا- 'আমরা ইচ্ছা করলে প্রত্যেক জনপদেকরে সতর্ককারী (নবী) প্রেরণ করতাম। অতএব তুমি কাফেরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি তাদের বিরুদ্ধে এর সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম কর' *(ফুরক্বান ২৫/৫১-৫২)*।

ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, 'কুরআন দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ। আর দু'টি বড় জিহাদের একটি হলো মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ। মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন না ঠিকই কিন্তু প্রকাশ্যেভাবে থেকে ভিতরে ভিতরে শত্রুদের সাথে সঙ্গ দেয়। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ 'হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম। আর ওটা হল নিকৃষ্ট ঠিকানা' *(তাওবা ৯/৭৩)*।

উল্লেখ্য যে, মুনাফিকের বিরুদ্ধে কুরআনের দলিল ভিত্তিক জিহাদ। অর্থাৎ আল্লাহর পথে জিহাদ আর সেটি হলো জ্ঞানার্জন ও জাতিকে আল্লাহ্র পথে ডাকা'।[১] মানুষ মৃত্যুর পরেও জ্ঞান থেকে পুরো দস্তুর ফায়দা হাছিল করে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَة إِلاَّ مِنْ صَدَقَة جَارِيَة أَوْ عِلْم يُنْتَفَعُ بِه أَوْ وَلَد صَالِح يَدْعُو لَهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ যখন মারা যায় তখন তার আমলের সকল দরজা বন্ধ হয়ে যায় তিনটি ব্যতীত। ছাদক্বায়ে জারিয়া, উপকারী (ইলম) জ্ঞান এবং সৎ সন্তান যে তার জন্য দো'আ করে'।[২]

সুতরাং তালেবে ইলমের জন্য সবচেয়ে গর্বের বিষয় হলো তারা নবীদের ওয়ারিছ। আর নবীরা কোন দিনার বা দিরহাম রেখে যাননি। বরং তারা উম্মতের জন্য জ্ঞান বা ইলম রেখে গেছেন। অতএব যে চায় সে যেন তার পূর্ণ অংশের ভাগীদার হয়। কেননা বিদ্যার্জন জান্নাতের পথ যা পাওয়ার প্রথম হকদার তালেবে ইলমরাই। হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ

১. *মিফতাহু দারুস সা'দাহ ১/৭০ পৃঃ।*
২. *মুসলিম হা/৪৩১০।*

Contents

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে লোক জ্ঞানের খোঁজে কোন পথে চলবে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন'।[৩]

জ্ঞানী সম্প্রদায়ের সর্ব্বোচ্চ মর্যাদার কথায় ধ্বনিত হয়েছে সমস্ত কুরআন-হাদীছের পরতে পরতে। জ্ঞান বা ইলম ছাড়া এমন ঈর্ষনীয় সম্মান বা মর্যাদায় পোঁছা কারো সম্ভব নয়। বিশেষ করে দ্বীনী ইলম অর্জন করা সবার জন্য আবশ্যক । কেননা বর্তমান মতবাদ বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে দ্বীনী জ্ঞান শিক্ষার বিকল্প নেই। বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপট ও তার বাস্তবতা অনেক কঠিন। শুধু দ্বীনী শিক্ষার অভাবে মুসলিম জাতির ঘাড়ে জাহেলিয়াতে প্রগাঢ় অমানিশা ভর করেছে। ফলে শতধা বিভক্ত মুসলিম জাতি এ থেকে বাঁচার জন্য নব্য জাহেলিয়াতের অন্ধকারের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে বারংবার। জাতীয় ও বিজাতীয় মতবাদ এখন মুসলমানের পুঁজির বাক্সে পরিণত হয়েছে। দ্বীনী জ্ঞান জাতির এ দুর্দিনে অনুঘটকের ভূমিকা রাখতে পারে। শত্রুদের পাতানো ফাঁদ থেকে বাঁচতে, দ্বীনের হেফাযতে সময়ের বিবেচনায় 'ইলমুশ শারঈ' তথা দ্বীনী ইলম শিক্ষায় এখন তালেবে ইলমকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আর দ্বীনী ইলম বলতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর জ্ঞানকে বুঝায়। যা ব্যক্তি পরিশুদ্ধি থেকে শুরু করে সমাজ, রাষ্ট্র মানব জীবনের প্রতিটি অঙ্গনকে নাড়া দেয়।

যখন কোন তালেবে ইলম দ্বীনী জ্ঞান অন্বেষণে নিজেকে মনোনিবেশ করে তখন তাঁর উচিৎ হবে জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় পদচারণা। দ্বীনী জ্ঞানে উছূলী বিদ্যায় পারদর্শিতায় অর্জন করা। এর মানহাজ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সর্ম্পকে সম্যক ধারণা লাভ করা। তাহলে একজন তালেবে ইলম তার নিদিষ্ট লক্ষস্থলে পোঁছে সক্ষম। দ্বীনী জ্ঞান অর্জনে কিছু বিশেষ গুণ অর্জন করতে হয়। নচেৎ জ্ঞানার্জনের মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। নিম্নে এমনই কিছু গুণাবলী তুলে ধরা হলো-

(১) একজন তালেবে ইলমকে অবশ্যই তার অন্তর জগৎকে যাবতীয় পাপাচার, ধোঁকাবাজি, হিংসা, অহংকার, অপরিচ্ছন্ন আক্বীদা ও কলূষিত চরিত্র বিশেষ করে রিয়া, আমিত্ববোধ, লৌকিকতা মুক্ত হতে হবে। পরিশুদ্ধ আত্মা নিয়ে এ ময়দায়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে তাহলে একজন তালেবে ইলম কাঙ্ক্ষিত বিদ্যার্জন ও অভীষ্ট লক্ষ্যে পোঁছতে তাকে বেগ পেতে হবে না।

জ্ঞান বা ইলমের উদাহরণে কেউ কেউ বলেন, এটি একটি গোপনীয় ছালাত, অন্তরের ইবাদত, আধ্যাত্মিকতার বাহন। যখন বিদ্যার্জনে আত্মা পবিত্র হয় তখন তা থেকে বরকত ঝরতে থাকে ঠিক যেভাবে ক্ষেতে সুশোভিত শস্য বাড়তে থাকে ও মালিক তা থেকে উপকার লাভ করে।

সাহল ইবনু আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, সেই অন্তরে (জ্ঞান) আল্লাহ্‌র নূর কক্ষনো প্রবেশ করতে পারে না যে অন্তরে আল্লাহ্‌র অপসন্দনীয় বিষয়াদি থাকে।

(২) তালেব ইলমের উদ্দেশ্যই হবে ইখলাছ লিল্লাহ তথা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন, ইলম অনুযায়ী আমল, শরী'আতের পুর্ণজাগরণ, অন্তরাত্মাকে আলোকিত করন, ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন ও তালেবে ইলম বা জ্ঞানী সম্প্রদায়ের আল্লাহ ঘোষিত সম্মানে ভূষিত হওয়া।

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, 'আমার অন্তর জগতের চিকিৎসার চেয়ে কঠিন কাজ আর নেই। কেননা অন্তর সর্বদা পরিবর্তনশীল'। আবু হুরায়র (রাঃ) তিনজনের ব্যাপারে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে ঐ আলেমের ক্বিয়ামতের মাঠে প্রথম বিচারেরে সম্মুখীন করা হবে যে আলেম তার ইলম দিয়ে মানুষের প্রশংসা ও সম্মান কুড়ায়'।[৪]

তালেবে ইলমের সবচেয়ে বড় বিপদ হলো অহংকার, তর্ক-বাহাছ, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান, দুনিয়া তালাশ ইত্যাদি। অথচ আল্লাহ যে বান্দার (তালেবে ইলম) কল্যাণ চায়, প্রথমেই তার অন্তর জগৎকে আল্লাহ ভীতি দিয়ে নরম করে দেন। ফলে তার প্রতিটি কাজে খুলূছিয়াত ফুটে উঠে। আর সে প্রতিটি আমলের ব্যাপারে অত্যন্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করে।

কোন কোন সালাফে ছালেহীন বলতে চেয়েছেন, 'আমার ইবাদত আল্লাহ ও আমার মাঝে মহব্বতের সেতুবন্ধন। তা অন্য কোন চক্ষু অবলোকন করতে পারে না'। হাদীছে এসেছে,

كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ.

কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলতে আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে লোক আলেমদের সাথে তর্ক-বাহাছ করা অথবা জাহেল মূর্খদের সাথে বাক-বিতণ্ডা করার জন্য এবং মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইলম অধ্যায়ন করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন'।[৫] অন্যত্র এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ইলমের দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা যায়, কোন লোক যদি দুনিয়াবী স্বার্থ লাভের জন্য তা শিক্ষা করে, তবে সে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না'।[৬] *(ক্রমশ:)*

৩. তিরমিযী হা/২৮৫৮।

৪. মুসলিম হা/২/১৩১৫।
৫. তিরমিযী হা/২৬৫৪।
৬. আবুদাউদ হা/৩৬৬৬।

Contents

পর্বত রাজধানী গিলগিত-বালতিস্তানে

-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(৩য় কিস্তি)

আট্টাবাদ লেক :

১৮ই আগস্ট ২০১৬। চীনের বর্ডারের উদ্দেশ্যে গাড়ী এগিয়ে চলেছে। গিরিখাদে হুনজা নদী বহমান। অনেক উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে একটা ঝর্ণাধারা হুনজা নদীতে পতিত হচ্ছে। দৃশ্যটা অন্য রকম এক মুগ্ধতা ছড়িয়ে গেল। প্রায় ঘন্টাখানেক পাহাড়-নদীর লুকোচুরির মধ্য দিয়ে একসময় গাড়ী এসে থামে এক পাহাড়ী টানেলের গেটে। পাক-চায়না ফ্রেণ্ডশীপের আরও একটি নযীর এই টানেল। ২০১৬ সালে পাক-চায়না মেগা অর্থনৈতিক প্যাকেজ তথা ঐতিহাসিক 'সীপেক' (China–Pakistan Economic Corridor) চুক্তির পূর্ব থেকে প্রস্তুতিমূলকভাবে চীন সরকার নিজেদের অর্থায়নে এই রাস্তা ও টানেলগুলো তৈরী করে দিয়েছে পাকিস্তানকে। ২০১০ সালে এক বিরাট পাহাড়ধ্বসে হুনজা নদীর প্রবাহ অবরুদ্ধ হয়। বহু মানুষ নিহত এবং বাস্তুচ্যুত হয় এই ভয়াবহ ধ্বসে। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা। শুধু তাই নয় এতে অঞ্চলের ভূভাগেও আসে বড়সড় পরিবর্তন। হুনজার নদীর স্রোতধারা আটকে পড়ে রুপান্তরিত হয় ১৩ কি.মি. দৈর্ঘের এক বিশালাকার গভীর হ্রদে। অবশেষে চীনের সহযোগিতায় ২০১৫ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরায় সচল করা হয় এবং লেকের পার্শ্ব দিয়ে ২৪ কি.মি. দীর্ঘ সড়ক নির্মাণ করা হয়। এর মধ্যে পাহাড়ের নীচ দিয়ে নির্মিত হয়েছে ৫টি টানেল, যার সর্বমোট দৈর্ঘ্য ৭ কি.মি.।

টানেলের মুখে দাঁড়িয়ে আবার পুলিশী চেকিং। এই ফাঁকে ছাত্ররা 'লং লিভ পাক-চায়না ফ্রেণ্ডশীপ' লেখা সাইনের নীচে দাঁড়িয়ে ফটো তোলে। চারিপার্শ্বে সুউচ্চ পাথুরে পাহাড় ঘিরে রেখেছে। রুক্ষ, ধুসর লালচে বরণ। তার নীচ দিয়ে ইঁদুরের গর্তের মত ঢুকে গেছে টানেল। গঠনাকৃতিতে অত্যন্ত মজবুত মনে হয়। টানেলের ভেতর গাড়ি প্রবেশ করতেই নিকষ কালো রাত নেমে আসে। আলোর কোন ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ নির্মাণকাজ পুরোপুরি শেষ হয়নি তখনো। প্রথম...দ্বিতীয়... তৃতীয় টানেল একে একে সা সা করে অতিক্রম করল গাড়ি। তৃতীয় টানেলটা অন্ততঃ ৩ কি.মি. দীর্ঘ হবে। শেষ হতেই চায় না। একটুখানি আলোর মুখ দেখার জন্য যখন সবাই হাঁসফাঁস করছে, সবেমাত্র টানেলের অপর মুখ থেকে বের হয়ে আলোর স্পর্শ পেয়েছে গাড়ি, তখনই আচমকা ভোজবাজির মত উদয় ঘটল বিশাল এক নীল সাম্রাজ্যের। কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই চতুর্থ টানেলে ঢুকে গেল গাড়ি। বের হওয়ার পর আবার একই দৃশ্য। এবার সবাই হইচই করে ওঠে। আট্টাবাদ লেকের সীমানায় পৌঁছে গেছি আমরা। গিরিখাদের মধ্যে এঁকে বেঁকে বয়ে চলা এত অদ্ভুত নীল পানির লেক! চোখ ধাঁধিয়ে যায়। শরীরের রোম যেন খাড়া হয়ে ওঠে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় এটা কোন ক্যালেন্ডারের পাতা নয়।

পঞ্চম টানেল অতিক্রম করে আমরা নির্দিষ্ট স্পটে এসে দাঁড়াই। ভুমিধ্বসের পর এখনও পর্যটন স্পট সেভাবে গড়ে ওঠেনি। গাছপালা কিংবা সবুজের চিহ্ন প্রায় বিরল।

Contents

আশেপাশে জনবসতিও শূন্যের কোঠায়। আমরা ভিন্ন কোন পর্যটকও দেখা গেল না। তা সত্ত্বেও লেকে ঘোরার জন্য বেশ

কিছু সাম্পান প্রস্তুত। আমরা লেকের পাড়ে বসে সকালের নাশতা সারি। তারপর অন্যদের সাথে সাম্পানে চড়ে লেকের পানিতে ভ্রমণে বের হই। নীল আসমানের নীচে সুগভীর লেকের নীল পানি কেটে কেটে সাম্পান এগিয়ে চলে। সবাই ফটোসেশনে মশগুল। এদিকে আমি একবার কাঁচপনা লেকের গভীরতা মাপি, সসম্ভ্রমে তার মোহনীয় শীতল নীল স্পর্শ নেই; আরেকবার আকাশময় ঘিরে থাকা পাহাড়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা টানেলের কৃষ্ণ মুখগহ্বর দেখি। বিপুলা পৃথিবীর অপার ঐশ্বর্যের সামনে দাঁড়িয়ে আমার দু'চোখ মুদে আসে। নিঃশ্বাস থেমে থেমে বের হয়। শরীরের প্রতিটি রেণু কোথাও ছুটে চলে যেতে চায়। কোন এক অজানা শক্তির দুর্নিবার আকর্ষণে অন্তরাত্মা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। ধরাছোঁয়ার বাইরে কোন এক পরাবাস্তব জগতের হাতছানি অনুদিত হয় ধরাপৃষ্ঠের প্রতিটি অনু-পরমাণুতে। কী এক প্রহেলিকায় ছেয়ে যায় প্রকৃতি! বৈরাগ্যের অনুভূতি কি এমনতরো কিছু! এমন কোন রহস্যময় জগতে মিশে যাওয়ার তাড়নাই কি বৈরাগী সাধকদের নৈঃশব্দ আর নির্জনতার সাধনায় বুদ করে রাখে! কে জানে! তবে তাদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে ভাবার নতুন এক আগ্রহ সত্যিই তৈরী হ'ল।

সাম্পানওয়ালা লেকের মাঝে অনেকটা ঘুরে পুনরায় কিনারায় ফিরে এসে নোঙর ফেলার কোশেশ করে। আমি চারিপাশের দৃশ্যাবলী ক্যামেরাবন্দী করায় মনোনিবেশ করি। জীবন চলার পথে অনেকবার জনহীন বিরাণ প্রান্তর মাড়িয়েছি, কতশতবার নৈঃশব্দের গহীনে কান পেতেছি; কিন্তু আট্টাবাদ লেকের এই নির্জনতা, এই নীল জলাধার, ধুসর পাহাড়ের কাঁধে এই সুনীল আকাশ যে গভীর আত্মবিহ্বলে ডুবিয়ে দিল, স্রষ্টার প্রতি যে আত্মনিবেদনের সূর বেঁধে দিল, তার মত প্রশান্তিময় অনুভূতি আর কোথাও যেন পাইনি। এ ক্ষুদ্র সময়টুকু হৃদয়পটে পুলকিত ভাবের যোগান হয়ে থাকবে বহুদিন।

পাস্সু ভ্যালি :

আট্টাবাদ লেক থেকে আমরা পরবর্তী গন্তব্যের পথে রওনা হই। আধাঘন্টা বাদে গুলমিট পৌঁছি। সেখান থেকে পাস্সু বা পাসু ভ্যালি। প্রায় জনবসতিহীন এই ভ্যালিতে বিশ্বের কয়েকটি বিশালকায় হিমবাহের অবস্থান। এর মধ্যে একটি হ'ল বাতুরা গ্লেসিয়ার। দৈর্ঘে ৫৬ কি.মি. এই গ্লেসিয়ার এ্যান্টার্কটিকার বাইরে পৃথিবীর সপ্তম দীর্ঘতম হিমবাহ। রাস্তা থেকে এর লেজের অংশটুকু নযরে আসে। তবে সবচেয়ে দর্শনীয় হ'ল হুনজা নদী অববাহিকায় খৃষ্টধর্মের উপাসনালয়ের উর্ধ্বাংশের মত দেখতে তীক্ষ্ম ফলা বিশিষ্ট খাঁজ কাটা পাহাড়ের দীর্ঘ সারি। এগুলোকে পাস্সু কোন্স বা পাস্সু ক্যাথেড্রাল বলা হয়। উচ্চতায় গড়পড়তা ৬০০০ মিটারের উর্ধ্বে। তাতে নানান রঙের যাদুকরী খেলা দৃষ্টিসুখকর সৌন্দর্য উৎপাদন করেছে। কারাকোরাম হাইওয়ের সুমসৃণ ঢালু রাস্তায় গাড়ি যখন তীরের

মত ছুটে চলে এই পাহাড়গুলোর দিকে আর দু'পার্শ্বের পাহাড়গুলো চক্রাকারে ঘোরে, তখন বাস্তব জগতের বাইরে নিজেদেরকে বিলকুল কোন চলচ্চিত্রের অংশ মনে হয়। বাহনের সম্মুখ আসনে বসে এমন মনোহর দৃশ্য দেখা যে কারো জন্য আরাধ্য। চোখের কোণ দিয়ে আমি আমার প্রতি পেছনের অর্ধশত জোড়া নয়নের তৃষিত, ইর্ষান্বিত চাহনি বিলক্ষণ টের পাই।

সোস্ত বাযার :

খাড়া পর্বতশ্রেণীর রুক্ষ দেয়াল আর একদিকে খরস্রোতা হুনজা নদীর গর্জনকে সঙ্গী করে আরও প্রায় ৪০ কি. মি. যাওয়ার পর আমরা সোস্ত বা সুস্ত নামক এক বাযারে পৌঁছি। চায়না বর্ডারের পূর্বে এটাই সর্বশেষ শহর এবং স্থলবন্দর। এখানেই কাস্টমস এবং ইমিগ্রেশন অফিস অবস্থিত। চায়না পণ্যবাহী ট্রাক ড্রাইভাররা বা পর্যটকরা দীর্ঘ সফরের মধ্যবর্তী বিরতি গ্রহণ করে এই বাযারে। ফলে বেশ কিছু ভাল মানের আবাসিক হোটেল দেখা গেল। রাস্তার সাইনপোস্টগুলোতে ইংরেজী, উর্দূর সাথে চাইনিজ ভাষাতেও নির্দেশনা দেয়া রয়েছে।

Contents

খানজেরাব ন্যাশন্যাল পার্ক :

সঠিক উচ্চারণে 'খুনজেরাব'। স্থানীয় ভাষায় যার অর্থ রক্তের ধারা কিংবা পানির ঝরণা। তবে সাধারণ্যে খানজেরাব হিসাবে বেশী প্রচলিত। সোস্ত থেকে আরও প্রায় ২৫ কি.মি. পর আর্মি চেক পোস্ট। সর্বশেষ এই চেক পোস্ট থেকে চায়না বর্ডার আরও ৪২ কি.মি.। মধ্যবর্তী কয়েক হাযার বর্গফুট এলাকাটি খানজেরাব ন্যাশনাল পার্ক। ১৯৭৯ সালে সরকারীভাবে এটিকে ন্যাশনাল পার্ক হিসাবে ঘোষণা করেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। এর অর্ধেকটা অংশের গড়পড়তা উচ্চতা ৪০০০ মিটার। দীর্ঘ শিং বিশিষ্ট মার্কো পোলো ভেড়া, সাইবেরিয়ান আইবেক্স এবং স্নো লেপার্ড এই পার্কের বিশেষ প্রাণী। বছরের প্রায় ৭/৮ মাস বরফাবৃতই থাকে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৪ ডিগ্রি আর নিম্নে মাইনাস ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফলে সবুজের চিহ্ন প্রায় নেই। পার্কের প্রবেশমূল্য ৪০ রুপি প্রদান এবং পরিচয়পত্র চেকিং শেষ হওয়ার পর গাড়ি আবার যাত্রা শুরু করে। আমি আলহামদুলিল্লাহ আবারও সেফ জোনে। পরিচয়পত্রের ঝামেলা স্যাররাই মিটিয়ে এলেন।

ন্যাশনাল পার্কের মধ্য দিয়ে গাড়ী চলতে থাকে গিরিপথে। যথারীতি জনমানবহীন পর্বতবেষ্টিত অঞ্চল। বরফঢাকা চওড়া পর্বতশিখর চতুর্দিকে। তার পাদদেশে নেমে এসেছে গ্লেসিয়ার তথা হিমবাহ। পাহাড়ের ঢালে মাঝে মাঝে লম্বা শিংওয়ালা ভেড়ার পাল দেখা যায়। আইবেক্স কিংবা পাকিস্তানের জাতীয় পশু মার্খর। এছাড়া মাইলের পর মাইল আর কোথাও প্রাণের চিহ্ন দেখা যায় না। কেবল বিপরীত দিক থেকে আসা চীনা পণ্যবাহী দু'চারটি দীর্ঘকায় ট্রাক হুস হুস শব্দ তুলে অতিক্রম করে যায়। একটা ক্ষীণ খরস্রোতা নদীও বয়ে যায় রাস্তার পাশ দিয়ে। নাম-পরিচয়হীন জহির রায়হানের বরফ গলা নদী। কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীর এই অংশটি প্রলম্বিত হয়ে চীনের পামির পর্বতশ্রেণীর সাথে মিশেছে। ১৯৮২ সালে এই গিরিপথ দিয়ে কারাকোরাম হাইওয়ে সম্প্রসারিত হয়ে চীনের সাথে প্রথম পাকিস্তানের স্থলবাণিজ্য যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ইতিপূর্বে উভয় দেশের মধ্যে যাতায়াতে স্থানীয়ভাবে ভিন্ন দু'টি স্থলপথ ব্যবহৃত হ'ত। তবে তা যানবাহন চলাচলের জন্য উপযুক্ত ছিল না। ফলে এই সড়কপথটি এখন বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুট। এটি বিশ্বের অন্যতম সুউচ্চ সড়কপথ হিসাবে পরিগণিত। আরও প্রায় ঘন্টাখানেক যাত্রার পর আমরা রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে ৮৬০ কি.মি. পাড়ি দিয়ে অবশেষে পাকিস্তানের সর্ব উত্তরের সীমান্তে এসে পৌঁছলাম।

খানজেরাব বর্ডার পাস :

এটি বিশ্বের সর্বোচ্চ সীমান্ত পারাপার সড়ক। উচ্চতা ৪৬৯৩ মিটার বা ১৫৩৯৭ ফুট। অর্থাৎ নাঙ্গাপর্বতের বেসক্যাম্প-১ থেকেও কয়েক'শ মিটার উঁচু। ফলে তাপমাত্রা মাইনাসে। আপাদমস্তক শীতের পোষাক পরিহিত। তবুও বাস থেকে নামতেই সুঁচ ফুটানো ঠাণ্ডা বাতাসের আক্রমণে কাবু হয়ে গেলাম। পাহাড়গুলোতে গতরাতেও তুষারপাত হয়েছে দেখা যাচ্ছে। মিনিটে মিনিটে প্রকৃতি ঢেকে যায় মেঘের কুয়াশায় আবার পরক্ষণেই ছেড়ে যায়। আমরা প্রায় এক কিলোমিটার হেঁটে সীমান্তরেখায় নির্মিত বিশাল ফটকের কাছাকাছি এসে

Contents

দাঁড়াই। ক্ষুদ্র চোখওয়ালা চীনা বর্ডারগার্ডরা এগিয়ে এসে নিষ্প্রাণ শুকনো সম্ভাষণ জানায়। সম্ভাষণ বললে অবশ্য ভুল হবে। কেউ যেন নির্ধারিত সীমানা অতিক্রম করে না ফেলে সেজন্য হুশিয়ার করতে আসে। তীক্ষ্ম হুইসেল বাজিয়ে দলছুট চিড়িয়া তাড়ানোর ভঙ্গিমা করে। তাদের হাবভাবে স্পষ্ট অভদ্রতার ছাপ। তবুও ছেলেরা নাখোশ হয় না। তাদের সাথে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে ছবি তোলে। অবশেষে গার্ডরা বাধ্য হয়ে চোখে গগলস লাগিয়ে ঠোটের কোণে এক চিলতে কৃত্রিম হাসি ঝুলিয়ে দেয়। আমি প্রকৃতির দিকে মনোযোগ দেই।

রাস্তার উপরে সাইনপোস্ট। তাতে লেখা উরুমুচি ১৮৯০ কি.মি., কাশগড় ৪২০ কি.মি. এবং তাশকোরগান ১৩০ কি.মি.। সীমান্তের ওপারে চীনের মুসলিম অধ্যুষিত সিংকিয়াং (চাইনিজ উচ্চারণ শিনঝাং, যার অর্থ নয়া সীমান্ত) প্রদেশ। সেদিকে তাকালে বিস্তীর্ণ পাহাড়ী অঞ্চলে বহু দূরে অল্প কিছু জনবসতি নযরে আসে। রাস্তায় অবশ্য কিছু বাস এবং প্রাইভেট গাড়ি অপেক্ষমান দেখা যায়। গিলগিত থেকে প্রতিদিন একটি যাত্রীবাহী গাড়ি কাশগড় পর্যন্ত যাতায়াত করে। ফলে যতটা জনশূন্য পরিবেশ মনে হচ্ছে, বাস্তবে ততটা হওয়ার কথা নয়। উরুমুচি, কাশগড় শব্দগুলোর সাথে পরিচয় সেই শৈশব থেকে। সাইমুম সিরিজের সুবাদে। ফলে নামসূত্রে এসব এলাকা সম্পর্কে জানাশোনা বহুদিনের। আমি তৃষ্ণার্ত দু'চোখ ভরে দেখতে থাকি সিংকিয়াং-এর যমীন। দেখতেই থাকি। নযর ফেরাতে পারি না।

হিজরী প্রথম শতকে যখন ইসলামের বিজয়ডঙ্কা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হয়েছিল, সেসময় অকুতোভয় মুসলিম সেনাপতি কুতায়বা বিন মুসলিম (মৃ. ৯৬হিঃ) মধ্যএশিয়ার খাওয়ারযিম, বোখারা, সমরকন্দ ও বলখ প্রভৃতি শহর জয় করে এই কাশগড় পর্যন্ত এসে থেমেছিলেন। কোন কোন ইতিহাসে পাওয়া যায়, সেনাপতি কুতায়বা বিন মুসলিম তুরস্ক জয় করার পর একই সফরে চীনে অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এসময় তাঁর জনৈক উযীর বলল, হে সেনাপতি! আপনি তুরস্ক জয় করেছেন ক'দিন পূর্বেই। মাল-সামান আমাদের হাতে যথেষ্ট নেই। প্রস্তুতির জন্য আমাদের কি আর সামনে অগ্রসর না হলেই ভাল হত না! তখন কুতায়বা বিন মুসলিম গর্জন করে বলে উঠলেন, 'আল্লাহর সাহায্যের প্রতি বিশ্বাস থাকার কারণেই আমরা তুরস্ক জয় করতে পেরেছি। নির্ধারিত সময় যখন পার হয়ে যায়, তখন কোন প্রস্তুতি কাজে আসে না'। তাঁর এই দৃঢ়চিত্ততা দেখে উযীর যখন দেখলেন কোনভাবেই তাঁকে ফেরানো যাবে না, তখন তিনি বললেন, 'আপনি যেভাবে ইচ্ছা আপনার পথে অগ্রসর হৌন হে কুতায়বা! আপনার সংকল্প এমনই কঠিন যে কেবল আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ আপনাকে ফেরাতে পারবে না'। অতঃপর কাশগড় বিজয় শেষে খলীফা ওয়ালীদের মৃত্যু সংবাদে তাঁর বিজয়াভিযান থেমে যায়। নতুবা সমগ্র চীন হয়ত তাঁর পদানত হয়ে যেত।

যাইহোক কাশগড় বিজয়ের পর থেকে এই সিংকিয়াং-এর মাটিতে মুসলমানদের আনাগোনা শুরু হয়। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কাশগড়ের তুর্কী বংশোদ্ভূত উইঘুর রাজার পুত্র সাতুক বোখারার জনৈক ফকীহের কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন মাত্র ১২ বছর বয়সে। তবে পিতার ভয়ে তা গোপন রেখেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি সালতানাতে অধিষ্ঠিত হয়ে নিজেকে মুসলিম হিসাবে প্রকাশ করেন এবং সুলতান বুগরা খান গাযী নামে পরিচিত হন। তাঁর মাধ্যমেই প্রথম তুর্কী বংশোদ্ভূত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী উইঘুরদের মাঝে ইসলামের বার্তা ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে সিংকিয়াং-এর অর্ধেকের বেশী জনগোষ্ঠী উইঘুর মুসলিম, যাদের বসবাস তিয়েনশান পাহাড়ের দক্ষিণভাগে কাশগড় শহরকে কেন্দ্র করে। অপরদিকে বৌদ্ধ হানরা বসবাস করে সিংকিয়াং-এর রাজধানী উরুমুচিকেন্দ্রিক।

ভুখণ্ডের দিক থেকে সিংকিয়াং ১৬ লক্ষ বর্গকিমি তথা সমগ্র

পাকিস্তানের দ্বিগুণ এবং চীনের সবচেয়ে বড় প্রদেশ। বহু বছর ধরে এ ভুখণ্ডের মুসলমানরা কম্যুনিস্ট সরকারের অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট। পত্রিকায় প্রায়ই খবর আসে বোরকা, দাড়ি, মসজিদ এবং ছালাত, ছিয়াম পালনেও তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের খবর। এই অঞ্চলটি খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ এবং ভূরাজনৈতিক গুরুত্বের দাবীদার বলে চীন সরকার যে কোন মূল্যে একে ধরে রাখতে চায়। অপরদিকে উইঘুররা চায় স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র। এজন্য চীনা সরকার উইঘুর মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে এবং তাদেরকে মানসিকভাবে কোনঠাসা করে রাখে। ফলে এক প্রকার ঠাণ্ডা যুদ্ধ সেখানে সর্বদা বিরাজমান। চাইনিজ গোষ্ঠী হানদের সাথে উইঘুরদের প্রায়ই জাতিগত সংঘর্ষ লেগে থাকে। এতে উইঘুরদের স্বাধীনতার চেতনা আরও গভীরতর হয়েছে। তারা পারতপক্ষে চাইনিজ ভাষা (মান্দারিন) পর্যন্ত শেখে না। সবকিছুতেই নিজেদের আলাদা বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে চায়। ইউনিভার্সিটিতে আমার এক উইঘুর বন্ধু ছিল। তুরসুং। সে তার মাতৃভাষা উইঘুরসহ কাজাখ, তুর্কী, উর্দূ, পশতু ইত্যাদি প্রায় সাতটি ভাষায় কথা বলতে পারত। অথচ চাইনিজ জানত না। অন্যান্য প্রদেশের চাইনিজদের সাথে তাকে আরবীতেই কথা বলতে দেখতাম। আবার অন্যান্য চাইনিজদেরকে দেখতাম উইঘুরদের প্রতি বেশ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে। যদিও তারা সবাই মুসলিম। তাদের মতে, উইঘুরদের বিদ্রোহী মনোভাবের কারণে চীনের অন্য প্রদেশের মুসলমানদেরকেও ভুগতে হচ্ছে এবং বৈষম্যের স্বীকার হতে হচ্ছে। আল্লাহ অধিক অবগত। *(ক্রমশঃ)*

Contents

বলিভিয়ার মিখাইল তানসার ইসলাম গ্রহণ

স্রষ্টার পরিচয় জানা মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। মানুষ চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা বা বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারে। মানুষের মধ্যে আল্লাহ নিজের থেকে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন বলেই আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের রয়েছে প্রকৃতিগত ঝোঁক। তাই মহান আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত ছাড়া মানুষের আত্মা প্রশান্ত হয় না। মহান আল্লাহর অসীম সত্ত্বার প্রতি মানুষের আকর্ষণে বদলে দিয়েছে ল্যাটিন আমেরিকার দেশ বলিভিয়ার যুবক মিখাইল করবখল তানসার জীবন।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যৌবনের শুরু থেকেই নানা প্রশ্ন জাগত আমার মধ্যে। মানুষের বিস্ময়কর নানা দিক ও বিশ্ব জগতের আকর্ষণীয় নানা বিষয় নিয়ে ভাবতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। যেমন, কোনো এক বইয়ে পড়েছিলাম মানুষ দিন ও রাতে কয়েক হাযার বার শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে থাকে। হাযারো রকম বিস্ময়কর বিষয়ের মধ্যে এটা কেবল একটি বিষয়। এই জটিল ব্যবস্থাপনাকে পরিচালনা করে থাকেন? এ প্রশ্ন আমাকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে। আমি নিজেই সব সময় এটা অনুভব করতাম যে, এতসব বিস্ময়কর বিষয় অর্থহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি।

এই ভাবনার প্রেক্ষিতে জেগে ওঠে নতুন প্রশ্ন- জীবন-যাপনের সঠিক পদ্ধতি কি? কোন কারণে বা কী লক্ষ্যে আমাদেরকে অস্তিত্বের জগতে আনা হয়েছে? মানব সৃষ্টির পেছনে মহান আল্লাহ্‌র যে উদ্দেশ্য কাজ করছে তার অনুসন্ধান করতে গিয়ে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা ও অনুসন্ধান শুরু করেন বলিভিয়ার নাগরিক মিখাইল। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ইসলাম সম্পর্কে তখনও কিছু জানার সুযোগ পাইনি। সামান্য যেসব ধারণা ছিল সেসবই ছিল অস্পষ্ট। কারণ, পশ্চিমা গণমাধ্যম থেকে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া সম্ভব ছিল না। এইসব প্রচার মাধ্যম ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের সমর্থক বলে প্রচার করে। তারা বলে, ইসলাম সহিংসতায় বিশ্বাসী এবং নারীর অবমাননা করে। ফলে ইসলাম নিয়ে চিন্তাভাবনা করাটা অর্থহীন বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমি ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম। ঘটনাক্রমে আমার মায়ের সঙ্গে জার্মানীতে সফর করেছিলাম। দীর্ঘ এক বছর স্থায়ী হয়েছিল সেই সফর। আমার সেইসব প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা তখনও বজায় রেখেছিলাম। কিন্তু যতবারই চেষ্টা করতাম ততবারই অনুভব করতাম যে ইসলাম সম্পর্কে অবশ্যই বেশী জানা উচিত এবং সে জন্য নিজেকেই উদ্যোগী হতে হবে। ফলে জার্মানীর কয়েকজন মুসলমানের সঙ্গে পরিচিত হলাম। কিছুকাল পর কুরআন ও আরবী ভাষার প্রতি আগ্রহী হই।

তিনি আরো বলেছেন, পবিত্র কুরআনের বক্তব্য ও স্টাইলের সৌন্দর্য আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। ফলে আরবী ভাষা শেখা শুরু করি। কিছুকাল মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশার সুবাদে এটা বুঝতে পারি যে, মুসলমানরা খারাপ মানুষ নয় বরং তাদের পরস্পরের মধ্যে রয়েছে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, অথচ পাশ্চাত্যে এ বিষয়টি ম্লান হয়ে গেছে। আমি এও অনুভব করছিলাম যে, আমাদের সমাজে জীবন-যাপনের পদ্ধতিতে এবং চিন্তা-ভাবনার পদ্ধতিতে অনেক ভুল রয়েছে। আর অবশ্যই এইসব পদ্ধতি পরিবর্তিত হওয়া উচিত। কিন্তু আমি জানতাম না এইসব সমস্যার সমাধান কি হতে পারে। মায়ের দেশ জার্মানিতে এক বছর থাকার পর বলিভিয় যুবক মিখাইল চীন সফরের সিদ্ধান্ত নেন। চীনে তার সফর প্রসঙ্গে মিখাইল বলেছেন, ১৯৯২ সালে চীনে সফর করি আমি। আমার অনুসন্ধানী মন তখনও ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিল। সেখানে ব্রাজিলের একজন মুসলমানের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। এক সময় তিনি ছিলেন আমার সহপাঠী। তার সঙ্গে ইসলামসহ নানা ধর্ম নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা ও মত বিনিময় করলাম।

তিনি আরো বলেন, আমার সেই মুসলিম সহপাঠীর সঙ্গে এইসব আলোচনার মধ্যে আমি ইসলাম সম্পর্কে আমার নানা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই। এরপর ইসলাম সম্পর্কে আরো গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য সচেষ্ট হই। কারণ এটা বুঝতে পেরেছিলাম যে ইসলাম চিরস্থায়ী বা চিরজীবন্ত ধর্ম। আমি এটাও নিশ্চিত ছিলাম যে আল্লাহ আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন এবং অবশেষে আমার সামনে খুলে যায় হেদায়াত বা সুপথ লাভের দরজাগুলো।

ইসলামের যে শিক্ষাটি মিখাইলকে আকৃষ্ট করেছে তা হ'ল আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের নানা আয়াতে এই বাস্তবতা উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ মানুষের খুব কাছেই রয়েছে। এই নৈকট্য ছাড়াও মহান আল্লাহ মানুষকে জীবনের সব ক্ষেত্রের জন্য বিধান দিয়েছেন। অর্থাৎ এই দুনিয়ায় মানুষকে নিজের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়নি এবং মানুষকে তার কাজ ও আচরণের জন্য জবাব দিতে হবে। কারণ, বিশ্ব জগতের স্রষ্টা মানুষকে করেছেন আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব; আর এর পেছনে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তথা পরিপূর্ণতা ও সৌভাগ্য অর্জন করা। মিখাইল এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ইসলাম জীবনের সব ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করা ও তাকে স্মরণ করার ওপর জোর দিয়েছে। আর এ বিষয়টি আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছে। একজন মুসলমানের উচিত নয় কোনো কাজেই আল্লাহকে ভুলে না যাওয়া, এমনকি তা যত ক্ষুদ্র কাজ বা বিষয়ই হোক না কেন। আমরা যদি যথাযথভাবে দৃষ্টি দেই তাহলে দেখব যে সব নেয়ামতই এসেছে আল্লাহর কাছ থেকে। আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন মানুষকে এবং মানুষের জীবনে যা যা দরকার তার সবই তিনি তাকে দিয়েছেন। তাই জীবন যাপনের নানা পর্যায়ে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, আমি তোমাদের শাহরগের চেয়েও বেশি কাছে রয়েছি। আমি বিস্মিত হই যে মানুষ কিভাবে জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভুলে যেতে পারে? অথচ আমার বিশ্বাস হল, মানুষ প্রতিটি নিঃশ্বাস নেয়ার সময় আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের কথা স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারে।

ইসলামের ছায়াতলে লক্ষ্য ও অর্থপূর্ণ জীবন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মুসলমান হওয়ার পর সবার ব্যাপারেই দায়িত্বশীলতা অনুভব করছি। আমি অন্যদের কাছেও বিশেষ করে বলিভিয়ার জনগণের কাছেও ইসলামের আলো তুলে ধরতে চাই। অন্যদেরকে এ ব্যাপারে এমন সুযোগ দেয়া উচিত যাতে তারা ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা, বিতর্ক বা আলোচনায় লিপ্ত হয়। আমাদের উচিত অত্যন্ত ভদ্রভাবে ও কোমল বক্তব্যের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত আলোচনা করা। ইসলাম সম্পর্কে অনেক সুন্দর কথা রয়েছে যা আমি আমার দেশবাসীর কাছে খুলে বলব। অবশ্য আমাকে এ জন্য পড়াশোনার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে হবে।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর মিখাইল নিজের জন্য মুহাম্মাদ নামটি বেছে নিয়েছেন। তিনি মুসলমান হতে পারাকে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ বলে মনে করেন। মিখাইল বলেন, আসলে আমার বলিভিয়া থেকে চীন সফরের মধ্যে আল্লাহর কোনো হেকমত ছিল এবং একটি অমুসলিম দেশেই আমি ইসলামের সঙ্গে পরিচিত হই।

Contents

কবিতা

তুমি আগামীর সৈনিক

আনীসুর রহমান
দারিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

হে তরুণ!
উদিত ভোর খোল দোর,
মাখ শিথল বায়ু
ঠান্ডা বায়ুর পরশে আজ
বাড়াও জ্ঞানের আয়ু।
চেয়ে দেখ জগৎ সংসার
অলোসে ঘুমায়না আর
তুমি রুদ্ধ করে দ্বার।
এই জগতের সকল দুর্বল
তোমাকেই যে করতে হবে
যত অন্যায়কে পদতল।
হে আগামীর কর্ণধার!
ন্যায়ের পথে হও বের,
ছেড়ে বৃথা সংসার মায়া,
মযলূম আজ চায় ভিক্ষা
তোমার কৃপার ছায়া।
হে আগামীর তিরন্দাজ
স্বেচ্ছায় পর যুদ্ধের সাজ
বেরিয়ে পড় দিক-বেদিক,
অন্ধকার ঘুচিয়ে আলোর সন্ধানে
তুমিই আগামীর সেই সৈনিক।

ছদ্মবেশ

মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
সরকারী বি এল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
দৌলতপুর, খুলনা।

আমি চাইনে দেশের মন্ত্রী হতে কিংবা সমাজ সেবক,
দুর্নীতি অবিচারের বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদী এক যুবক।
সমাজ উন্নয়নের দোহায় দিয়ে হয়েছে যারা নেতা,
সমাজ উন্নয়ন কল্পে আজ পাইনা তাদের দেখা।
দুর্নীতি অবিচার সমাজটাকে রেখেছে জিম্মি করে,
স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ হচ্ছে ঘরে ঘরে।
খুন-রাহাজানি হত্যা-যজ্ঞ বেড়েই চলেছে আজ
অপরাধী চক্রের তালিকা তৈরী পুলিশের শুধু কাজ।
টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি ক্ষমতার জোর যার,
দরিদ্র, বঞ্চিত কৃষকের কাছে পেতেছিল যারা হাত,
সমাজ অধিপতি তাদের দাবিতে করে না কর্ণপাত।
সাধারণ মানুষের ডায়েরী করে না থানা-পুলিশে আজ,
এমপি-মন্ত্রীদের গোলামী করা পুলিশের হয়েছে কাজ।
পেশীর জোরে সমাজ চলে নেতার লম্বা হাত,
তাদের বিরুদ্ধে বললে কথা দেখাবে পুলছিরাত।
গণতন্ত্র চর্চা ভুলে নেতারা স্বৈরশাসক
অসহায় বঞ্চিতের রক্ষক বেশে এখন তারা শোষক।
এয়ারকন্ডিশন গাড়ী-বাড়ী বিদেশ পানে চায়
নির্বাচনী ইশতেহারে ওয়াদার কথা ওদের মনে নাই।
ঘুষের টাকা জমিয়ে একদিন করবে আবার হজ্জ,
ভোট-ভিক্ষা চাইতে ওদের নেইতো কোন লাজ।
এস পি, ডিসি ও মন্ত্রী আজ জিম্মি নেতার কাছে,
ন্যায় বিচার আজ পাইনা কেহ আদালত পানে বসে।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই কোথাও সুষ্ঠু শিক্ষার মান,
দলীয় ক্যাডাররা করছে সদা শিক্ষকদের অপমান।
মেধার আজকে নেই কোথাও সঠিক মূল্যায়ন,
দুর্নীতির পরাকাষ্ঠে করেনা কেহ জ্ঞান-অন্বেষণ।
চাকুরীর আশায় সনদপত্র জোগাড় করে যারা,
উপরি ওয়ালার সুফারিশ পেতে চরম ব্যাকুল তারা।
এসব দেখে সুধী মহল ধারেনা নেতার ধার,
দুর্নীতিগ্রস্থ এমন নেতা চাইনা সোনার দেশে,
দেশদ্রোহী নেতা এরা এসেছে ছদ্মবেশে।

সত্যের জয়

আহসান আযীযুল হক রেযা
চর চাঁদপুর, শিলাইদহ
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

সত্যের নেই ক্ষয়
সত্যের আছে জয়
সত্যের নেই ভয়
সত্যেই যেন চাই।
সত্যের সাথে সদা
থাকে যে দয়াময়।
সত্যটা কোনদিন
থাকবে না কো থেমে
সত্য আসে সর্বদা
আকাশ থেকে নেমে
সত্য ডাকে মিথ্যার
দারুন পরাজয়।
সত্য যে অমলিন
সত্যের পক্ষ জয়ী
সত্যকে কোনদিন
যায়না করা দায়ী
সত্য সবার উর্দ্ধে
সত্য সর্বদা নির্ভয়।

Contents

সংগঠন সংবাদ

২৮তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০১৮ সম্পন্ন

রাজশাহী ১লা ও ২রা মার্চ বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী ২৮তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*।

এবারের তাবলীগী ইজতেমায় উপস্থিতি ছিল বিগত সকল ইজতেমার তুলনায় অনেক বেশী। ট্রাক টার্মিনাল ময়দানের পাশাপাশি এ বছর মারকাযের পশ্চিম পার্শ্বস্থ ময়দানেও সম্পূর্ণ প্যাণ্ডেল করা হয় এবং প্রজেক্টরের মাধ্যমে ট্রাক টার্মিনাল থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। তাছাড়া মহিলা মাদরাসায় অন্যান্যবার একটি প্যাণ্ডেল করা হয়। সেখানে এবার বৃহদাকার দু'টি প্যাণ্ডেল করা হয়। এছাড়া ট্রাক টার্মিনালের দক্ষিণে স্থানীয় মহিলাদের জন্য একটি পৃথক মহিলা প্যাণ্ডেল ও প্রজেক্টরের ব্যবস্থা করা হয়। পুরুষ, মহিলা মিলে মোট ৫টি প্যাণ্ডেলই কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়।

এবারের ইজতেমায় সঊদী আরব ও বাহরাইন সহ অন্যান্য দেশ থেকেও সদ্য দেশে ফেরা অনেক প্রবাসী কর্মী ও সুধী ইজতেমায় যোগদান করেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের বিভিন্ন যেলা থেকে অর্ধশতাধিক শ্রোতা ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের হাযার হাযার শ্রোতা ইজতেমার সরাসরি লাইভ প্রোগ্রাম দেখেন।

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান :

বিগত বছরের ন্যায় এবারও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে 'জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়। এবারের নির্বাচিত গ্রন্থ ছিল আমীরে জামা'আত প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (২০১-৫০৬ পৃ.)'। এতে শীর্ষস্থান অধিকারী তিনজন হ'ল যথাক্রমে- ১. মুহাম্মাদ শাহীন রেযা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ২. রিয়াযুল ইসলাম (নওগাঁ) ও ৩. ইমদাদুল হক (রাজশাহী)। এছাড়া ৫ জনকে বিশেষ পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। তারা হ'ল যথাক্রমে- ১. আব্দুল্লাহ (কুমিল্লা), ২. মুহাম্মাদ আরিফুল ইসলাম (দিনাজপুর), ৩. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ (ময়মনসিংহ), ৪. ইরফানুল ইসলাম ফাহীম (কুমিল্লা), ৫. মিনহাজুল ইসলাম (দিনাজপুর)। বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা সনদ ও পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

যুবসমাবেশ :

ইজতেমার ২য় দিন সকাল ১০-টায় প্রস্তাবিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে পৃথক প্যাণ্ডেলে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে 'যুবসমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে **মুহতারাম আমীরে জামা'আত** বলেন, সংগঠন যত শক্তিশালী হবে, নানা ধরনের বাধা তত দেখা দিবে। সে অবস্থায় আখেরাতের চেতনা সম্পন্ন যুবকরাই কেবল সংগঠনে টিকে থাকতে পারবে। আহলেহাদীছ আন্দোলনকে প্রত্যেক মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য দুনিয়াবী লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে থেকে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সদস্যদেরকে দিন-রাত দাওয়াত ও সংগঠনে মনোনিবেশ করতে হবে। আমাদের উপর ফরয দায়িত্ব হ'ল দাওয়াত দেওয়া। আর দাওয়াতকে বিজয়ী করার দায়িত্ব আল্লাহ্র। আর আল্লাহর রহমত নির্ভর করে আমাদের অকুণ্ঠ ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার উপর। 'জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে'। অতএব সংগঠনকে মযবূত করুন এবং আন্দোলনকে এগিয়ে নিন। বিশুদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ দাওয়াতকেই মানুষ গ্রহণ করবে। অশুদ্ধ ও মনগড়া দাওয়াত সমূহ থেকে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিবে। তিনি ইজতেমা থেকে ফিরে গিয়ে সকলকে স্ব স্ব এলাকায় দুর্বার গতিতে সংগঠনকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান।

'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানী মেহমান ড. ইদরীস যুবায়ের এবং ইজতেমায় আগত অন্যতম মেহমান আমীরে জামা'আতের কারাসাথী বেক্সিমকো গ্রুপ-এর মাননীয় ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ. রহমান। এ সময়ে সমবেত যুবকদের উদ্দেশ্যে **সালমান এফ. রহমান** বলেন, দেশে শান্তি-শৃংখলার মূল হচ্ছে যুবসমাজ। যুবকরা সত্যিকার অর্থে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র অনুসারী হ'লে সমাজে স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদেরকে নানাভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে। এজন্য মুসলমানদের পারস্পরিক অনৈক্য যেমন দায়ী, তেমনি তাদের মধ্যে সৃষ্ট চরমপন্থী আক্বীদাও সমানভাবে দায়ী। তিনি এ বিষয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র সাহসী ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বিদেশী মেহমান **ড. ইদরীস যুবায়ের** তাঁর ভাষণে বলেন, আজ মুসলমানদের মধ্যে যে বিভক্তি রয়েছে, তার একটিই কারণ হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ্র জ্ঞান থেকে দূরে সরে যাওয়া। যখন আমরা কুরআন ও সুন্নাহকে সার্বিকভাবে আঁকড়ে ধরতে পারব, তখনই আমাদের পরস্পরের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি হবে এবং জীবন ও মরণ একই লক্ষ্যে পরিচালিত হবে। এজন্য তিনি দ্বীনের বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন এবং এই জ্ঞানই মুসলমানদের অবস্থানকে বুলন্দ করবে বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, যুবকরাই জাতির সঠিক কর্ণধার। আমরা আপনাদের এই সংগঠিত রূপ দেখে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করছি এবং আপনাদের আন্দোলনের শনৈঃশনৈ উন্নতির জন্য দো'আ করছি।

উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম,

Contents

'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন', সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতার, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হাই, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম। যেলা দায়িত্বশীলদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান, নারায়ণগঞ্জ যেলা সাধারণ সম্পাদক মাহফূযুর রহমান, বগুড়া যেলা সভাপতি আল-আমীন, কুমিল্লা যেলা সাধারণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সভাপতি আনোয়ার হোসাইন ও নরসিংদী যেলার সভাপতি আব্দুস সাত্তার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। সমাবেশে যুবসংঘের বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক কর্মী অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, অনুষ্ঠানে 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও ড. নূরুল ইসলামকে পি.এইচ-ডি ডিগ্রী লাভের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

অন্যান্য সাংগঠনিক রিপোর্ট

(৩) দাওকান্দী, দূর্গাপুর, রাজশাহী ৮ই জানুয়ারী'১৮ সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব দাওকান্দী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দাওকান্দী এলাকা কর্তৃক আয়োজিত আব্দুল আযীযের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ফুরকান আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

(৪) বাঁকাল মাদরাসা, সাতক্ষীরা ১৮ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদরাসায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাতক্ষীরা বাঁকাল মাদরাসা এলাকা গঠন উপলক্ষে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা এলাকা সভাপতি নাফীস আব্দুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, অর্থ সম্পাদক শফিউল্লাহ, তাবলীগ সম্পাদক নাজমুল আহসান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে মাশরাফী আদনান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোহেল রানা। উক্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আবু তাহের। উল্লেখ্য যে, অত্র যেলার বাৎসরিক অডিট করা হয়।

(৫) লাল জুম'আ, ডিমলা, নীলফামারী ২২শে জানুয়ারী '১৮ সোমবার :

অদ্য বাদ ৯.০০ঘটিকা হ'তে লাল জুম'আ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ'-এর যেলা অডিট ও কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি মুহাম্মাদ আশরাফ আলী-এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডা. মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, যয়নুল আবেদীন, ও 'সোনামণি' যেলা পরিচালক আব্দুল খালেক সুজন প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন কাওছার আহমাদ ও সঞ্চালনা করেন আব্দুর রহমান। কর্মী সম্মেলন পরবর্তী বাদ এশা সৈয়দপুর শহর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে প্রধান অতিথি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার মাসিক তা'লীমী বৈঠকে যোগদান করেন।

(৬) কৌইমারী, জলঢাকা, নীলফামারী ২১শে জানুয়ারী '১৮ রবিবার :

অদ্য বাদ আছর কৌইমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তাবলীগী ইজতেমা ডা. মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আব্দুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মুহাম্মাদ আব্দুল জলীল ও মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান। উক্ত অনুষ্ঠান কুরআন তেলাওয়াত করেন হাবিবুল্লাহ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন কাওছার আহমাদ।

(৭) বড়গাছী, পবা, রাজশাহী ১৬ই জানুয়ারী'১৮ মঙ্গলবার :

অদ্য বাদ আছর বড়গাছী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বড়গাছী এলাকা কর্তৃক আয়োজিত এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি কামারুযযাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার প্রচার সম্পাদক আব্দুল মুত্তালিব। রাকিবুল ইসলামের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. ইদরীস (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কোথায় কোথায় বর্ণিত হয়েছে?
উত্তর : পবিত্র কুরআনে হযরত ইদরীস (আঃ) সম্পর্কে সূরা মারিয়াম ৫৬, ৫৭ এবং সূরা আম্বিয়া ৮৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।
২. আল্লাহ কাকে প্রথম মানব হিসাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংকবিজ্ঞান দান করা হয়েছিল?
উত্তর : হযরত ইদরীস (আঃ) হলেন প্রথম মানব, যাঁকে মু'জেযা হিসাব জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংকবিজ্ঞান দান করা হয়েছিল।
৩. তিনি কিভাবে লিখন পদ্ধতি ও সেলাই শিল্পের সূচনা করেন?
উত্তর : তিনিই সর্ব প্রথম মানব, যিনি আল্লাহ্‌র ইলহাম মতে কলমের সাহায্যে লিখন পদ্ধতি ও বস্ত্র সেলাই শিল্পের সূচনা করেন।
৪. কোন নবীর আমলে ওযন ও পরিমাপের পদ্ধতি আবিষ্কার হয়?
উত্তর : হযরত ইদরীস (আঃ)-এর আমলে।
৫. 'আদ সম্প্রদায়ের কতটি পরিবার বো গোত্র ছিল?
উত্তর : ১৩টি।
৬. কোন জাতি 'আমাদের চেয়ে বড় শক্তিধর (এ পৃথিবীতে) আর কে আছে' বলে অহংকার করেছিল?
উত্তর : 'আদ জাতি।
৭. 'আদ জাতির অমার্জনীয় হঠকারিতার ফলে প্রাথমিক গযব কি ছিল?
উত্তর : উপর্যপরি তিন বছর বৃষ্টিপাত বন্ধ ছিল?
৮. কওমে 'আদ আল্লাহ্‌র কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করলে আসমান কয় ধরণের মেঘ দেখা দিয়েছিল?
উত্তর : ৩ ধরণের; সাদা, কালো ও লাল মেঘ।
৯. তারা কোন ধরণের মেঘ পসন্দ করেছিল?
উত্তর : কালো মেঘ।
১০. 'আদ জাতির উপর কতদিন ঝড়-তুফান বইতে থাকে?
উত্তর : সাত রাত্রি ও আট দিন ব্যাপী অনবরত ঝড়-তুফান বইতে থাকে।
১১. হযরত ছালেহ (আঃ) কোন কওমের উপর প্রেরিত হন?
উত্তর : ছামূদ জাতির উপর।
১২. কওমে ছামূদ কোন জাতির পর পৃথিবীতে আসে?
উত্তর : 'আদ জাতির ধ্বংসের প্রায় ৫০০ বছর পরে।
১৩. কওমে 'আদ ও কওমে ছামূদের বংশধারা কি?
উত্তর : তারা একই দাদা 'ইরাম'-এর দু'টি বংশ ধারা ছিল।
১৪. কওমে ছামূদ কোথায় বসবাস করত?
উত্তর : আরবের উত্তর-পশ্চিম এলাকায়।
১৫. তাদের প্রধান শহরর নাম কি?
উত্তর : 'হিজর' যা শামদেশ অর্থাৎ সিরিয়অর অন্তর্ভুক্ত ছিল।
১৬. বর্তমান একে কী বলা হয়ে থাকে?
উত্তর : 'মাদায়েনে ছালেহ'।
১৭. তারা কোন বিষয়ে পারদর্শী ছিল?
উত্তর : তারা প্রস্তর খোদায় ও স্থাপত্য বিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল। সমতল ভূমিতে বিশালকায় অট্টালিকা নির্মাণ ছাড়াও পর্বতগাত্র খোদায় করে তারা নানা রূপ প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করত।
১৮. পবিত্র কুরআনের কতটি সূরায় ছালেহ (আঃ) সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়েছে?
উত্তর : ২২টি সূরায়।
১৯. পবিত্র কুরআনে ছালেহ (আঃ) সম্পর্কে কতটি আয়াত নাযিল হয়?
উত্তর : ৮৭টি আয়াত।
২০. ছালেহ (আঃ)-এর উপর কোন শ্রেণীর লোক ঈমান এনেছিল?
উত্তর : কওমের দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণীর লোক।
২১. ছালেহ (আঃ)-এর জাতিরা তাঁর দাওয়াত বন্ধ করার জন্য কী দাবি করেছিল?
উত্তর : আপনি যদি আল্লাহ্‌র সত্যিকারের নবী হন, তাহলে আমাদেরকে নিকটবর্তী 'কাতেবা' পাহাড়ের ভিতর থেক একটি দশ মাসের গর্ভবতী সবল ও স্বাস্থ্যবতী উষ্ট্রী বের করে এনে দেখান।
২২. ছালেহ (আঃ) আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করায় কি হয়েছিল?
উত্তর : কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের গায়ে কম্পন দেখা দিল এবং একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে তার ভিতর থেকে কওমের নেতাদের দাবীর অনুরূপ একটি গর্ভবতী ও লাবণ্যবতী তরতাযা উষ্ট্রী বেরিয়ে এল।
২৩. আল্লাহ উষ্ট্রীর জন্য এবং লোকদের জন্য কিভাবে পানি বন্টন করেছিলেন?
উত্তর : একদিন উষ্ট্রীর ও পরের দিন লোকদের জন্য। অবশ্য ঐ দিন লোকেরা উষ্ট্রীর দুধ পান করত এবং বাকী দুধ দ্বারা তাদের সব পাত্র ভরে নিত।
২৪. কিভাবে উষ্ট্রীকে হত্যা করা হয়েছিল?
উত্তর : ছামূদ গোত্রের দু'জন পরমা সুন্দরী মহিলা, যারা ছালেহ (আঃ)-এর প্রতি দারুণ বিদ্বেষী ছিল, তাদের রূপ-যৌবন দেখিয়ে দু'জন পথভ্রষ্ট যুবককে উষ্ট্রকে হত্যায় রাযী করালো। তারা তীর ও তরাবিরর আঘাত উষ্ট্রীকে পা কেটে হত্যা করে ফেলল।
২৫. কয়জন লোক ছালেহ (আঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল?
উত্তর : কওমের নয়জন নেতা।
২৬. তাদের শাস্তি ধরণ কেমন ছিল?
উত্তর : কওমে ছামূদের অবিশ্বাসী সকলের মুখমণ্ডল প্রথম দিন বৃহস্পতিবার হলুদ বর্ণ, পরের দিন শুক্রবার লালবর্ণ তৃতীয় দিন শনিবার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেল। চতুর্থ দিন রবিবার আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ভূমিকম্প শুরু হ'ল এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ এক গর্জন শোনা গেল। তাতেই তারা শুষ্ক খড়কুটোর মত হয়ে গেল।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আদলে দেশের প্রথম কুরআন ভাস্কর্য তৈরী করা হয় কোথায়?
উত্তর : কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়।
২. বাংলাদেশের ইতিহাসে শীতলতম দিন কোনটি?
উত্তর : ৮ই জানুয়ারী ২০১৮, সোমবার।
৩. দেশের ইতিহাসে সর্বনিম্ন ২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কোথায় রেকর্ড করা হয়?
উত্তর : তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়।
৪. দেশের প্রথম ছয় লেন ফ্লাইওভার কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : মহিপাল, ফেনী, মূল দৈর্ঘ্য ৬৯০ মিটার।
৫. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ওয়াচ টাওয়ারের নাম কি ও কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : জ্যাকব টাওয়ার (উচ্চতা, ২২৫ ফুট); চরফ্যাশন, ভোলা।
৬. কোথায় দেশের প্রথম ল্যাপটপ কারখানার যাত্রা শুরু হয়?
উত্তর : গাজীপুরের চন্দ্রায়।
৭. বর্তমানে প্রধান তথ্য কমিশনার কে?
উত্তর : মরতুজা আহমদ।
৮. বর্তমানে মন্ত্রীসভায় মোট সদস্য সংখ্যা কতজন?
উত্তর : ৫৩ জন।
৯. বর্তমান মন্ত্রীসভায় টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী কতজন?
উত্তর : ৪ জন।
১০. দেশের দীর্ঘতম ভাসমান সেতু কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : যশোরের মনিরামপুর উপযেলায়।
১১. সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কতটি কোটা আছে?
উত্তর : ২৫৮টি।
১২. এভিয়েশন সুবিধাসহ দেশের বৃহত্তম নৌঘাঁটি নির্মাণ করা হচ্ছে কোথায়?
উত্তর : পটুয়াখালীতে।
১৩. বর্তমান কতটি খাতের উপর ভিত্তি করে মোট উৎপাদন (GDP) নিরূপন করা হয়।
উত্তর : ১৫টি।
১৪. বাংলাদেশ পুলিশের ২৯তম মহাপুলিশ পরিদর্শক (IGP)-এর নাম কি?
উত্তর : ড. মোহাম্মাদ জাবেদ পাটোয়ারী, বিপিএম (বার)।
১৫. বাংলাদেশের কোথায় পিরামিড আকৃতির স্তুপ আবিষ্কৃত হয়?
উত্তর : মুন্সিগঞ্জের বিক্রমপুরে।
১৬. বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জীকে ডি-লিট ডিগ্রী প্রদান করে।
উত্তর : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
১৭. ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার (OIC)-এর দেশগুলির পর্যটনমন্ত্রীদের দশম সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ঢাকায়।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. সীমান্তবর্তী পানমুনজম গ্রামটি কোন দুই দেশের মধ্যে অবস্থিত?
উত্তর : উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে।
২. বিশ্বের বৃহত্তম উভচর উড়োজাহাজ (AG 600) কোন দেশের তৈরি?
উত্তর : চীন
৩. প্রথমবারের মতো VAT প্রথা চালু করে কোন কোন দেশ?
উত্তর : সঊদী আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।
৪. কোন দেশের প্রধানমন্ত্রি সব রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দেয়ার ঘোষণা দেন?
উত্তর : ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী।
৫. কোন দেশের প্রাথমিক স্কুলগুলোতে ইংরেজী শিক্ষা নিষিদ্ধ?
উত্তর : ইরান।
৬. কে ৯২ বছর বয়সে প্রধানমন্ত্রী পদে লড়ার ঘোষণা দেন?
উত্তর : মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মাদ।
৭. কোন দেশে 'নিঃসঙ্গ মন্ত্রণালয়' খোলা হয়েছে?
উত্তর : যুক্তরাজ্যে।
৮. যুক্তরাজ্যে প্রথম মুসলিম নারী মন্ত্রীর নাম কি?
উত্তর : নূস ঘানি।
৯. জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত বিশ্বে মোট প্রচিলত মুদ্রার সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ১৮০টি।
১০. বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক মুদ্রাস্ফীতির দেশ কোনটি?
উত্তর : ভেনিজুয়েলা।
১১. বিশ্বে জনবহুল দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন।
১২. (SIPRI)-এর তথ্য মতে, শীর্ষ বাজেট?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র (৬১১.২ বিলিয়ন ডলার)।
১৩. মোবাইলে ডেটা ব্যবহারে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : ভারত।
১৪. মোবাইলে ইন্টারনেট গতিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : নরওয়ে।
১৫. বিশ্বের শীতলতম গ্রাম কোনটি?
উত্তর : রাশিয়ার 'ওয়াইমিয়াকোন।
১৬. বিশ্বে কোন দেশে নারী-পুরুষ সকলের সমান বেতন।
উত্তর : আইসল্যাণ্ডে।
১৭. (WEF) অন্তর্ভুক্তি উন্নয়ন সূচকে শীর্ষ অর্থনীতির দেশ?
উত্তর : নরওয়ে।
১৮. ২০১৮ সালের জি-৭৭-এর চেয়ারম্যান দেশ কোনটি?
উত্তর : মিশর।
১৯. জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ-এর নতুন ৬টি দেশ কি কি?
উত্তর : নিরক্ষীয় গিনি, আইভরি কোস্ট, কুয়েত, পেরু, পোল্যাণ্ড ও নেদারল্যান্ডস।